Year 4 | Issue 34
29 Sep 05 Oct. 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ৩৪
১৪ আশ্বিন ১৪২৪
০৮ মহররম ১৪৩৮ হিজরী

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

গণভোটের পর বৃটেনের অর্থনৈতিক মার্কেটে স্থবিরতা

রেন্ট মার্কেটে ধ্বস

- ল্যাণ্ড লর্ডদের মধ্যে অনিশ্চয়তা
- খালি পড়ে আছে ঘর, ভাড়া যাচ্ছেনা
- ভাড়া কমছে অস্বাভাবিক হারে
- সুদের হার বৃদ্ধির খবরে উদ্বেগ

দেশ রিপোর্ট ঃ ব্রেক্সিট প্রশ্নে গণভোটের পর বৃটেনের অর্থনৈতিক মার্কেটে স্থবিরতা বিরাজ করছে। গত বছরের ২৩ জুন গণভোটের পর পর বৃটিশ পাউণ্ডের মূল্যপতন ঘটে। পাউণ্ডের বিপরীতে টাকার রেইট নেমে আসে ১০২ টাকায়। কিন্তু শুধু কারেন্সি মার্কেটই নয়; ধ্বস নেমে এসেছে প্রোপার্টি মার্কেটেও। ল্যাণ্ড লর্ডরা ঘর ভাড়া দিতে পারছেন না। মাসের পর মাস খালি পড়ে আছে অনেক প্রোপার্টি। অনেক এস্টেট অ্যাজেন্ট রেন্ট গ্যারান্টি স্কীমের ঘর ভাড়া দিতে পারছেন না। নতুন টেনেন্টের কাছে আগের ভাড়ায় ঘর ভাড়া দিতে পারছেন না। ফলে ল্যান্ড লর্ড ও এস্টেট অ্যাজেন্টদের মধ্যে বিরাজ করছে চরম অনিশ্চয়তা।

পূর্ব লন্ডনের রোমান রোডের রাইটলেইন প্রোপার্টির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফারুক ফুয়াদ চৌধুরী সাপ্তাহিক দেশকে বলেন, তিনি দশ বছর ধরে এই ব্যবসায় আছেন। ল্যাণ্ড লর্ডদের শতাধিক ঘর তাঁর ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। এসব ঘর কোনোদিনও ভাড়াটিয়াশূন্য থাকেনি। বিশেষ করে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস হচ্ছে রেন্টের জন্য পিক মৌসুম। ওই সময় ঘরের চাহিদা থাকে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ব্রেক্সিটের পর তিনি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছেন। এ বছর আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরেও তাঁর অধীনে থাকা প্রায় ১২টি ঘর খালি পড়ে আছে। এই ঘরগুলো তিনি রেন্ট গ্যারান্টি স্কীমের আওতায় ম্যানেজেমেন্টের জন্য নিয়েছিলেন কিন্তু এখন ভাড়াটে পাচ্ছেন না। নিজের পকেট থেকে ল্যাণ্ড লর্ডকে ভাড়া দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ভাড়াটিয়ারা অধিকাংশই ইউরোপিয়ান। ব্রেক্সিটের পর এখন আর ইউরোপিয়ানেরা তেমন আসছে না। সকলেই এক অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। অনিশ্চয়তার কারণে ইতোমধ্যে অনেকেই ইউরোপ ফিরে গেছেন। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে অনেক শিক্ষার্থী ইউরোপ থেকে লন্ডনের বিভিন্ন ইউনিভার্সিতে পড়তে আসেন। সেপ্টেম্বরে তাদের সেশন শুরু হয়। কিন্তু চলতি সেপ্টেম্বরে ইউরোপিয়ান শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে কোনো ঘর কোনো দিনও ভাড়াটেশূন্য থাকেনি। হঠাত খালি হলে ২/১ একদিনের ভাড়া চলে যেতো। কিন্তু এখন সেপ্টেম্বর চলে যাচ্ছে অথচ ১২টি ঘর খালি পড়ে আছে। তিনি বলেন, ভাড়াটে পাওয়া গেলেও আগের মতো ভাড়া মিলছে না। আগে যেখানে তিন বেডরুমের একটি ঘরে কমপক্ষে ২ হাজার পাউন্ড ভাড়া পাওয়া যেতো এখন তা ১৮শ পাউন্ডেও ভাড়া যাচ্ছে না। ৪ বেড

পৃষ্ঠা ২৩

১০ বছরের মধ্যে কখনো রেন্ট মার্কেটে এভাবে ধ্বস নামেনি

-ফারুক ফুয়াদ চৌধুরী
ডাইরেক্টর, রাইটলেইন প্রোপার্টি

সুচির প্রতি জেরেমি করবিনের আহ্বান

সহিংসতা থামান

লন্ডন, ২৯ সেপ্টম্বর: রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে অং সান সুচির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বৃটেনের বিরোধী লেবার দলনেতা জেরেমি করবিন। ব্রাইটনে দলের বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি মূল বক্তব্যে রোহিঙ্গাদের দুর্দশার কথা তুলে ধরবেন এবং সরাসরি সুচির প্রতি এ নৃশংসতা বন্ধের আহ্বান জানাবেন। এ খবর দিয়েছে লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে বলা হয়, মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে নৃশংসতা সংঘটিত হচ্ছে তাতে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এ নৃশংসতা থেকে জীবন বাঁচাতে প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশে। এ অবস্থার অবসানে জেরেমি করবিন দলীয় সভায় বলবেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের চ্যাম্পীয়ন অং সান সুচির প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করুন। রাখাইনে প্রবেশের অনুমতি দিন জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলোকে। রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন যাবত দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

পৃষ্ঠা ২৩

নিবন্ধন নবায়ন করছে না টিএফএল

উবার কি বন্ধ হয়ে যাবে

দেশ রিপোর্ট ঃ যুক্তরাজ্যে অ্যাপভিত্তিক ট্যাক্সি সেবা নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন (টিএফএল) উবারের রেজিস্ট্রেশন নবায়ন না করায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের পর এই ট্যাক্সিসেবা বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। টিএফএল এর এই সিদ্ধান্তের পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অবস্থা হয়ে উবারের ড্রাইভার ও সেবাগ্রহিতাদের মধ্যে। উবার কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দিয়েছে, তারা তাদের সার্ভিস অব্যাহত রাখতে আইনী লড়াইয়ে যাবে। কিন্তু আইনী লড়াইয়ে বিজয়ী হতে না পারলে এই সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাবে এবং এতে করে ৩৫ লাখ সেবাগ্রহীতা এই সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হবেন। আর বেকার হয়ে পড়বেন ৪০ হাজার উবার ড্রাইভার। যার মধ্যে শুধু বাঙালি উবার ড্রাইভার রয়েছেন ১০ হাজার।

গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার টিএফএল যাত্রী

নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায়। টিএফএল এর বিবৃতিতে আরো বলা হয়, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিই আমাদের কাছে সবার আগে। ভাড়া করা গাড়ি দিয়ে পরিবহন সেবা পরিচালনাকারীদের কিছু নিয়মনীতি মানতে হয়। তাদের দেওয়া সেবা পর্যালোচনা করে লন্ডন পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধ নবায়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। উবার বেশ কিছু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে যেগুলো জনগণের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। তাই উবারের নিবন্ধন নবায়ন করা হচ্ছে না।

- স্তম্ভিত ৩৫ লাখ সেবাগ্রহিতা
- বেকার হবে ৪০ হাজার চালক
- দুশ্চিন্তায় ১০ হাজার বাংলাদেশি
- ট্যাক্সবঞ্চিত হবে সরকার

পৃষ্ঠা ২৩

London Enterprise Academy

Secondary school in Whitechapel offering:

- Small class sizes with strong discipline
- New modern classrooms with iPads for every student
- High quality teaching and learning
- Broad and balanced curriculum
- A menu of enrichment activities to choose from

Year 6 Open Days

Visit us for Year 7, 8 & 9 places

Monday 25 September 4 - 7pm
Monday 2 October to Friday 7 October 9:30am - 12:15pm

"Learning for Life"

81 91 Commercial Road, London E1 1RD

T: 020 7426 0746 • E: info@londonenterpriseacademy.org

www.londonenterpriseacademy.org

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

ম্যানচেস্টারে মসজিদের বাইরে মুসলিম সার্জনের ওপর হামলা

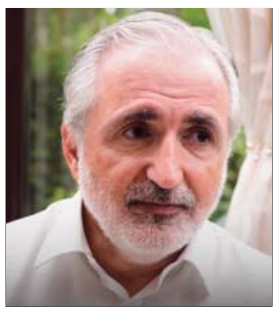

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর: গ্রেটার ম্যানচেস্টারে একটি মসজিদের বাইরে একজন ডাক্তারকে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তিনি একজন সার্জন। নাম নাসের কুর্দি (৫৮)। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর চিকিৎসা শেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার এশার নামাজ আদায় করে তিনি মসজিদ থেকে বের হলে তার ওপর হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা এ সময় ইসলামধর্ম নিয়ে প্রচণ্ড কুরুচিপূর্ণ ও আপত্তিকর কথা বলে। এ খবর দিয়েছে লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে বলা হয়, গ্রেটার ম্যানচেস্টারের

পৃষ্ঠা ২৩

স্টার্টফোর্ড শপিং সেন্টারে এসিড হামলা : আহত ৬

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর: লন্ডনে আবারও এসিড হামলা। মাঝে কিছুদিন থেমেছিলো। কিন্তু ফের দেখা দিচ্ছে অশান্তি। একসময় বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস ছিলো এসিড হামলার কেন্দ্র বিন্দু। এবার তা ঘটেছে জনবহুল এলাকা স্টটিফোড শপিং

পৃষ্ঠা ৩৮

রাখাইনে চলছে রোহিঙ্গা নিধন

এ পর্যন্ত এসেছে ৯ লাখ, দূত পাঠাতে চান সুচি

দেশ ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : কোনোমতেই থামছে না রোহিঙ্গাদের প্রবেশ। গত সোমবারও নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ৫০ হাজারেরও বেশি নির্যাতিত নারী, শিশু ও পুরুষ। এ নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। আগে থেকে বাংলাদেশে আছেন আরো ৪ লাখ। সবমিলিয়ে বাংলাদেশে এখন প্রায় ৯ লাখ রোহিঙ্গা রয়েছেন। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতিতদের পালিয়ে আসা বন্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে দূত পাঠাতে চান সুচি

এদিকে চলমান রোহিঙ্গা সংকটের মধ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার জন্য দূত পাঠাতে চাইছেন মিয়ানমারের নেত্রী ও স্টেট কাউন্সেলর অং সান সুচি। তিনি তার কার্যালয় বিষয়ক মন্ত্রী কিয়াও তিন্ত সুই'কে ঢাকায় পাঠাবেন। গত ২৫ আগস্ট থেকে রাখাইনে নতুন করে সহিংসতা শুরুর আগেই বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য মিয়ানমার সরকারকে অনুরোধ

করে আসছিলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী বাংলাদেশ সফরের জন্য সু চি'র দপ্তরের মন্ত্রীকে বেশ কয়েক মাস আগেই আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু মিয়ানমারের পক্ষ থেকে এতোদিন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক নিন্দা ও চাপের মুখে মিয়ানমার তাদের এই মন্ত্রীকে আলোচনার জন্য বাংলাদেশে পাঠাতে

পৃষ্ঠা ২৩

রাজন, রাকিবের পর এবার সাগর

ময়মনসিংহে কিশোরকে খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : সিলেটে রাজন আর খুলনায় রাকিবকে চুরির অপবাদে পিটিয়ে হত্যার পর এবার ময়মনসিংহে একই কায়দায় খুন করা হলো কিশোর সাগর মিয়াকে (১৬)। গৌরীপুরে টেলিফোনের খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে হত্যার পর তার লাশ গুম করে গা ঢাকা দেয় হত্যাকারীরা। পরে পুলিশ সাগরের লাশ উদ্ধার করে।

২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা সদর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে ডৌহাখলা ইউনিয়নের চরশ্রীরামপুরের গাউছিয়া মৎস্য হ্যাচারির কাশবন থেকে ওই কিশোরের লাশ উদ্ধার

পৃষ্ঠা ৩৯

দুবাইয়ে বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত ট্যাক্সির যাত্রা

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর: সফলভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হলো বিশ্বের প্রথম ড্রোন ট্যাক্সির। এটিই হতে যাচ্ছে

পৃষ্ঠা ২৩

উল্টো পথে এসে ফের জরিমানা গুনল সচিবের গাড়ি

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : একদিনের মাথায় উলটোপথে গাড়ি চালিয়ে ফের জরিমানা গুনলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব। গত সোমবার সন্ধ্যায় শেরাটন হোটেলের দিক থেকে উলটো পথে এসে বাংলামোটর মোড়ে পৌঁছানোর সময় তার গাড়িটি আটকায় ট্রাফিক পুলিশ।

এই ঘটনার একদিন আগে রোববার বিকেলে হেয়ার রোডে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধার সামনে রাস্তায় উলটোপথে এসে জরিমানা গুনে সচিবের এই গাড়িটি। ওই দিন উলটোপথে এসে জরিমানা গুনতে হয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদসহ অনেক উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে। ওই অভিযানে ৫০টির মতো গাড়িকে জরিমানা করা হয়। যার বেশির ভাগই ছিল সরকারি কর্মকর্তাদের।

জানা যায়, গত সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে সচিবের গাড়ি

পৃষ্ঠা ২৩

LMC Business Wing, Suite 2
Floor 2, 46 Whitechapel Road, E1 1JX
T: 020 7096 1188
M: 07539 316 742
E: info@eastendtraining.co.uk
W: www.eastendtraining.co.uk

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call 02070961188

EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning

Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

পাঁচ শর্তে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা যাবে

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : করবিষয়ক পাঁচ শর্তে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো ত্রাণসামগ্রীর ওপর আরোপযোগ্য শুল্ক-কর আর থাকবে না। তবে এই ত্রাণসামগ্রীর ওপর 'অগ্রিম আয়কর' বা এআইটি মওকুফ করা হবে না। এখন এ পাঁচ শর্তের একটি শর্ত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর মতামত চাওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অর্থমন্ত্রীর জন্য তৈরি সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, অতি সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার থেকে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করছে। তাদের বেশির ভাগই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বাংলাদেশে আসছে। এসব রোহিঙ্গা শরণার্থীর দুরবস্থা নিরসনে বিভিন্ন দেশ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে এবং এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে ত্রাণবাহী এয়ারক্রাফট চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। এসব ত্রাণের জন্য একটি করবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। চলতি মাসের ১৩ তারিখ অর্থমন্ত্রী কর্তৃক এই নীতিমালা অনুমোদনও করা হয়। রেহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণসামগ্রী যাতে নির্বিঘ্নে দেশে আসতে পারে এবং সেগুলো শরণার্থীদের হাতে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছানো যায় সে জন্য এই নীতিমালায় পাঁচটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।

এসব শর্তের মধ্যে ছিল-অনুদান হিসেবে প্রেরিত খাদ্য এবং জরুরি ত্রাণসামগ্রী রোহিঙ্গা রাজ্যে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এবং এগুলো কোনোক্রমেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার বা বিক্রয়/হস্তান্তর/স্থানান্তর করা যাবে না।

মিয়ানমার বাহিনীর অপরাধের প্রমাণ পেয়েছে এইচআরডব্লিউ

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : গত ২৫ আগস্ট থেকে রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষের ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নকে মানবতাবিরোধী অপরাধ আখ্যা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এইচআরডব্লিউ। সোমবার সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক রিপোর্টে সংগঠনটি এই পর্যবেক্ষণ হাজির করেছে। হত্যা-ধর্ষণ-উচ্ছেদের বিপুল আলামত পাওয়ার পর রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের চারটি ক্ষেত্র শনাক্ত করেছে এইচআরডব্লিউ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টে বলা হয়, রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী গুরুতরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। গত ২৫ আগস্ট থেকে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনী যে নিপীড়ন চালিয়েছে তা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল। সেনাবাহিনীর মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রগুলো হলো– ক) কোনো জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তরিত ও বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য করা, খ) হত্যা, গ) ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন সন্ত্রাস এবং ঘ) আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) রোম স্ট্যাটিউটের বিবেচনায় নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড করা। রিপোর্টে বলা হয়, ২০১২ ও ২০১৬ সালে উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং রাখাইনের বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তরা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তখনো মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য বার্মিজ সরকারকে দায়ী করেছিল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত- আইসিসির রোম স্ট্যাটিউটের সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানবতাবিরোধী অপরাধ হলো এমন এক উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড যা বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিস্তৃত ও কাঠামোবদ্ধ হামলার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। এ ধরনের হামলা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় অথবা সাংগঠনিক নীতির অংশ হতে হবে। আন্তর্জাতিক আইনি বিচারব্যবস্থা অনুযায়ী এ হামলা হতে হবে বিস্তৃত অথবা কাঠামোবদ্ধ। হামলার বিস্তৃতর মানে হলো 'অপরাধের মাত্রা কিংবা ঘটনার শিকার মানুষদের সংখ্যা' এবং কাঠামোবদ্ধ হামলা দিয়ে বোঝায় 'পদ্ধতিগত পরিকল্পনা'।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ওই রিপোর্টে বলা হয়, আন্তর্জাতিক মানবতাবিষয়ক আইনে বলা আছে মানবতাবিরোধী অপরাধ যে কেবল সামরিক হামলার ক্ষেত্রে হবে তা নয়। কারণ, মানবতাবিরোধী অপরাধ সশস্ত্র সংঘাতমূলক প্রেক্ষাপটের মধ্যে কিংবা এর বাইরেও হতে পারে। তাছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধ মানে যে কেবল একটি এলাকার পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা পরিচালনা করা, তা নয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর বিস্তৃত ও কাঠামোবদ্ধ হামলা চালিয়েছে। পূর্বে স্যাটেলাইটে ধারণকৃত ছবিতে দেখা গেছে যে এলাকায় জ্বালাও পোড়াওয়ের আলামত পাওয়া গেছে তা রাখাইন রাজ্যের ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে নভেম্বরে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর জ্বালাও পোড়াওয়ের তৎপরতা নির্দিষ্ট এলাকা থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

হিউম্যান রাইটসের রিপোর্টে বলা হয়, গত ২৫ আগস্ট থেকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদেরকে স্থানান্তরিত ও বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য করেছে। আইসিসি পূর্ববর্তী সব বড় বড় আন্তর্জাতিক অপরাধের দলিলেই বিতাড়নকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মতো করেই সে দেশের এই মানবাধিকার সংস্থা রোহিঙ্গা নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে টেলিভিশনে প্রচারিত জাতির উদ্দেশে দেয়া অং সান সু চির ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ- এইচআরডব্লিউ স্পষ্ট বিবৃতিতে জানায়, ওই ভাষণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে হারানো গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা নিয়েছেন সু চি। তবে বক্তব্যে সু চি দেশের রোহিঙ্গাবিরোধী জনতা এবং সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছেন বলে অভিযোগ তোলে তারা। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর অবরোধ ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায় সংস্থাটি।

এর ক'দিন পরে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী এখনো বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তে স্থলমাইন পুঁতে রাখছে বলে প্রমাণ হাজির করে এইচআরডব্লিউ। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, স্বাধীন সংবাদকর্মীর খবর আর এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোকচিত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা জানায়, গত কয়েক সপ্তাহেও অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে। এই মাইনের ব্যবহার আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ। মিয়ানমারকে অবিলম্ব ওই নিষিদ্ধ অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে ১৯৯৭ সালের মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে সই করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওই আন্তর্জাতিক সংস্থা।

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist
খোঁয়াজ জুয়েলার্স

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।
আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

TAJ ACCOUNTANTS
একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ
HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs
Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843
Our Popular Services
Accounts for LTD Company
Restaurants & Take Away
Cab Drivers & Small Shops
Builders & Plumbers
VAT
Payroll
Company Formations
Business Plan
Tax Return
69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Nurujjaman
E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk
We are registered licence holder in public practice

Capstone's Offer
50% DISCOUNT
* T&C apply
for CAB DRIVERS
* T&C apply
30% Discount for
Restaurant, Takeaway & Other Businesses
with an experienced, reliable & friendly service.
Our Services
Statutory Accounts & Audit
Sole Trader & Partnership Accounts
Property Rental Accounts
Business Plan & Projections
Company Formation
Self Assessment Tax Returns
Capital Gain Tax
Corporation Tax Returns
VAT Returns & Payroll (RTI)

A K M Jalal Uddin ACCA
Chartered Certified Accountant
Call us today on
020 3490 6705, 07944 286 718
CAPSTONE ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS
50e Greatorex Street, London E1 5NP
e: info@capstoneaccountants.co.uk | www.capstoneaccountants.co.uk
* Offers end 3 months after this advert published. For full terms and conditions please call us.

LONDON TRAINING CENTRE
15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS
WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
FOOD HYGIENE
HEALTH & SAFETY
HEALTH AND SOCIAL CARE
FIRST AID
TEACHING ASSISTANT
FIRE AWARENESS
CUSTOMER SERVICE
CSCS (Health & Safety for construction industry)
REFRESHER COURSE for nurses/ health & social care workers

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
FIRE RISK ASSESSMENT
GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION
All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers
Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com
Highfield ncfe. ASDAN

তমব্রু সীমান্তে এখনো জ্বলছে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের তমব্রু এলাকায় এখনো জ্বলছে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সহায়তায় রাখাইনরা বাছাই করে বাড়িঘরগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এপারে বান্দরবানের তমব্রু গ্রাম থেকে আগুনের শিখা স্পষ্ট দেখা যায়। তবে রাখাইনরা আগের মতো অনেক বাড়ি একসাথে পোড়াচ্ছে না। এরা বিকেলের দিকটা বেছে নিচ্ছে পোড়ানোর জন্য। সাংবাদিকেরা রিপোর্ট পাঠানোর জন্য বিকেলের দিকে সীমান্ত এলাকা ছেড়ে চলে যান এটা ওরা জেনে গেছে।

এদিকে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) এবং সেনাবাহিনী তাদের সীমান্তে টহল জোরদার করেছে। ফলে আগের মতো একসাথে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারছেন না বলে আশ্রয়শিবিরে আসা তাদের আত্মীয়স্বজনেরা জানিয়েছেন। রোহিঙ্গারা এখন ছোট ছোট দলে বা একটি অথবা দু'টি পরিবার একসাথে করে আসছে। জামাল তার পরিবারের লোকজন নিয়ে গত সোমবার বালুখালী এলাকায় রাস্তার পাশে বসেছিলেন। তিনি জানালেন, অনেক সাবধানে আমাদের আসতে হয়েছে। কারণ মগেরা (মিয়ানমারের সেনাবাহিনী অথবা রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন) আমাদের দেখলেই গুলি করে। গুলবানু বেগম বালুখালী মাদরাসার পাশে একটি ভবনের নিচে বসেছিলেন তার ছোট ছোট পাঁচ সন্তান নিয়ে। তিনি বলেন, আমার স্বামীকে মগেরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। আমি সন্তানদের নিয়ে পালিয়ে এসেছি আরেকটি পরিবারের সাথে।

বান্দরবান জেলার তমব্রু গ্রামের কামাল হোসেন বলেন, আগে বার্মিজরা সকাল থেকে

রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিত। এখন এরা বিকেলের দিকে জ্বালিয়ে থাকে। সারারাত জ্বলে পরের দিন সকাল বেলা ছাই হয়ে যায়। তিনি বলেন, শুধু রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়েই এরা ক্ষান্ত হচ্ছে না, ওখানকার মুসলমানদের ঐতিহ্যকেও শেষ করে দিচ্ছে।

কামাল হোসেন বলেন, মিয়ানমারসহ বাংলাদেশের লোকজন ব্রিটিশদের অধীনে থাকার সময় তমব্রু একটা গ্রাম ছিল। ব্রিটিশরা দেশভাগের সময় তমব্রু গ্রামকে দুই ভাগ করে দিয়ে যায়। আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ ওপারে থেকে যান এবং আমরা চলে আসি এপারে। ওপারে একটা বিশাল বড় কবরস্থান রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সেখানে কবর দেয়া হয়েছে। আজকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের তাড়িয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তারা পুরনো সেই কবরস্থানের ওপর ব্যারাক তৈরি করে আমাদের মনে আঘাত করেছে।

তিনি বলেন, ওপারে অনেক পুরনো মসজিদ রয়েছে, সেগুলো ওরা ভেঙে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আমরা এখান থেকে দেখি কিন্তু কিছু করতে পারি না। এরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কবরে নাচানাচি করছে, অত্যাচার করছে। আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মান করছে না।

তমব্রুর বাসিন্দা উখিয়ার কলেজছাত্র জসিম উদ্দিন বলেন, ঈদের পরদিন আমাদের গ্রামে মিয়ানমার সেনাদের গুলি এসে লেগেছে। ওরা বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ওখানকার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিলে সেখান থেকে জ্বলন্ত ছাইও এসে এখানে পড়ছে। আমরা আতঙ্কে আছি কবে যেন সে আগুনে আমাদের বাড়িঘরও জ্বলে যায়।

তমব্রুর নো ম্যানস ল্যান্ডে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন। পুড়ে যাওয়া বাড়িঘরের ছাই এসে তাদের গায়ে পড়ে। নীরবে আহাজারি করা ছাড়া তাদের করার কিছুই থাকে না।

জসিম উদ্দিন জানান, নো ম্যানস ল্যান্ডে পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে এখনো মানুষ জখম হচ্ছে। তমব্রুর নো ম্যানস ল্যান্ডে এক হাজার ৪০০ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছেন। চার-পাঁচজন রোহিঙ্গা মাইন বিস্ফোরণে হাত-পা হারিয়েছেন। এদের সবাই বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বালুখালী আশ্রয়শিবিরে ১৫ দিন আগে এসেছেন হাফেজ রহিম আলী। তিনি বলেন, জান বাঁচাতে চলে এসেছি। কিন্তু পরে শুনেছি আমি যে মাদরাসার শিক্ষক ছিলাম সেটি পুড়িয়ে দিয়েছে মগরা। মাদরাসায় থাকা কুরআন এবং হাদিসের বইগুলো মগেরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

তমব্রুর আশ্রয়শিবিরে ত্রাণসামগ্রী অপ্রতুল : তমব্রু বালুখালী থেকে কিছুটা দূরে ও প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় সেখানে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে না। তাছাড়া এ আশ্রয়শিবিরটি নো ম্যানস ল্যান্ডে তৈরি করা হয়েছে বলে সেখানে ত্রাণ নিয়ে কেউ যেতেও পারেন না। বিজিবির সদস্যরা নো ম্যানস ল্যান্ডে কাউকে যেতে দিচ্ছেন না।

সরেজমিন তমব্রু গিয়ে দেখা গেছে, উখিয়া ও টেকনাফের রাস্তার পাশে আশ্রয়শিবিরগুলোতে যে হারে ত্রাণসামগ্রী যাচ্ছে সে তুলনায় তমব্রু কিছু দূরে এবং দুর্গম বলে সেখানে সে হারে ত্রাণ দাতারা যাচ্ছেন না এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধাও নেই। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ওষুধ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে নিয়ে যাচ্ছেন। মিয়ানমারের তমব্রুর সৈয়দুল আমিন জানান, এ আশ্রয়শিবিরে আমরা যথেষ্ট ত্রাণ পাচ্ছি না। এখানে পানিও পর্যাপ্ত নয়। অল্প কয়েকটা কল বসানো হয়েছে; কিন্তু অনেক বেশি আয়রন ও গন্ধ থাকায় এগুলোর পানি পান করা যায় না। বাধ্য হয়ে আমরা ছড়ার পানি খাই। ফলে ডায়রিয়া, আমাশয় হচ্ছে শিশুদের। এখানে কোনো স্যানিটারি ল্যাট্রিন নেই, সবই গর্ত করে প্লাস্টিকের বস্তা কেটে বানানো হয়েছে। ফলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

সেনা মোতায়েনে এসেছে শৃঙ্খলা বেশি মানুষ ত্রাণ পাচ্ছেন : আশ্রয়শিবিরগুলোতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করায় অনেকটা শৃঙ্খলা এসেছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ ত্রাণ পাচ্ছেন। আগে যেমন ত্রাণদাতারা সুবিধা মতো এলাকায় গিয়ে ত্রাণ দিয়ে চলে আসতেন। ফলে কেউ পেতেন আবার কেউ পেতেন না। এখন সে রকম হচ্ছে না। ত্রাণ নিয়ে কেউ এলে আগে তাদের সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে হয়। সেনাবাহিনী তাদের জায়গা ঠিক করে দেয় কোথায় ত্রাণ দিতে হবে। ফলে প্রায় সবাই সমানভাবে ত্রাণ পাচ্ছেন। গতকাল ব্যক্তি উদ্যোগ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা এবং বিদেশী দূতাবাসের পক্ষ থেকে এভাবেই ত্রাণ দেয়া হয়েছে। আগে থেকেই ত্রাণশিবিরে গিয়ে টোকেন দিয়ে আসা হয়। পর দিন সে টোকেন দেখিয়ে ত্রাণ নিতে হয়।

সেনাবাহিনী নামার পর প্রধান সড়কে আগের মতো ভিড় নেই। কাউকে সড়কে বসে থাকতে দেয়া হচ্ছে না। সড়কের পাশের অস্থায়ী আশ্রয়শিবিরও তুলে দিয়ে এদের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পড়ে আছে তাদের জন্য বসানো টিউবওয়েল, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও অসংখ্য পুরনো কাপড়।

মিনিগছিতে রোহিঙ্গাদের গ্রামে সেনাতাণ্ডব : মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের বুচিডংয়ের মিনগিছিতে তাণ্ডব চালিয়েছে সেনাসদস্যরা। গতকাল মঙ্গলবার ও আগের দিন সোমবার রোহিঙ্গাদের যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানে মারধর করেছে। দেশ ছেড়ে চলে না গেলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দিয়েছে। সেনাবাহিনী আটক রোহিঙ্গাদের প্রহার করছে। এক রোহিঙ্গা কিশোরের পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়েছে। এর আগে শুক্রবার গ্রামটিতে অগ্নিসংযোগ করলে অসংখ্য বাড়িঘর পুড়ে যায়।

BENECO
financial services

Looking for the best Mortgage?

আমরা আমাদের Extensive Mortgage Lenders প্যানেল থেকে সব ধরনের Property Mortgage করি:

- First Time Buyer
- Shared Ownership
- Help to Buy London
- Right to Buy
- Specialist Buy to Let
- Commercial Mortgages
- Bridging
- Development Finance
- Second Charge Loan
- Business Loan

No Minimum Income for Buy to Let Mortgage

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন For Free Mortgage Assessment

Here at Beneco Finance we help you access specialist residential and buy to let mortgage products that are tailored for individuals -

- ✓ With complex income
- ✓ On visa
- ✓ Past credit problems
- ✓ Default
- ✓ Missed mortgage payments

To Book an Appointment, please call 02036332575

Beneco Financial Services, 5 Harbour Exchange, Canary Wharf, London E14 9GE.
Tel : 02036332575 Email : info@benecofinance.co.uk

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage

mrprinters
digital • design • print • promotional items

QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991

Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.

SPECIAL OFFERS

Roller Banners
from £39
With Stand & Carry Case.
VAT & design extra.
Limited period only

5000 A5 Leaflets
from £65
Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

50,000 A4 Menus
from £600
Printed full colour on 130gsm gloss.
Excludes design and delivery

creative flair...
- Concepts
- Corporate ID
- Illustration
- Print
- Display
- Web

print vibrant...
- Menus
- Stationary
- Flyers
- Leaflets
- Posters
- Folders
- Brochures
- Calendars
- NCR Bill Books
- Wedding Cards
- Magazines
- Books

displays big impact...
- Posters
- Vinyl Banners
- Pull-up Banners
- Pop-up Stands
- Prints on Canvas
- A Boards

020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ

কক্সবাজারে মির্জা ফখরুল

সরকার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নয়

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : সরকার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নয় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল বিকেলে কক্সবাজারের হোটেল লং বিচের লবিতে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বিএনপি মহাসচিব এ অভিযোগ করেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করতে মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা থেকে বিমানে তিনি কক্সবাজার পৌঁছেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে, রোহিঙ্গা ইস্যুতে গোটা দেশের মধ্যে কোনো রাজনীতি করতে চাই না। আমরা নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াবার জন্য গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলেছি।

তিনি বলেন, সরকার যদি আজ সব বিরোধী দল ও জনগণকে নিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিতে পারত তাহলে সরকারের হাতই শক্তিশালী হতো, রাষ্ট্রের হাত শক্তিশালী হতো। কিন্তু তারা সেটা করেনি, তারা মূলত সেটা নাকচ করে দিচ্ছে। এ থেকে প্রমাণ হয়, সরকার মূলত রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নয়।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, সরকার এখন পর্যন্ত মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত নৃশংসতাকে গণহত্যা বলেনি। তারা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে যেসব দেশ মিয়ানমারকে সমর্থন দিচ্ছে তাদের কাছে টিম বা প্রতিনিধিদল পাঠায়নি।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের যে স্বার্থ, সেই স্বার্থ পুরোপুরিভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের স্বসম্মানে তাদের নাগরিকত্ব দিয়ে নিজ দেশে ফিরিয়ে দেয়া এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আজকে আমাদের মূল্য লক্ষ্য। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য দলের পক্ষ থেকে নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের নেতৃত্বে ২২ ট্রাক ত্রাণসামগ্রী আনা হয়েছে এবং বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিদিনই আমাদের টিম এখানে আসছে এবং উখিয়া ও টেকনাফের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ করছে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মেডিক্যাল টিম কাজ করছে, অসুস্থদের সেবা প্রদান করছে।

ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, আপনি এত বিলম্বে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের দেখতে এসেছেন– এ রকম প্রশ্নের জবাবে ফখরুল বলেন, এটা কোনো কথা নয়। আমাদের দল ও দলের নেতারা ঘটনার প্রথম দিন থেকে অর্থাৎ ২৫ আগস্টের পর থেকে এখানে আছেন। তারা পালিয়ে আসা অসহায় রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের নেতারা একদিন এখানে অবস্থান করে, লোক দেখানো ত্রাণের কাজ করেছে, এমনটি তারা সরকারি ত্রাণ ব্যবহার করছে। আমরা বিরোধী দল থেকে এ সঙ্কটে যতটুকু সম্ভব ত্রাণ দিয়ে রোহিঙ্গাদের পাশে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি বিশ্বাস করি, এখন পর্যন্ত যে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে তার বেশির ভাগ বিএনপি দিয়েছে।

এ সময়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আবদুস সালাম, যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান সারোয়ার, কেন্দ্রীয় নেতা শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মাহবুবুর রহমান শামীম, কামরুজ্জামান রতন, শহীদুল ইসলাম বাবুল, শরীফুল আলম, লুৎফর রহমান কাজল, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি ডা: শাহাদাত হোসেন, চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে এরশাদ

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ রংপুরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত নয়টার দিকে অসুস্থবোধ করায় তাঁকে সেখানে ভর্তি করা হয়।

আজ বুধবার মহানগর জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক এস এম ইয়াসীর প্রথম আলোকে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, জাপা চেয়ারম্যান গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভুগছেন।

রংপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচনী প্রচারে গত রোববার রংপুর সফরে আসেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান। গত সোমবার জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থীর পক্ষে দিনভর প্রচার চালান তিনি। গতকাল রাত আটটার দিকে এক জনসভায় থাকাকালে তিনি অসুস্থবোধ করেন। উপস্থিত নেতা-কর্মীরা রাত পৌনে নয়টার দিকে তাঁকে রংপুর সিএমএইচে নিয়ে যান। মহানগর জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক এস এম ইয়াসীর বলেন, রংপুর সিএমএইচের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এরশাদ গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার জন্য যে ওষুধ খাচ্ছিলেন, তা তাঁর শরীরের সঙ্গে মানিয়ে যায়নি। ইয়াসীর বলেন, এরশাদ এখনো রংপুর সিএমএইচে আছেন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

কালুখালীতে স্কুল ছাত্রীকে ২৫ দিন ধরে পালাক্রমে ধর্ষণ

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : রাজবাড়ীর কালুখালীতে বড়লোকের ছেলের সাথে বিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রীকে (১৪) বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে অপহরণের পর ২৫ দিন আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ অভিযোগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর সোমবার রাজবাড়ীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছে ওই ছাত্রী।

মামলায় উপজেলার চরকাটাবাড়িয়া গ্রামের মৃত কাশেম মোল্লার ছেলে কুদরত মোল্লা ওরফে কুতুবদ্দিন (২৫) ও দাদশী (মিরকী) গ্রামের সামছুলের ছেলে জাকির ওরফে সবুজকে (৩০) আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই ছাত্রীকে প্রতিবেশী কুতুবদ্দিন মাঝে মধ্যেই বড়লোকের ছেলের সাথে বিয়ে দেবে বলে প্রলোভন দেখাত। বিষয়টি টের পেয়ে ওই ছাত্রীর বাবা কুতুবদ্দিনকে ধমক দেন। এতে আরো ক্ষিপ্ত হয় কুতুব। কিন্তু তার ফেলা ফাঁদে জড়িয়ে যায় ওই ছাত্রী। বড়লোকের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে গেলে টাকা প্রয়োজন বলেও জানায় কুতুবদ্দিন।

কুতুবদ্দিনের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে ঘরে থাকা বাবার গচ্ছিত এক লাখ ৩৩ হাজার টাকা চুরি করে সে। এরপর গত ১১ আগস্ট রাত ৯টার দিকে কুতুবদ্দিন ওই টাকাসহ তাকে অপহরণ করে তার বন্ধু জাকির ওরফে সবুজের বাড়িতে নিয়ে যায়।

সেখানে তারা তাকে বড়লোকের ছেলের সাথে বিয়ে দেবে বলে ওই টাকা তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়। এরপর সবুজের ঘরে মেয়েটিকে আটকে প্রতিরাতেই তারা দু'জন পালাক্রমে ধর্ষণ করে। সেই সাথে চলতে থাকে পাশবিক নির্যাতন।

এভাবে ওই বাড়িতে ১০ দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করার পর তাকে ফরিদপুর জেলার মধুখালীতে সবুজের এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও আটকে রেখে সবুজ তাকে ধর্ষণ করতে থাকে। একপর্যায়ে কুতুবদ্দিন ও সবুজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওই ছাত্রী কান্নাকাটি শুরু করলে গত ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার দিকে তারা মোবাইল ফোনে ওই ছাত্রীর বাবাকে জানায়, বেলগাছি রেলস্টেশনে তাকে পাওয়া গেছে। এ খবর পেয়ে ওই ছাত্রীর বাবা বেলগাছি স্টেশনে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন।

এ ঘটনায় ওই ছাত্রী সোমবার আদালতে মামলা দায়ের করে। আদালত মামলাটি কালুখালী থানায় রেকর্ড করার জন্য ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষক আত্মগোপনে : বরিশালে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

বরিশাল ব্যুরো জানায়, বেশি সময় প্রাইভেট পড়ানোর কথা বলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস রুমে বসে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রীকে (১০) ধর্ষণের চেষ্টার পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী একটি মহল মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'ফ্রেন্ডস্ অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট' আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান

Friends of National Heart Foundation Sylhet in UK, organise a special events

VENUE:
The Atrium London
124-125 Cheshire Street
London E2 6EJ

Monday
2nd of October 2017
6:30pm to 10:30pm

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সিলেটে অপারেশন থিয়েটার স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় অনুদান দিয়ে যে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নানের প্রতি 'ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট' - কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ফ্রেন্ডস্ অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট- ইউকে কার্যকরী কমিটির পক্ষথেকে হাসপাতালের ডনার, শুভাকাংখী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আমন্ত্রণে-

Mahmadur Rashid
Chairman
07956289748

M.A.Ahad
President, UK advisory committee
07438028482

Misbah Jamal
Secretary
07957124487

Abdal Miah
Treasurer
07981796894

Cllr Shamsul Islam Shelim
Joint Secretary
07958412650

Aklasur Rahman Ali
Membership Secretary
07946072722

Whitechapel College

Serving the community since 2005

Good News for Minicab/PCO Drivers
NO PASS NO FEE

We are the only recognised and most reputable Institution in East London for TFL approved B1 English Language Test or NVQ Level-3.

On your admission we guarantee your Pass

We offer A2 for Spouse Visa,
B1 for Settlement and British Citizenship
according to the new Law of the Home Office
With 100% guarantee

Call us for FREE Assessment

We do Life in the UK test course with intensive care.
Level-4, 5 and 6 funding courses are
available for UK and EU Nationals.

We are very specialised on
CCTV, Door supervisor & Security courses.

Whitechapel College
67 Maryland Square, Startford
London E15 1HF
Mob: 07943 173 554
Tel: 0208 555 3355

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | EMDQ | edexcel

Email: info@whitechapelcollege.org.uk
Web: www.whitechapelcollege.org.uk

‘পাবলিক কোর্টে মৃত্যুদণ্ড’ বাড়ছে

সাড়ে ৬ বছরে নিহত ৭১২

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : কখনো ডাকাত, চোর, ছিনতাইকারী আখ্যা দিয়ে, কখনো নিছক সন্দেহপ্রবণ হয়ে, আবার কখনো প্রতিহিংসাবশত। সহিংস, উন্মত্ত মানুষ। নির্দয় নির্মমভাবে পিটিয়ে মারছে মানুষকে। এমন ঘটনা ঘটছে নিয়মিত। বাড়ছে লাশের মিছিল। এ যেন পাবলিক কোর্টে মৃত্যুদণ্ড। এ ধরনের ঘটনা বাড়াকে উদ্বেগজনক বলছেন আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার কর্মীরা। তারা বলছেন, সমাজে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা তৈরি হলে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে। তাই বর্বর এসব ঘটনা রোধে আইন প্রয়োগে সমতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আস্থার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চরবুজলি ইউনিয়ন। গেল কোরবানির ঈদের আগে ওই এলাকায় গরুচুরি বেড়ে যায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও ওই চুরি ঠেকাতে পারছিল না। ফলে গ্রামের লোকজন নিজেরাই পালাক্রমে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে থাকেন। এর মধ্যেই ঘটে এক মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন ছিল ৯ই আগস্ট। মধ্যরাত। উত্তর কচ্ছপিয়া গ্রাম। এদিন রাতে পাহারার সময় একটি পিকআপ ভ্যান গ্রামে ঢুকতে দেখেন পাহারাদাররা। সঙ্গে সঙ্গে এ খবর ছড়িয়ে দেন গ্রামজুড়ে। গ্রামের প্রবেশমুখে গাছ ফেলে পিকআপ ভ্যান আটকে দেয় গ্রামবাসী। চারদিক থেকে লোকজন আসতে দেখে পিকআপে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় ছয়জনের মধ্যে তিনজন পালিয়ে যান। অন্য তিনজনকে উত্তেজিত জনতা ‘গরু চোর’ সন্দেহে গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তারা। পরে ভোরের দিকে গ্রামের একটি কাছারিঘরে লুকিয়ে থাকা আরো এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিলে তিনিও মারা যান। গ্রামবাসী জানায়, এলাকায় গরু চুরি বেড়ে যাওয়ায় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর ওয়ারীতে গণপিটুনিতে নিহত হন ৩৫ বছরের এক যুবক। স্থানীয়রা ছিনতাইকারী সন্দেহে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। ২০১৫ সালে ১০ই ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনিতে মারা যান ৮ ব্যক্তি। তবে সন্দেহের বশে গণপিটুনি দেয়া সকলেই যে অপরাধী তা নয়। পরিসংখ্যান বলছে, গড়ে প্রতিমাসে গণপিটুনিতে নিহত হচ্ছে কমপক্ষে ১৩ জন। আহত হচ্ছে আরো অনেকেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে জনগণ আইন হাতে তুলে নেয়। আবার জনগণের অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণেও এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের ওপর জোর দেন তারা।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের দেয়া তথ্যমতে, ২০১১ সাল থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ৭১২ জন ব্যক্তি গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২০১১ সালে ১৩৪ জন, ২০১২ সালে ১২৬ জন, ২০১৩

সালে ১২৮ জন, ২০১৪ সালে ১২৭ জন গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গণপিটুনিতে নিহতের ঘটনা ঘটেছে ২০১৫ সালে। ওই বছর নিহত হয়েছেন ১৩৫ জন। এ ছাড়া ২০১৬ সালে নিহত হয়েছে ৫১ জন এবং চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত একইভাবে নিহত হয়েছেন আরো ১১ জন। তবে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা (বিএমবিএস) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের দেয়া তথ্যমতে, চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে নিহত হয়েছে ৩৯ জন। এই সময়ে আহত হয়েছে আরো ৫২ জন। এ ছাড়া বিভাগওয়ারী দেখা যায়, গত সাড়ে ৬ বছরে গণপিটুনিতে সবচেয়ে বেশি নিহতের ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এ তথ্য দিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র। তাদের দেয়া পরিসংখ্যান মতে, এই সময়ে ঢাকা বিভাগে ৩১৭ জন গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চট্টগ্রাম বিভাগে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন ১৭৪ জন। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগে ৭১ জন, খুলনা বিভাগে ৮৬ জন, বরিশাল বিভাগে ২৫ জন, সিলেট বিভাগে ১৯ জন এবং রংপুর বিভাগে ২০জন গণপিটুনির শিকার হয়ে মারা গেছেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গণপিটুনিতে নিহতদের সকলেই যে অপরাধী তা নয়। বরং অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গণপিটুনির শিকার হচ্ছে। মারা যাচ্ছে। ২০১৫ সালের ২৫শে আগস্ট পাবনায় অপহরণকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে তিন ব্যক্তি নিহত হন। পরবর্তীতে জানা যায়, ওই তিনজনই ছিলেন ব্যবসায়ী। অপহরণকারীর গুজব রটিয়ে একটি মহল এ ঘটনা ঘটায়। ওই ঘটনায় নিহত নাটোর সদর উপজেলার লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া গ্রামের সুরুজ মিয়ার ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন ওরফে আলাল (৫০), দিনাজপুর সদর উপজেলার নয়নপুর কোতোয়ালি গ্রামের মৃত আবদুল জলিলের ছেলে আসলাম হোসেন (৪৫) ও পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার কড়ইতলা গ্রামের সোনাই সরদারের ছেলে বগুড়ার বিহারি কলোনির বাসিন্দা আবু বক্কর সিদ্দিকী (৫০)। তারা পেশায় ব্যবসায়ী ও একে অপরের আত্মীয়।

অভিযোগ রয়েছে, অনেক সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকেও গণপিটুনি বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এমনই একটি ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। এদিন রাজধানীর কাজিপাড়া এলাকায় তিন তরুণ গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করে। তবে পরবর্তীতে অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে যে, ওই এলাকায় কোনো গণপিটুনির ঘটনা ওইদিন ঘটেনি। তাছাড়া পুলিশের সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নিহত তিন তরুণের শরীরে মোট ৫৪টি গুলির দাগ ছিলা

তবে গণপিটুনির শিকার হয়ে শুধু অপরাধী, সাধারণ মানুষই মারা যাচ্ছে তা নয়। অনেক সময় খোদ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও গণপিটুনির শিকার হচ্ছেন। প্রাণ হারাচ্ছেন। গত ৩রা আগস্ট নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে পানিতে পড়ে মতিন নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার জেরে স্থানীয়রা গণপিটুনি দেয় আরিফ নামে এক পুলিশ সদস্যকে। এতে তিনি মারা যান।

২০১১ সালের ১৭ই জুলাই। পবিত্র শবেবরাত। ওই রাতে সাভারের আমিনবাজারের বড়দেশী গ্রামের কেবলারচরে বেড়াতে গিয়েছিল কলেজপড়ুয়া ছয় বন্ধু। কিন্তু তাদেরকে ডাকাত আখ্যা দিয়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় অকুস্থলে। পবিত্র ওই রাতে এ ধরনের নৃশংস ঘটনায় শিউরে ওঠে দেশবাসী। আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলাটি এখন সাক্ষ্য গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। তবে, ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও নির্মম ওই ঘটনার বিচার শেষ না হওয়ায় নিহতদের পরিবার হতাশ হয়ে পড়েছে। ২০১৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে পিটিয়ে হত্যা করা হয় আটজনকে। স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল নিহতরা ওই এলাকায় ডাকাতি করছিল। হাতেনাতে ধরে ফেলায় তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তবে, ডাকাতির অভিযোগে এভাবে মানুষ পিটিয়ে মারা কতটুকু নৈতিক তা নিয়ে সেসময় প্রশ্ন তুলেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

সিনিয়র আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক মানবজমিনকে বলেন, আমাদের সরকার কিংবা পুলিশ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানুষের আস্থাহীনতা থেকে এটি হচ্ছে। আর রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিভাজন থেকেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। কারণ বিভাজন সহিংসতাকে উসকে দেয়। বিচারবহির্ভূত হত্যার কারণে গণপিটুনিতে মানুষ উৎসাহী হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষ দেখছে যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অহরহ মানুষ মারছে। গণপিটুনির মতো সহিংসতা বাড়ার এটাও একটা কারণ। ড. শাহদীন মালিক বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যখন কোনো মানুষকে বিচারে সোপর্দ না করে ক্রসফায়ার ও গুমের নামে সহিংসতা চালায় তখন জনগণের মধ্যেও কাউকে বিচারে সোপর্দ করার প্রবণতাটা কমতে বাধ্য। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যখন নিজেরাই বিচার করে সেটার দেখাদেখি জনগণও নিজেরা বিচার করতে শুরু করে। তিনি বলেন, এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য পুলিশকে বেতন ভাতা দিয়ে রাখা হয়েছে। তারাই সমাধান করবে। বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ও প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট এলিনা খান মানবজমিনকে বলেন, আমাদের দেশের কিছু মানুষের মনোভাব এমন যে সবকিছু ‘ম্যানেজ’ করা যাবে। আর যখন মানুষের মধ্যে ম্যানেজ করার প্রবণতা কাজ করে তখন আইনের প্রতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাটা থাকে না। তিনি বলেন, নিত্যনৈমিত্তিক কিছু অপরাধ যেমন চুরি, ডাকাতি এসব ক্ষেত্রে মানুষ মনে করে যে ধৃত ব্যক্তিকে যদি থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় তাহলে তারা টাকা খরচ করে বের হয়ে যাবে। কিংবা যারা পিটুনি দেয় তাদের ক্ষতি করবে। এ ধরনের চিন্তা থেকেই কিছু মানুষ এ রকম ঘটনা ঘটায়। গণপিটুনি দিয়ে মানুষ মেরে ফেলে। এলিনা খান বলেন, আইন যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও পরিচালিত হয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদি আরো সতর্ক থাকে তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতো না। আর এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য অবশ্যই আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

আঙ্গেলা ম্যার্কেলের বিজয়

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন কট্টরপন্থার জয়জয়কার, তখন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের নেত্রী আঙ্গেলা ম্যার্কেলকে চতুর্থবারের মতো বিজয়ী করে জার্মানির ভোটাররা সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। আমরা তাঁকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

জার্মান পার্লামেন্টে ৫৯৮ আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে সরাসরি ভোটে নির্বাচন হয়। বাকি ২৯৯ আসনে দলীয় ভোটপ্রাপ্তির শতাংশের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন দলের তৈরি করা প্রার্থীর তালিকা থেকে সংসদ সদস্য হবেন। আশা করা গিয়েছিল, ম্যার্কেলের দল ৩৬ শতাংশ ভোট পাবে। কিন্তু তারা পেয়েছে ৩২ শতাংশ ভোট। আর ১৬ শতাংশ ভোট পেয়ে কট্টর ডানপন্থী অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দল তৃতীয় অবস্থান নিয়েছে। নির্বাচনের আগে দলটি উগ্র জাতীয়তাবাদের পক্ষে এবং ম্যার্কেলের উদার তথা শরণার্থী নীতির বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালিয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী এসডিপি বিরোধী দলে বসার কথা বলেছে। সে ক্ষেত্রে ম্যার্কেলকে ছোট ছোট একাধিক দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করতে হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবার ম্যার্কেলকে আগের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। আবার এটি তাঁর জন্য আশীর্বাদও হতে পারে। জার্মান ভোটারদের আস্থার ওপর ভর করে তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারবেন। যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। বিশ্বায়নের যুগে আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাবশালী কোনো দেশে সঠিক নেতৃত্ব না এলে সেটি যে সারা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে পড়ে, বর্তমান বিশ্বে তার একাধিক উদাহরণ আছে। এই প্রেক্ষাপটে ম্যার্কেলের পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তিবোধ করবে। আমরা স্মরণ করতে পারি, যখন মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে লাখ লাখ মানুষ ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছিল, তখন অন্যান্য দেশ দরজা বন্ধ রাখলেও ম্যার্কেল তাদের জন্য জার্মানির দরজা খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। উগ্রপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ১০ লাখ শরণার্থীকে জার্মানিতে আশ্রয় দেন, যা মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যে মুহূর্তে ম্যার্কেল জার্মানির চ্যান্সেলর পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন, সেই মুহূর্তে চার লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর বোঝা বাংলাদেশের কাঁধে ভর করেছে। এ ব্যাপারে শরণার্থী মানুষের সুহৃদ ম্যার্কেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

রোহিঙ্গা সংকটে চীন নীরব কেন?

কামাল আহমেদ

চীনের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির একটি মূল ভিত্তি তাদের ভাষায় অংশীদারত্বের সমৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ। আর সেই অংশীদারত্বের সমৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যের প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটানো। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য প্রয়োজন হয় স্থিতিশীলতা। সুতরাং, দেশটি এখন স্থিতিশীলতার পক্ষে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মহাপরিচালক ইউ জিনহুয়া এবং তাঁর দপ্তরের অন্য কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে গত দুই সপ্তাহে কয়েক দফা আলোচনায় এসব কথাই উঠে এসেছে। মি ইউ অবশ্য খোলাসা করে আরও একটি বিষয়ের কথা বলেছেন। তাঁর কথায় আমরা যা করছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিন্দিত বা সমালোচিত না হওয়া। তিনি বলেন, চীন বিশ্বের নেতা হতে চায় না, সহযোগিতামূলক অংশীদারত্ব গড়তে চায়।

রোহিঙ্গা সংকটে চীনের অবস্থান নিয়ে আগ্রহ, উদ্বেগ এবং সমালোচনার অন্ত নেই। কারণ, মিয়ানমারের ওপর চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের বিষয়টি মোটামুটি সবারই জানা। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান রোহিঙ্গা বিতাড়ন অভিযান ও গণহত্যার বিষয়ে চীনের নীরবতাকে তাই দেশটির প্রতি সমর্থনের আভাস হিসেবেই কূটনীতিকদের অনেকে অভিহিত করছেন। তাঁদের কাছে নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ।

মিয়ানমার গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের আগেও সামরিক শাসনামলে দেশটির সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। সু চির দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লিগ (এনএলডি) ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সে সম্পর্কে একটুও টান পড়েনি। কারণ, চীনের নতুন উন্নয়ন দর্শন ও কৌশলের ভিত্তি যে ঐতিহাসিক বাণিজ্যপথ–সেই 'সিল্ক রোডের পুনরুজ্জীবন'-এর উদ্যোগ। মিয়ানমারের অবস্থান সেই সিল্ক রোডেরই একটি অংশে। সুতরাং, বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে সেই সম্পর্কের গুরুত্ব এখন আরও বেড়েছে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে আছে বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে পণ্য চলাচল সহজ করতে ব্যাপকভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নের এক আন্তমহাদেশীয় মহাপরিকল্পনা। এটি বেfi অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা বিআরআই অথবা বি অ্যান্ড আর উভয় নামেই পরিচিত। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের প্রয়োজন এই পরিকল্পনার আওতায় থাকা দেশগুলোতে স্থিতিশীলতা। চীন ইতিমধ্যে এই উদ্যোগের প্রতি ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোরালো সমর্থন পেয়েছে। এদের কারও সমর্থন হারানোই তার কাম্য নয়।

১১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার মিয়ানমারে জাতিগত নিধনযজ্ঞের দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করলে বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যায়। তার পরদিন আমার এক প্রশ্নের জবাবে পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উপমহাপরিচালক শি গুহোই বলেন, মিয়ানমারে জাতিগত নিধন ঘটে থাকলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মর্মাহত হওয়ার কথা জানাবে। তিনি আরও বলেন, মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা কেন উঠেছে সে কথা কেবল তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু সেই একই দিনে চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র জেং শুয়াং বলেন, 'আমরা রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সহিংসতার নিন্দা জানাই। রাখাইনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মিয়ানমারের প্রয়াসের প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে।' চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকারের মুখপাত্রের বক্তব্যের মধ্যে আপাতদৃশ্যে একধরনের ফারাক দেখা দেয়, যার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে পার্টির মুখপাত্র অবশ্য আগেই বলেছিলেন যে দলের বক্তব্য আর সরকারের বক্তব্য এক না-ও হতে পারে।

২৪ ঘণ্টা পরই দেখা গেল মিয়ানমারের সহিংসতার নিন্দা ও অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতি, যাতে চীনেরও সমর্থন ছিল। কিন্তু এই বিবৃতি দেওয়ার তাৎপর্য অনেকটাই অলক্ষ্যে থেকে গেছে। সেই বিবৃতিতে রাখাইন রাজ্যে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন এবং কর্তৃপক্ষের অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগের নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আর গত সোমবার চীনের জাতীয় দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকায় চীনা রাষ্ট্রদূত এই সংকট নিরসনে গঠনমূলক ভূমিকা রাখায় তাঁর দেশের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। কূটনীতির এই ভাষার মানে হচ্ছে তাঁরা তাঁদের প্রভাব কাজে লাগাতে রাজি আছেন। আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চীনা রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা লোকজনকে 'শরণার্থী' অভিহিত করে তাদের প্রতি তাঁর দেশের সমবেদনার কথা জানিয়েছেন। স্পষ্টতই, মিয়ানমার সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি যে কোনো নিরাপত্তাজনিত সাধারণ বিষয় নয়, তার একটা স্বীকৃতি মেলে চীনা রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে।

এ ধরনের ঘটনাক্রম নতুন নয়। উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র এবং ইরানের প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নেও এর আগে দেখা গেছে চীন পাশ্চাত্য, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে যাচ্ছে না। দু-একটি ক্ষেত্রে ভোটদানে বিরত থেকে প্রস্তাব পাস হতে দেওয়ার সুযোগও তারা দিয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোর প্রধান ঝাং শি ই এশিয়ার ১৩টি দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলোচনায় বলেন যে চীন উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব কঠোরভাবে মেনে চলেছে। তিনি বলেন, চীন কোনো সংঘাত চায় না, কোনো বিশৃঙ্খলা চায় না, কোনো যুদ্ধ চায় না।

ডোকলামে ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক সৃষ্ট বিরোধের প্রসঙ্গ উঠলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এসব কর্তাব্যক্তি প্রত্যেকেই বলেছেন, চীন কখনোই ভারতকে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। ভারতও চীনকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে এমনটি আমরা মনে করি না। ফলে, এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে। অনেক সমস্যারই উদ্ভব হতে পারে,

> চীন মিয়ানমারের সঙ্গে গ্যাস ও খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন, গ্যাস পরিবহনের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং একটি অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একাধিক সহযোগিতা চুক্তি করেছে। এসব চুক্তির আর্থিক মূল্য শত শত কোটি ডলার। সুতরাং, সেই বিনিয়োগের সুরক্ষায় তাদের স্বার্থ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে সেই স্বার্থের সুরক্ষা থাকে কি?

যেগুলোর উৎস ইতিহাসে প্রোথিত উল্লেখ করে মি শি গুহোই বলেছেন, এগুলোর কারণে হাজার হাজার বছরের প্রতিবেশীর বন্ধুত্ব নষ্ট হতে পারে না।

এশীয় সাংবাদিকদের মধ্যে মিয়ানমারেরও দুজন ছিলেন। তাঁদের একজন ইউনিয়ন ডেইলি পত্রিকার সাবেক প্রধান সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত মেজর উইন তিন। উইন তিন তাঁর বর্ণনায় পুলিশ ও নিরাপত্তাচৌকিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলাকে উত্তেজনার সূত্রপাতের কারণ উল্লেখ করে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় সংকট নিরসনে চীন মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেবে কি না জানতে চান। মি শি মধ্যস্থতার প্রশ্নে কোনো জবাব দেননি। উত্তর কোরিয়া এবং ইরান সংকটের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নীরব কূটনীতিতে চীন যতটা সক্রিয় থাকে, সাধারণত তা ততটা দৃশ্যমান হয় না। রোহিঙ্গা সংকটের প্রশ্নে পর্দার অন্তরালে চীনকে উদ্যোগ নিতে রাজি করানো যে অসম্ভব কিছু ছিল না তার প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে আমরা কি চীনের কাছে আরও আগেই এই সহায়তা চাইতে পারতাম না। আমাদের তাই এখন প্রয়োজন আত্মজিজ্ঞাসা যে আমরা সংকটের গুরুত্ব সময়মতো বুঝে উঠতে পেরেছিলাম কি না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, চীনের প্রস্তাবিত অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, বি অ্যান্ড আরে মিয়ানমার বাংলাদেশের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার পাবে কি না? মিয়ানমারে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং সামগ্রিক বাণিজ্য সম্ভাবনাই সে রকম আভাস মেলে কি না? চীন মিয়ানমারের সঙ্গে গ্যাস ও খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন, গ্যাস পরিবহনের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং একটি অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একাধিক সহযোগিতা চুক্তি করেছে। এসব চুক্তির আর্থিক মূল্য শত শত কোটি ডলার। সুতরাং, সেই বিনিয়োগের সুরক্ষায় তাদের স্বার্থ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে সেই স্বার্থের সুরক্ষা থাকে কি? এমন মতও রয়েছে যে মিয়ানমারের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ আকর্ষণে অন্য কিছু বৃহৎ শক্তি সেখানে অস্থিরতা তৈরি করতে চায়।

মিয়ানমারের সংকট নিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বৈঠকে বসবে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো এর আগে জানিয়েছিল যে দুই সপ্তাহ আগে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রাশিয়া এবং চীনের মনোভাবে মিয়ানমারের প্রতি সহানুভূতির ছাপ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি সর্বসম্মত বিবৃতিতে সহিংসতা বন্ধের দাবি উঠেছিল। এখন শরণার্থীদের প্রতি চীনের প্রকাশ্য সহানুভূতির পর বাংলাদেশ তা কতটা কাজে লাগাতে পারে, সেটাই দেখার বিষয়।

বি অ্যান্ড আরে যোগ দিয়েছে যেসব দেশ, বাংলাদেশও তাদের অন্যতম। গত বছরের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং যখন বাংলাদেশ সফর করেন, তখন দুই দেশের মধ্যে প্রায় সাড়ে তেরো শ কোটি ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি হয়েছে। তা ছাড়া বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল আরও প্রায় দুই হাজার কোটি ডলারের। সুতরাং, বাংলাদেশে চীনের অর্থনৈতিক স্বার্থও নগণ্য কিছু নয়।

স্পষ্টতই মিয়ানমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস এবং মাত্রা বিবেচনায় হাত গুটিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা কোনো কাজের কথা নয়। এই সংকটে চীনের সহায়তা চাওয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলো খুবই শক্তিশালী। বিশেষত চীনের ভাষায় এশিয়ায় যদি অংশীদারত্বের ভবিষ্যৎ বা সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে এই সংকটে চীনকে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলতে হবে। কারণ, এই সংকটের সমাধান হলে শুধু বাংলাদেশই লাভবান হবে তা নয়, এই অঞ্চলের সবাই লাভবান হবে। বিশ্বেও অন্তত একটি অশান্তির অবসান হবে।

কামাল আহমেদ: সাংবাদিক।

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশের মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউকে'র মাসিক সাহিত্য সভা গত ২৫ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সহ সভাপতি কবি শেখ মোহাম্মদ জাবেদ আলীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি শিহাবুজ্জামান কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র মহররমের তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরী ও হাফেজ মাওলানা সাঈদুর রহমান চৌধুরী। বক্তারা বলেন, মহররম মাস হচ্ছে আরবি মাসের প্রথম মাস। এ মাসে ইসলামের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। ১০ মহররম আশুরার দিন। এ দিবসে হযরত মুসা (আঃ) এবং মুমিনদেরকে আল্লাহপাকে সম্মানিত করেন এবং বাতিল শক্তিকে ধ্বংস করেছিলেন। এদিন মহানবী (সাঃ)এর প্রিয় দৌহিত্র হোসেইন (রাঃ) কারবালা প্রান্তে শহীদ করা হয়। এদিনে নফল রোজা রাখা বিশেষ সওয়াবের কাজ। বক্তারা বলেন, আশুরা ও মহররমের সঠিক তাৎপর্য করনীয় সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারনা লাভ করতে হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ কলা মিয়া লন্ডন বিডিনিউজে২৪ এর চেয়ারম্যান ও প্রধান সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ ফারুক মিয়া, খিজিরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় স্বরচিত কবিতা ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন লেখক আসহাব উদ্দিন, কবি শেখ মোহাম্মদ জাবেদ আলী, কেএম আবু তাহের চৌধুরী, কবি শাহ এনায়েত করিম, কবি মোহাম্মদ মুহিথ, সাঈদুর রহমান চৌধুরী ও শিহাবুজ্জামান কামাল। লেখার উপর পর্যালোচনা করেন লন্ডন বিডিনিউজের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রোমান বখত চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটস' চিলড্রেন্স সার্ভিসে কোনো কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়নি – কাউন্সিল

সংবাদপত্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'টাওয়ার হ্যামলেটসে নতুন করে কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়েছে' মর্মে প্রকাশিত খবরের প্রেক্ষিতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, কাউন্সিলের চিলড্রেন্স সার্ভিসে কোন কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়নি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অফস্টেড তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে টাওয়ার হ্যামলেটস চিলড্রেন সার্ভিস এর মানোন্নয়নের জন্য কিছু গাইড লাইন প্রদান করে এবং মান উন্নত করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে ইজলিংটন এবং লিংকনশায়ার কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিতে বলা হয়।

ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন থেকে পাওয়া নির্দেশনা অনুযায়ি আমাদের উন্নয়ন অংশিদাররা আমাদের চলমান কার্যক্রমে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে লিংকনশায়ার চিলড্রেন্স সার্ভিসের আর্লি হেল্প অফার সেবার ওপর দৃষ্টি দিবে এবং সোশ্যাল কেয়ার স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করবে ইজলিংটন।

উল্লেখ্য, অফস্টেডের রিপোর্টের পরপরই টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল চিলড্রেন সার্ভিসের মানোন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ৪.৮ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের এপ্রিলে পরবর্তী অফস্টেড রিপোর্টে যাতে ভালো রেটিং লাভ করতে পারে এজন্য এই পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বর্তমানে এই পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করছে।

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন-এর ডিনার পার্টিতে যোগ দিতে কর্ণেল (অবঃ) শাহ আবিদ লন্ডন এসেছেন

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের পরিচালক ও সিইও কর্ণেল (অবঃ) শাহ আবিদুর রহমান এবং ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের এডভাইজারী কমিটির প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট সমাজসেবী এম এ আহাদ গত বুধবার লন্ডন এসেছেন।

উল্লেখ্য, আগামী ২ অক্টোবর সোমবার বিকেল সাড়ে ৬টায় পূর্ব লন্ডনের 'দ্যা আর্টিয়াম' হলে ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের উদ্যোগে এক

বিশেষ অনুষ্ঠান ও ডিনার পার্টিতে তাঁরা যোগদান করবেন। এছাড়া হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার স্থাপন ও বর্তমানে হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মান ও পরিকল্পনা নিয়ে প্রবাসীদের সাথে তাঁরা মতবিনিময় করবেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ারম্যান মাহমুদুর রশীদ, সেক্রেটারি মিছবাহ জামাল ও ট্রেজারার আবদাল মিয়ার মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস কমিশন ইউরোপ রিজিওন ইউকের মহিলা গভর্ণর হলেন জেনিফার সারোয়ার লাক্সমি

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস কমিশন ইউরোপ রিজিওন ইউকের মহিলা গভর্নর মনোনীত হয়েছেন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস কমিশনের সভাপতি জেনিফার সারোয়ার লাক্সমি। গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কমিশনের সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস কমিশন কাজ শুরু করে ১৯৮৭ সাল থেকে। জেনিফার সারোয়ার লাক্সমি ২০১৬ সাল থেকে কমিশনের সাথে কাজ করছেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন মানবাধিকার কমিশনের সাথে কাজ করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বার্মিংহাম আল ইসলাহ'র দ্বি-মাসিক সভা ও ঈদ পুনর্মিলনী

নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে বার্মিংহাম শাখার উদ্যোগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে বার্মিংহাম বাংলাদেশ মালটিপারপাস সেন্টারে পবিত্র ঈদুল আদ্বহা উপলক্ষে ঈদ পুনর্মিলনী ও দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মাওলানা আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দীর সঞ্চালনায় উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাখার কোষাধ্যক্ষ হাজী সাহাব উদ্দিন, প্রেস ও পাবলিসিটি সেক্রেটারি মাওলানা এহসানুল হক, ট্রেইনিং এন্ড এমপ্লয়মেন্ট সেক্রেটারি মাওলানা বদরুল হক খান, এক্সিকিউটিভ মেম্বার হাজী তারা মিয়া, হাজী আব্দুল গফুর, হাজী মুদ্দছির আলী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, যুগ যুগ ধরে বার্মায় রোহিঙ্গারা অমানবিকভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছেন। রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিজেদের দেশ থেকে উৎখাত করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ, অসহায় রোগী, শিশুসহ কেউই বার্মার সরকারী বাহিনী এবং বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের আক্রমন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অসংখ্য মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।বাংলাদেশে পালিয়ে আসা লাখো লাখো রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাহায্য করা বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবশ্য কর্তব্য।

বক্তারা অবিলম্বে এই নির্যাতন বন্ধ করে রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ দেয়ার জন্য বার্মার সরকারে প্রতি আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপের প্রতিবাদ সভা

আরাকান রাজ্য স্বাধীন করে রোহিঙ্গাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে

বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর অমানবিক নির্যাতন ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার পূর্ব লন্ডনের বার্ণার সেন্টারে জময়িতে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপের সহ সভাপতি মাওলানা ক্বারি আব্দুল করমিের সভাপতিত্বে এবং মহাসচিব মাওলানা সৈয়দ মোশাররাফ আলী ও সহ সেক্রেটারি মাওলানা মামনূন মহি উদ্দীনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারি মুফতি আজীম উদ্দীন।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুল করীম, সহ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, সহ সভাপতি মুফতি আজিম উদ্দীন, মাওলানা মাহফুজ আহমদ, মুফতি মওসুফ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি বুরহান উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ মাওলানা জসিম উদ্দীন, সহ প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নাছির উদ্দীন, মাওলানা শামছুল হক ছাতকী প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বার্মায় অমানবিক নির্যাতন ও মুসলিম হত্যা বন্ধের দাবি জানান। বক্তারা বলেন, আরাকান রাজ্য স্বাধীন করে মুসলিমদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। সভায় নিষপেষিত মুসলিম শরণার্থীদের পাশে দাঁড়াতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, এমন কোন অমানবিক নির্যাতন নেই যে, বার্মিজ সামরিক জান্তারা করছে না। এরা আন্তর্জাতিক টেররিস্ট। যেভাবে নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, মুসলিমদেরকে জবাই করে টুকরো টুকরো করে পশু পাখিদেরকে ভক্ষণ করাচ্ছে। শতশত মুসলমানদেরে গর্তের ভিতরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জীবন্ত করব দিচ্ছে, কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মাথা দ্বিখন্ডিত করছে, হাত পা বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে, বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, মসজিদ মাদ্রাসা জালিয়ে দিচ্ছে, অমানবিক নির্যাতনের সকল রেকর্ডকে ভঙ্গ করে দিয়েছে। সভায় জময়িতের মহাসচিব বর্বরোচিত হামলা বন্ধের দাবিতে স্থানীয় এমপি, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী, জাতিসংঘ ও ওআইসি বরাবরে জোর দাবি জানান।

প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থির মধ্যে ছিলেন, মাওলানা রায়হান, সৈয়দ নাজমুল ইসলাম, মাওলানা হাফিজ নাজমান, হাফিজ মোশাররাফ আহমদ আহমদ, আলহাজ আবুল কালাম, আলহাজ জুবায়ের আহমদ, আলহাজ যয়নুল আবেদীন, হাজি আব্দুছ ছবুর, মাওলানা দেলওয়ার হুসেন প্রমূখ। শেষে বিশ্ব মজলুম মুসলিমদের শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করেন জময়িতে উপদেষ্টা মাওলানা জমশেদ আলী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'পঞ্চখণ্ড' স্মরক ম্যাগাজিনের জন্য লেখা আহবান

আগামী ৫ নভেম্বর রোববার ঐতিহ্যবাহী বিয়ানী বাজার পিএইচজি উচ্চবিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থী পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'পঞ্চখণ্ড' নামে শতবর্ষ পূর্তি স্মারক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে। এতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছাত্র জীবনের স্মৃতিচারণমূলক লেখা, বিযানীবাজারের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অথবা নিজের জীবনের সফলতা নিয়ে আগামী ১০ই অক্টোবরের মধ্যে সকল আগ্রহীদের লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আগ্রহী যে কেহ ইচ্ছে করলে লেখা পাঠাতে পারবেন। আপনাদের পাঠানো লেখা ম্যাগাজিন উপ কমিটির যাচাই বাচাই এর মাধ্যমে মানসম্মত বিবেচিত হলে 'পঞ্চখন্ড' নামক স্মারক ম্যাগাজিনে ছাপানো হবে।

যোগাযোগ : আহবায়ক এম আতিকুর রহমান, ফোন ০৭৫৭২ ৮৮৬ ৯১৫। মোঃ কয়ছর উদ্দিন জালাল, যুগ্ম-আহবায়ক, ফোন ০৭৭২৩ ০৭৮ ১০৯, মোঃ জসিম উদ্দিন, যুগ্ম-আহবায়ক, ফোন ০৭৯৫০ ৪৫৫ ৬৬৯। সদস্য সচিব মোঃ লুতফুর রহমান, ফোন ৭৯৪৭ ৯৮৪ ৪৪৮। মোঃ মাসুম আহমদ ভূইয়া, যুগ্ম-সদস্য সচিব, ফোন: ০৭৮২৮ ৪৩০ ৮৮৬। মোঃ এসএম শামছুর রহমান রুমেল, যুগ্ম- সদস্য সচিব, ফোন ০৭৯৬০ ০৩৩ ৪৬৯। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় দায়িত্বশীলদের নিয়ে 'দাওয়াতুল ইসলাম'র বিশেষ সভা

ছবি: দাওয়াতুল ইসলাম

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় দায়িত্বশীলদের এক বিশেষ সভা গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের বিগ ল্যান্ড স্ট্রীটে দারুল উম্মাহ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের আমীর হাসান মুইনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মদ হাসান। সভায় কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় দায়িত্বশীলদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও তাঁদের করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল শাব্বির আহমদ কাওসার।

সভায় দায়িত্বশীলের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় সংগঠনের প্রাক্তন আমীর হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ বলেন, একজন দায়িত্বশীলের প্রধান কাজ হচ্ছে সাংগঠনিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়ে অন্যদেরকে উৎসাহ অনুপ্রাণিত করা।

সংগঠনের নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শপথের আলোকে জীবন গঠন ও পারস্পরিক ঐক্যের ভিত মজবুত করতে হবে। এছাড়া পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। সভায় নির্ধারিত আলোচনায় বিভিন্ন গ্রুপ থেকে ফিডবেক দেন মাওলানা ফারুক হোসেইন, আরমান আলী, ফয়জুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আহমেদ মালিক, নজরুল ইসলাম, মারফত আলী ও শামিম চৌধুরী।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মারফত আলী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুকিত ও জয়নুল আবদিন। শেষে অধ্যাপক ফরিদ আহমদ রেজার পরিচালনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মিয়ানমারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতন

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে সিটজেন মুভমেন্টের বিক্ষোভ

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদে গত ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সিটজেন মুভমেন্ট।

সিটিজেন মুভমেন্টের আহ্বায়ক এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সিটিজেন মুভমেন্টে নেতা সৈয়দ জামাল এবং কামাল উদ্দিনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোস্যাল ডেভোলপমেন্টের চেয়ারম্যান মাহিদুর রহমান, সিটিজেন মুভমেন্টের সিনিয়র নেতা মুফতি শাহ সদর উদ্দিন, মাওলানা অধ্যাপক আব্দুল কাদের সালেহ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ, সিটিজেন মুভমেন্টের সিনিয়র নেতা আতিকুর রহমান জিলু, ব্যারিস্টার আবু বক্কর মোল্লা, সৈয়দ মামনুন মোরশেদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আবুল কালাম আজাদ, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেফটেনেন্ট কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ আলী আহমেদ, সিটিজেন মুভমেন্টে নেতা আবেদ রাজা, খসরুজ্জামান খসরু, গোলাম রাব্বানি সোহেল, মহিলানেত্রী ফেরদৌস রহমান প্রমূখ।

সভায় সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অং সান সুচি ও সামরিক জান্তা কর্তৃক যে অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যা চলছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তারা বলেন, মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বিশ্ববাসীকে হতভম্ব করেছে। বক্তারা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধে অবিলম্বে নির্যাতন অর্থনৈতিক অবরোধ, সামরিক পদক্ষেপসহ ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের দাবি জানান।

এছাড়া গণহত্যার জন্য মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও অং সান সুচির আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সিটিজেন স্মারকলিপি প্রদান করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশ কমিউনিটি ও সিটিজেন মুভমেন্টের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তরুণ মিয়া, ড. মুজিবুর রহমান, মোঃ তাজুল ইসলাম, কে আর জসিম, ব্যারিস্টার তমিজ উদ্দিন, বশির আহমেদ, আব্দুর রউফ, আব্দুল হাই, হেলাল উদ্দিন, মোঃ ফয়জুল হক, শামিম আহমেদ, ফেরদৌস রহমান, আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, আনোয়ার আলী, ফখরুল ইসলাম বাদল, জিলান আহমেদ, হাজী এম সেলিম, এস এম লিটন, তোফাজ্জল হোসেন, শামিম আহমেদ, মোশাহিদ আলী তালুকদার, ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম, নাজমুল চৌধুরী, সেলিম আহমেদ, মোস্তাক আহমেদ, জুয়েল আহমেদ, সেবুল মিয়া, মাওলানা শামিম, কামাল হোসাইন, মনোয়ার হোসেন, শাহিন মিয়া, জাহাঙ্গীর হোসেন, ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান, এমাদুর রহমান এমাদ, আবুল হোসেন, আবু নাসের শেখ, তাজবির চৌধুরী শিমুল, এ জে লিমন, হাবিবুর রহমান, জুলফিকার আলী, খালেদ চৌধুরী, বকুল আহমেদ, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, আব্দুর রব, আব্দুল গাফফার, এমদাদ হোসেন খান, শহীদ মুসা, মুস্তাকিম আহমেদ, ড. তওকির শাহ, আবু তাহের, মোঃ জিয়াউর রহমান, নজরুল ইসলাম মাসুক, আবুল কালাম আজাদ, ময়নুল ইসলাম, ডালিয়া বিনতে লাকুরিয়া, সৈয়দ আকবর, মিলাদ হসেন রুবেল, আব্দুর রহিম, মোঃ মহসিন আহমেদ, কামাল আহমেদ, আসমা জামান, এমএ তাহের, মিছবাহ উদ্দিন, লুতফুর রহমান, আরিফুল হক, হাসান জাহেদ, মো: রিয়াজুল হক, জামাল হোসেন, অঞ্জনা আলম, আব্দুল হক রাজ, আফজাল হোসেন, বাবর চৌধুরী, নুরুল আলী রিপন, সাদেক আহমেদ, সুমি আহমেদ, সাইফুল ইসলাম মিরাজ, ইমতিয়াজ এনাম

মানিককোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সফলের লক্ষ্যে সভা

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী মানিককোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা গত ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ব লন্ডনের ক্রিস্টান স্ট্রিটের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাবেক কাউন্সিলার আবু সামিহুরের সভাপতিত্বে ও মুক্তাদির আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন আনোয়ার আহমদ, মানিকুর রহমান গনি, শামসুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন, হাজী কাপ্তান মিয়া, হাজী লালা মিয়া, নিজাম উদ্দিন, আবু সুফিয়ান, এম রাসেল, রোকন উদ্দিন আহমদ, ফয়ছল আহমদ, মাজহারুল আহমদ, আলী আহমদ, রাজেল আহমদ, আব্দুল আহাদ রুবেল, কপিল উদ্দিন আহমদ, হেলাল উদ্দিন, নজমুল হোসেন, রায়হান আহমদ, মোঃ আব্দুল বাছিত, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, নাজিম উদ্দিন, এমাদ উদ্দিন, এনামুল হক প্রমূখ। সভায় জানানো হয় আগামী ১৫ অক্টোবর রোববার রমফোর্ড এর একটি হলে দিনব্যাপী ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সাবেক ছাত্রছাত্রীদেরকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আহ্বান জানানো হয় এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

এমএফএ জামান কমিউনিটি স্পিরিট অব দ্যা ইয়ার অ্যাওয়ার্ডস'র জন্য মনোনীত

এম.এফ.এ জামান ২০১৭ সালের দ্যা ক্যালাডরেল কমিউনিটি স্পিরিট অব দ্যা ইয়ার অ্যাওয়ার্ডস'র জন্য মনোনীত হয়েছেন। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দ্যা কমিউনিটি ফাউন্ডেশন ফর ক্যালাডরেল, হ্যালিফেক্স ব্রিটিশ কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, চ্যারিটি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করবে। লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ এম্বেসেডর জামান ব্রিটিশ কমিউনিটিতে একজন স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন উন্নয়ন এবং সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। ২০১৭ সালের রমজান মাসে তিনি জো কক্স এমপি ফাউন্ডেশন এন্ড ইডেন প্রজেক্টের এম্বেসেডর হিসেবে ৬১৬ মাইল হেঁটে

ইয়র্কশায়ার থেকে লন্ডন আসেন। মুসলিম হিসেবে তিনি বিভিন্ন কমিউনিটি প্রজেক্ট, চ্যারিটি এবং স্থানীয় এমপি, মেয়রদের সাথে মিলিত হন।

দ্যা গ্রেট ওয়াক প্রজেক্টে অংশগ্রহণের সময় বিবিসি, আইটিভি, চ্যানেল এস সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে এমএফএ জামানের কাজের উপর বিশেষ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত এমএফএ জামান ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা মুসলিম এইডের সেরা ভলান্টিয়ার নির্বাচিত হন। তিনি বিভিন্ন সংস্থার সাথে জড়িত। সেইফ এন্ড সেইভ এবং কমিউনিটি অব জিউস এন্ড মুসলিম এর ফাউন্ডার জামান ভলান্টিয়ার সেন্টার লুইসামের একজন ট্রাস্টি হিসেবে ৩ বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ এ তিনি লন্ডন এম্বেসেডর এবং ২০১৫ সালের রাগবি ওয়ালর্ড কাপ ইংল্যান্ডের একজন ভলান্টিয়ার ছিলেন। টিম লন্ডন, নিউহাম ক্রিকেট ক্লাব, ইউনিভার্সেল পিস ফেডারেশন, নিয়ার নেইবার্স, সেন্ট জোনস এম্বুলেন্স, মেট্রোপলিটন এসেক্স ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং বারটস হেলথ এনএইচএস ট্রাস্টের একজন সদস্য।

জামান ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের একজন ক্রিকেট আম্পায়ার হিসেবে বিলেতের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে আসছেন। তিনি পঙ্গু শিশুদের সাহায্যার্থে ফান্ড রাইজিংয়ের জন্য লন্ডন ম্যারাথন ২০১৫-১৬-১৭ সহ বিভিন্ন ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্পিটালফিল্ডসে নতুন ট্রেনিং সেন্টার চালু করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

স্পিটালফিল্ডসের সাবেক লন্ডন ফ্রুট এন্ড উল এক্সচেঞ্জ (এলএফডব্লিউই) বিল্ডিংয়ে কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুবিধাদি গড়ে তোলা হচ্ছে। গত মঙ্গলবার রাতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কেবিনেট মিটিংয়ে বড় ধরনের এই প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

এলএফডিব্লউই বিল্ডিংয়ের পূণঃউন্নয়নের পরিকল্পনা অনুমোদনের সময় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ডেভেলপারের কাছ থেকে ১.২ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক অনুদান আদায় করে। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং লোকজনের কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই অনুদানের অর্থ ব্যবহার করা হবে। এছাড়া কাউন্সিল ১০ বছরের জন্য ৫০০ বর্গ মিটারের বাণিজ্যিক স্পেস ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ ফ্রি সুবিধা লাভ করবে। নতুন এই সেন্টার ২০১৮ সালের জুলাই মাসে চালু হতে পারে। কাউন্সিলের ওয়ার্কপাথ এর সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এই সেন্টার, যার ফলে সাশ্রয় হবে প্রায় ২ মিলিয়ন পাউন্ড।

এ ব্যাপারে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র, জন বিগস বলেন, বারার বাসিন্দাদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক অভিজ্ঞ পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানে এই সেন্টার হচ্ছে একটি বিশাল উদ্যোগ। ডেভেলপারদের কাছ থেকে অনুদান নিশ্চিত করতে পারায় আমি আনন্দিত, এই অনুদানের অর্থে পরিচালিত নতুন এই সেন্টার থেকে প্রতি বছর ১ হাজার বাসিন্দা উপকৃত হবেন এবং ১৫০ বাসিন্দার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সেন্টার সরাসরি ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই ট্রেনিং সেন্টারে লকাল এম্পলয়ারদের সাথে মিলে ট্রেনিং কোর্সসমূহ ডিজাইন করা হবে। এছাড়া শূণ্য পদগুলোতে লোক নিয়োগের উপযুক্ত ট্রেনিং প্রদান, কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য সাময়িকভাবে নিয়োগ, এপ্রেন্টিসশীপ, স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নতুন জবের সুবিধাদি বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে এই সেন্টার। ১০ বছর পর এই সেন্টারটি ল্যান্ডলর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রকল্পটি লন্ডনের মধ্যে বৃহত্তম, যার আকার হচ্ছে ৩ লাখ ২০ হাজার স্কোয়ার ফুট, যেখানে থাকবে দোকান পাট, রেস্টুরেন্ট, কমিউনিটি স্পেস ও অফিস। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

Example, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com

Serving for last 8 years

(We do not help CAB/TRADE Insurance)

TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

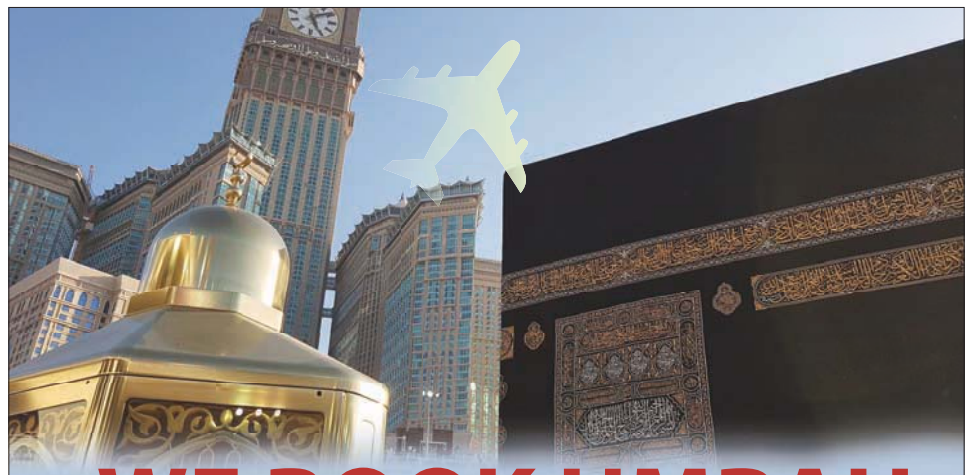

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO

388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

ATOL PROTECTED 6870 FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY

বিশ্বনাথ এইড ইউকে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে অলংকারী ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ান

প্রবাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বনাথ উপজেলার সংগঠনগুলোকে নিয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বনাথ এইড ইউকে চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রবাসী অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে। টুর্নামেন্টে ৮টি দল দুই গ্রুপে অংশ নেয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ খেলায় ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে রানার্সআপ হয়েছে ঐতিহ্যবাহী বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে। চ্যারেটি ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে প্রায় ৮শ পাউন্ড রেইজ করে বিশ্বনাথ এইড ইউকে। যা আগামীতে বিশ্বনাথের দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় করা হবে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের স্টেপনীগ্রীন ফুটবল পীচে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এইট এ সাইড চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টে যুক্তরাজ্যস্থ বিশ্বনাথ উপজেলার ৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অংশ নেয়। লীগ পর্ব শেষে সেমিফাইনালে প্রবাসী অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গ্রেটার বিশ্বনাথ ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে। অন্যদিকে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ১-০ গোলে বিশ্বনাথ ডেভেলপমেন্ট স্যোশাল ট্রাস্টকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠলেও প্রবাসী অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্টের রানার্সআপ হয়।

টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল প্রবাসী অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ছাড়াও জেএমজি এয়ার কার্গোর এমডি মনির আহমদের সৌজন্যে ৫০০ পাউন্ড প্রাইজমানি লাভ করে। অন্যদিকে বিশ্বনাথ প্রবাসী

এডুকেশন ট্রাস্ট রানার্সআপ ট্রফি ছাড়াও বিশ্বনাথ এইড ইউকের সৌজন্যে ২০০ পাউন্ড প্রাইজমানি লাভ করে। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন প্রবাসী অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র স্টাইকার জাহেদ আহমদ। সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন একই দলের জাকির হোসেন কয়েছ।

এ সময় বিশ্বনাথ ইউকের সভাপতি মিসবাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাতের পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার আয়াস মিয়া, জেএমজি এয়ার কার্গোর সত্ত্বাধিকারী মনির আহমদ, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি মতছির খান, প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব রইছ আলী, আবুল কালাম আজাদ, শহীদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, আফছর মিয়া ছোট মিয়া, শিক্ষাবিদ ড. মুজিবুর রহমান, দশঘর প্রবাসী সোসাইটির সভাপতি আব্দুল কদ্দুছ, প্রবাসী পল্লী গ্রুপের এমদাদুর রহমান, মুসলিম হেল্প ইউকে'র আব্দুস ছোবহান, ম্যানর গ্লেজিং এর ইসহাক আলী, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রেজারার আজম খান, বিশ্বনাথ এইড ইউকে'র সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুর রহিম রঞ্জু, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সহ সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান, প্রবাসী অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি মখদ্দুছ আলী, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রশিদ আলী, ট্রেজারার আব্দুস সালাম, ট্রাস্টি জুনাব আলী, আফরাজ মিয়া, আলকাছ আলী, ইলিয়াস আলী পাশা, বিশ্বনাথ ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল ট্রাস্টের সভাপতি মো: সিদ্দিকুর রহমান, ট্রাস্টি মাহফুজুর রহমান, আব্দুর রব মাসুম, খাজাঞ্চী জনকল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতি আব্দুল বাছিত রফি, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার খান, উপদেষ্টা ব্যবসায়ী আব্দুশ শহিদ, বিশ্বনাথ এইড ইউকে'র ট্রাস্টি আবুল কালাম, সাব্বির আহমদ, ফারুক মিয়া, দশঘর প্রবাসী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মদব্বির হোসেন মধু মিয়া, দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের নেতৃবৃন্দে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মহাব্বত শেখ, কদর উদ্দিন, হাবিবুর রহমান, নুরু মিয়া, আব্দুল হামিদ খান সুমেদ, আলী জুনেদ, জুবারে আলী, কদর আলী, দৌলত হোসেন, মোতাহির আলী প্রমূখ।

উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টে এ গ্রুপে অংশ গ্রহণ করে প্রবাসী অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে, দশঘর ইউনিয়ন প্রবাসী সোসাইটি ইউকে, খাজাঞ্চী জনকল্যাণ ট্রাস্ট ইউকে, বিশ্বনাথ ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে। বি গ্রুপে অংশ গ্রহণ করে অলংকারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকে, দশঘর ইউনিয়ন প্রগতী ট্রাস্ট ইউকে, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে ও দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে।

টুর্নামেন্টের স্পন্সর করেন জেএমজি এয়ার কার্গো, প্রবাসী পল্লী, জানাইয়া প্রবাসী জুবেদা রইছ আলী ট্রাস্ট ইউকে, ম্যানর গ্লেজিং, বাসকিন রবিন আইসক্রিম, এএম একাউন্টেনসি, আলদ্বীন, মুসলিম হেল্প ইউকে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Instant Cash Service
ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM
*T&C Apply

barakah Whitechapel
131 Whitechapel Road
London E1 1DT, 020 7247 2119
(Oposite East London Masjid)

barakah Manor Park
425 High St North Manor Park
London E12 6TL, 020 8552 6067
(Oposite Baitur Rahman Masjid)

প্রতি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Taka Rate Line : 020 7247 0800

রুশনারা আলীর সাথে সিলেট চেম্বার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য দূত রুশানারা আলী এমপির সাথে সিলেট চেম্বার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় সিলেটের একটি হোটেলে ব্রিটিশ হাই কমিশনের উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রুশনারা আলী বলেন, ব্রিটিশ সরকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিষয়ে খুবই আন্তরিক। বাণিজ্যের প্রতিবন্ধিকতাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করলে ব্রিটেন ও বাংলাদেশ উপকৃত হবে। তিনি বাংলাদেশকে অপার সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের জনশক্তি ও বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এদেশকে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত করা সম্ভব। তিনি বলেন, ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

মতবিনিময় সভায় সিলেট চেম্বারের সভাপতি খন্দকার সিপার আহমদ বলেন, সিলেটের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় সিলেটে বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আগামী ২১-২৭ অক্টোবর আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সে এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন-২০১৭ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ব্রিটিশ হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার ডেভিড এ্যাসলে, ব্রিটিশ হাই কমিশনের ট্রেড ও ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের পরিচালক রোজিনা হাসান, সিলেট চেম্বারের পরিচালক মোঃ হিজকিল গুলজার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফয়সল আহমদ চৌধুরী, ডা. নাসিম আহমদ, মাহী উদ্দিন আহমদ সেলিম, আবদুল মুকিত প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিসিএ ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওন ওয়ান'র নতুন কমিটি গঠিত

সাইফুল প্রেসিডেন্ট, ফিরুজুল সেক্রেটারি, একে চৌধুরী ট্রেজারার

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএ)'র ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওন ওয়ান'র নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার লুটনের একটি কমিউনিটি সেন্টারে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ক্যাটারার্স নেতা সাইফুল আলমকে প্রেসিডেন্ট, ফিরুজুল হককে সেক্রেটারি এবং এ, কে চৌধুরীকে ট্রেজারার করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন- ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়া আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট মালিক উদ্দিন, জয়েন্ট সেক্রেটারি সাফওয়ান চৌধুরী, জয়েন্ট ট্রেজারার শাহাব উদ্দিন, অর্গেনাইজিং সেক্রেটারি হুমায়ুন রশিদ, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি সিদ্দিকুর রহমান জয়নাল, পারলিকেশন সেক্রেটারি ছুরুক মিয়া।

কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন- বশির আহমদ চৌধুরী, সুরুক মিয়া, ফরহাদ আহমদ, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোস্তফা, বজলুর রশিদ ছালিম, শরীফ চৌধুরী, তাহির উল্লাহ খান, আবু বক্কর সিদ্দিক, আকলিছ মিয়া ও মন্নান চৌধুরী। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাটারার্স নেতা ফজল উদ্দিন, মোজাহিদ চৌধুরী ও সোলায়মান জেপি।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বজলুল রশিদ এমবিই, সাবেক প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার, বর্তমান প্রেসিডেন্ট কামাল ইয়াকুব, সাবেক সেক্রেটারি এমএ মোনিম, বর্তমান সেক্রেটারি অলি খানসহ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। এ সময় কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে নব-নির্বাচিত কমিটিকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। নেতৃবৃন্দ নতুন কমিটির সফলতা কামনা করেন এবং অভিনন্দন জানান। নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাইফুল আলম সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

TAJ ACCOUNTANTS

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?

তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ

HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs

Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843

Our Popular Services

- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Nurujjaman

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk

We are registered licence holder in public practice

ব্রিটিশ বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অরপিংটন'র ঈদ পুনর্মিলনী

কেন্টের অরপিংটন এলাকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অরপিংটনের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার স্থানীয় একটি হলে সংগঠনের সভাপতি বাংলাদেশের সাবেক এমপি মকসুদ ইবনে আজিজ লামার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুশাহিদ এবং সংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান জুয়েলের যৌথ পরিচালনায় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি আব্দুল হান্নান, পাবেল খাদের চৌধুরী, হাজী রইছ আলী, আশিক চৌধুরী, সালেহ আহমদ, রুপিয়া হোসেন, মশিউর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সামুন, মাকদুদ খান, ট্রেজারার মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলাম, সহ ট্রেজারার তৌফিক আহমদ চৌধুরী, শাহীন রহমান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দিন, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি সারোয়ার উদ্দিন খান, প্রেস সেক্রেটারি আবাস উদ্দিন আহমদ, সহ প্রেস সেক্রেটারি মহিন সামুন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক নাজমা বিবি আহমদ, শিক্ষা সম্পাদক শফিক আহমদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা লিজা খান, সহ মহিলা সম্পাদিকা সুজেলা জামান, কার্যকরি কমিটির সদস্য মঈন উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আওলাদ মিয়া, মানিক মিয়া, মিজানুর রহমান, মানিক আহমদ, নাজিম রহমান, আবুল কালাম আজাদ, আশরাফ আহমদ, ইকবাল হোসেন, ফজর আলী, শামীম রহমান, তালেব আলী, আখলাখ আহমদ চৌধুরী রুমেল, বেলাল উর রহমান, মাসুম রহমান, মশিউর রহমান সেলিম, হারিছ আলী প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন, এই সংগঠনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ইসলামিক রীতিনীতি তুলে ধরতে তাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আগামীতে বাংলা শিক্ষাসহ জাতীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হবে। অনুষ্ঠানে শিশু কিশোরদের জন্য বাউন্সি কাসল, হাতে মেহেদী ও ফেইস পেইন্টিংয়ের আয়োজন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট জেলা এসোসিয়েশন পোর্টসমাউথের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

সিলেট জেলা এসোসিয়েশন পোর্টমাউথের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হলো সিক্স এ সাইড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। পোর্টসমাউথ ক্রিকেট ক্লাবের গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ৮টি ব্রিটিশ বাংলাদেশী টিম অংশগ্রহণ করে। টিমগুলো হচ্ছে- সিলেট এক্সপ্রেস, ফেয়ারহাম টাইগার্স, মসুদ আহমদ স্পোর্টিং ক্লাব, সিপিএএম লিজেন্ড, হিট এন্ড রান এবং পোর্টসমাউথ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের ৩টি দল। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এসেক্স থেকে আগত সিলেট এক্সপ্রেস এবং রানার্সআপ হয় পোর্টসমাউথ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব।

সংগঠনের উপদেষ্টা আসিদ আলী সাজিদ মিয়া, নির্বাহী সদস্য আশরাফ মফজ্জুল লিটুর সৌজন্যে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ এবং ট্রফি প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি খালেদ নজরুল, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম, উপদেষ্টা এ কে ফজলুল হক, নির্বাহী সদস্য সমির আলী, সালাউদ্দিন মিন্টু, দেলোয়ার হোসেন বেগ, ফরহাদ আল মাহমুদ, মাসুম আহমদ ও ক্রীড়া সম্পাদক আবুল হাসনাত প্রমূখ।

এদিকে উক্ত সংগঠনের উদ্যোগে আগামী ৮ অক্টোবর ফুটবল এবং ১৫ অক্টোবর ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এতে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ২৮। উচ্চতা ৬ ফুট। বৃটিশ-বাংলাদেশী মুসলিম পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বাংলাদেশী স্টুডেন্ট অথবা ভিজিটর হলেও চলবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: M.R. Chowdhury 07852 520 993

(WD:34-37)

KHATEEB & IMAAM VACANCY

Address: East End Islamic Centre, 98/104 Plashet Road Upton Park London E13 0RQ

The Position: Khateeb & Imaam

The Role: The successful candidate must be:

A Qualified Islamic Scholar (i.e. an 'Aalim & Hafizdh ul Quraan with excellent tajweed skills from a recognised traditional Islamic institute).

Able to converse fluently in English and Arabic Languages, with good social, management and communication skills.

Hard working, enthusiastic and use own initiative.

Able to work closely with the Masjid management and the local Muslim and non-Muslim community

Main Duties:

Sharing the leading of daily five times prayers

Sharing the Leading of Friday prayers and Arabic Khutbah, including the delivering of apurposeful, invigorating talk before hand to the diverse Muslim community.

Teaching at the evening Madrasah\Weekend Madrasah and providing a weekly lesson of choice for adults.

Sharing the Leading of Eid Sermons, Friday Khutbahs, Janazah, and Nikkah ceremonies.

Sharing the Leading of Taraweeh prayers in Ramadhaan if Hafidh ul Quraan

Delivering Regular lectures, youth programmes, women's programmes and counseling.

Liaising with statutory and non statutory bodies for the betterment of the Muslim and non Muslim community

Any other duties assigned to the employee reasonably by the management or by mutual agreement.

Salary – dependent on qualifications and level of experience

Only UK citizens will be considered.

For more information please contact: 07852 961439/ 07956 236644

Please email your CV to

eeislamiccentre@gmail.com

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

271a Whitechapel Road (2nd Floor, Room G) London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996, 07931 750 250
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী

Mob : 07946 028 893

- Extension
- Plumbing
- Tiling
- Loft Conversions
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ৩৫। উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। লন্ডনে রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্টে কর্মরত বৃটিশ পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বৃটিশ অথবা বাংলাদেশ থেকে আগত স্টুডেন্ট কিংবা ভিজিটর হলেও চলবে। তবে ভালো পরিবারের ধার্মিক ও সুশিক্ষিত হতে হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা পাত্রের অভিভাবকের সাথে নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

Contact: 07763 464 271 WD: 32-33

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে তজম্মুল আলী স্যার স্মরণে নাগরিক শোকসভা

বিশ্বনাথ উপজেলার প্রাচীন বিদ্যাপীঠ রামসুন্দর অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মরহুম তজম্মুল আলী স্যার স্মরণে লন্ডনে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে এক নাগরিক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ইম্প্রেশন হলে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র সভাপতি মতছির খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান ও এম আলী মজনুর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শোক সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টি হিফজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রেজারার আজম খান।

শোক সভায় তজম্মুল আলীর জীবনী নিয়ে 'হৃদয়ে হেড স্যার' নামে একটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন মরহুমের একমাত্র ছেলে মিজানুর রহমান, সংগঠনের সভাপতি মতছির খান, সহ সভাপতি শেখ তাহির উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান, এম আলী মজনু, ট্রেজারার আজম খান, সহ ট্রেজারার আব্দুল ওয়াদুদ শাহেল, প্রচার সম্পাদক ও প্রকাশনা সম্পাদক মানিক মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক কদর উদ্দিন, ইসি মেম্বার ব্যারিস্টার আব্দুস শহিদ, বাবরুল হোসেন বাবুল, শাহ জয়নাল আবেদিন, আব্দুল মুকিত, ফারুক মিয়া, আব্দুস সাত্তার, কবির মিয়া।

শোক সভায় বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার আয়াস মিয়া, কমিউনিটি নেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সংগঠনের সাবেক সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান, একেএম সেলিম, মানিক মিয়া, মির্জা আহসাব বেগ, আব্দুল হামিদ শিকদার, আব্দুর রউফ, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আব্দুল খালিক, সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাফিজ খান, লোকমান হোসেন, আব্দুল হাই, নজরুল ইসলাম, সাবেক সহ সভাপতি হাজী রইছ আলী, মনির উদ্দিন বশির, হাসন আলী, সাবেক ট্রেজারার আব্দুল মজিদ, ইমরান খান, ড. মুজিবুর রহমান, আছাদুর রহমান, ট্রাস্টি আবুল কালাম আজাদ, মবশ্বির আলী, প্রফেসর নূরুল ইসলাম, আব্দুল গনি, মির্জা আছকির বেগ, আশিকুর রহমান, এমএ সালাম, আব্দুর রউফ, গৌছ খান, আব্দুল কুদ্দুছ, রহমত আলী, প্রফেসর ফরিদ আহমদ, আব্দুল গফুর, একেএম ইয়াহইয়া, মজম্মিল আলী, মকরম আলী আফরোজ, মাসুক মিয়া, মনির আহমদ, সামসাদুর রহমান রাহিন মহব্বত শেখ, ওয়ারিছ উদ্দিন, ইলিয়াস আলী পাশা, ফলিক মিয়া চৌধুরী, রফিক মিয়া, আনছার হাবিব, সাদেক আলী, তাহির আলী, শেখ মবশ্বির আলী, ওয়াহিদ আলী, কুতুব উদ্দিন খান, গোলজার খান, হাবিবুর রহমান, তৈয়বু রহমান, আকলুছ মিয়া, নিজাম উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম হাজারী, আব্দুস ছোবহান ফারুক, শামীম আহমদ, শরিফুল ইসলাম, আজর আলী, মনির আলী, শাহ নুরুল আলম নাহিন, সিরাজ উদ্দিন, আব্দুল হক হাবিব, আব্দুস ছোবহান, মো: আলী, জুয়েল আহমদ, মনির আলী সুফি, কামাল উদ্দিন আহমদ, মো: হাসিনুজ্জামান নুরুল, আব্দুল আজাদ, ইরন মিয়া, আব্দুল গফুর, আব্দুর রহিম রঞ্জু, আবুল হাসনাত, খালেদ খান, আব্দুল বাছিত রফি, জাকির হোসেন কয়েছ, ইসহাক আলী, আল আমিন, মদরিছ আলী মফজ্জুল, সেবুল মিয়া, আব্দুল হামিদ খান সুমেদ, মো: আশফাকুর রহমান, বদরুল আহমদ প্রমূখ।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সাবেক শিক্ষক সামছুজ্জামান জামান, সাবেক কাউন্সিলার আব্দুর রকিব, কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, শাহনুর আহমদ খান, সাইদুল ইসলাম খান, মদরিছ আলী বাদশা, আবুল হোসেন, ফয়ছল আহমদ, সিদ্দিকুর রহমান, মাহফুজুর রহমান, জাহেদ চৌধুরী, কয়েছ উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, আনোয়ার খান, আলমগীর হোসেন, অধ্যাপক শাহজাহান আহমদ প্রমূখ।

সভায় বক্তারা শিক্ষাবিদ মরহুম তজম্মুল আলীর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রামসুন্দর স্কুলের একটি ভবন, অডিটোরিয়াম কিংবা বিশ্বনাথের যে কোন একটি রাস্তা অথবা স্থাপনা তজম্মুল আলীর নামে নাম করণের দাবি জানান। শেষে মরহুম তজম্মুল আলীসহ সংগঠনের সকল মরহুমদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আশরাফুর রহমান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পুলিশ অফিসার হলেন বাঙালি যুবক সাঈদুল করিম সাফওয়ান

শিহাবুজ্জামান কামাল: বাঙালি কমিউনিটির মেধাবী যুবক সাঈদুল করিম সাফওয়ান কেমডন ও ইজলিংটন বারার পুলিশ অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। 'পুলিশ গ্রাজুয়েশন স্কিম'র আওতায় এ পদে ব্রিটেনে প্রায় ২২৯ জন পুলিশ অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। এ পদের জন্য কয়েকশ দরখাস্ত পড়ে। তাদের মাঝ থেকে বাছাই পর্ব ও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ শেষে কেমডন ও ইজলিংটন বারায় ৯জন পুলিশ অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের মাঝে একমাত্র বাঙালি অফিসার হচ্ছেন সাঈদুল করিম সাফওয়ান।

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে বসবাসকারী বিশিষ্ট আলেম মাওলানা রেজাউল করিমের দ্বিতীয় পুত্র সাঈদুল করিম সাফওয়ান ইতোমধ্যে গ্রাজুয়েশন শেষ করেছেন এবং

তিনি একজন কুরআনে হাফিজ। বহুজাতিক সমাজে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে সঠিকভাবে পালন করতে পারেন এজন্য তিনি সকলের নিকট দোয়া কামনা করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২৬ নভেম্বর

গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ এক বিবৃতিতে এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন আগামী ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ হচ্ছেন, সাবেক কাউন্সিলার ফানু মিয়া, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আব্দুল হাই ও কাউন্সিলার রাজিব আহমদ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ০৭৯৬১৭৮৭৩৫৩, ০৭৫৬৪০৯৬৮৮ অথবা ০৭৯৫৮ ৭৪০৯৭ নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বদরুল-মীরু-আনসার পরিষদের সমর্থনে যুব সমাজের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত

প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন উপলক্ষে বদরুল-মীরু-আনসার পরিষদের সমর্থনে প্রবাসী যুব নির্বাচনী ক্যাম্পেইন কমিটি বালাগঞ্জ ওসমানীনগর এর উদ্যোগে একমত বিনিময় সভা গত ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় যুব ক্যাম্পেইন কমিটির আহবায়ক যুব সংগঠক নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে ব্রিকলেনস্থ একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

যুব ক্যাম্পেইন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক আবদুল কুদ্দুছ ও শাহজাহান আলমের যৌথ পরিচালনায় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেনবদরুল-মীরু-আনসার পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব কবিরউদ্দিন, কো চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমদ তোফা, কমিউনিটি নেতা আব্দুল গফুর, নেছার আলী সমছু, মশিউর রহমান মশনু, আব্দুল কাইয়ুম, বদরুজ্জামান চৌধুরী, মামুন কবির চৌধুরী, ক্যাম্পেইন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী জিলু, ফজলু মিয়া, যুবনেতা জামাল আহমদ খান, সফিক আহমদ, ফয়জুর রহমান ফয়েজ, সারজন খান, মতব্বির হোসেন চুনু, আজাদুর রহমান আজাদ, মোঃ আয়াছ, মিসবাহুর রহমান দোলন, আখতার আহমদ শাহীন, মশহুদ আলী, সানুর মিয়া, আব্দুল মজিদ সিরাজ, আব্দুস সাত্তার ইমন, কবির আহমদ, শাহেল তপাদার, আব্দুল আজিজ, আতিকুর রহমান, শাহ সেলিম আনা মিয়া, রেদওয়ান আহমদ প্রমুখ।

সভায় বদরুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান তাদের বক্তব্যে বলেন, সংগঠনকে এগিয়ে নিতে ঘর প্যানেলকে সমর্থন করুন।

সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শাহ সেলিম। বক্তাগণ ট্রাস্টের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত বদরুল-মীরু-আনসার পরিষদ তথাঘর মার্কার পক্ষে ট্রাস্ট্রিদের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন কামনা করেন।

হবিগঞ্জ পৌর বিএনপির ৭নং ওয়ার্ডে সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন

হবিগঞ্জ পৌর বিএনপির ৭নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসুচির উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেলে রাজনগর কেন্দ্রীয় প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গনে বিএনপি নেতা হাফিজ উল্লার সভাপতিত্বে ও যুবদল নেতা শাহ সালাউদ্দীন টিটুর সঞ্চালনায় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জ-লাখাই নির্বাচনী এলাকার সম্ভাব্য দলীয় প্রার্থী, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. আহমুদুর রহমান আন্দাল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ সদর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এনামুল হক, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আমিনুর রশীদ এমরান, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রদল সভাপতি এডভোকেট কামাল উদ্দিন সেলিম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও যুবদলের সাবেক সভাপতি এমজি মোহিত, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল হান্নান ফরিদ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি নেতা ফারুক আহমেদ, আজম উদ্দিন, দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী দিলু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এসএম আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম আনু, কামাল সিকদার, মামুনুর রশীদ খান, আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী বকুল, সৈয়দ আজহারুল হক বাকু, কাজী হুমাউন আহমেদ রাজু, ফকরুল ইসলাম বাবুল, গাজী আফজাল, আব্দুল আহাদ, হাবিবুর রহমান, কাজী সামছুল হক শিমুল, আব্দুল আহাদ আনসারী, হাসবী সাঈদ চৌধুরী, ফারুক আহমেদ, আলমপনা চৌধুরী মাসুদ, মাকসুদুর রহমান উজ্জল, হারুনুর রশিদ, আব্দুল আহাদ মনা, সাইফুর রহমান রিপন, কুতুব উদ্দিন শামিম, শাহ জাহাঙ্গীর আলম সুমন, আবিদুর রহমান চৌধুরী বুলবুল, আব্দুল বারিক লিটন, অলিউর রহমান বাবলু, আব্দুস সালাম শামিম, ছায়েদ আহমেদ রুপম, শাহ আলম, এনামুল হক, পাপন দত্ত চৌধুরী, কামরুল ইসলাম, এমএ রুমেল, সাইফুল ইসলাম রকি, রিফাদ মিল্লাদ চৌধুরী, আবুল বাসার জুমন, এমদাদুল হক হিরু, আলী রাজ উজ্জল, হাফিজুর রহমান বাচ্চু, আল আমিন, শোয়েবুর রহমান, কাওসার আনসারী, আবুল বাশার, আরিফুল ইসলাম, মুহিদুল ইসলাম প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচিকে যে কোন মূল্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। বক্তারা বলেন, পুলিশ বিএনপির এই যুগান্তকারী কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাঁধা দিচ্ছে এবং দিবে। কিন্তু পুলিশের ভয়ে ঘরে বসে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। তাই সকল ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে কর্মীদের চাঙ্গা মনোবল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই এখন সময়ের দাবি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের স্থগিত নির্বাচন

বাস্তবায়ন ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে'র স্মারকলিপি

দীর্ঘ ১০ বছর যাবত সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আইনী জটিলার কারণে স্থগিত রয়েছে। ইউনিয়নে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্নীতি বন্ধ ও এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার নাজমুল কাওনাইনের কাছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন 'দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের স্থগিত নির্বাচন বাস্তবায়ন ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে'।

গত ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে সেন্টাল লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আফছর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান, উপদেষ্টা আব্দুল কুদ্দুছ, সদস্য আমির উদ্দিন, আজিম উদ্দিন আজির, আনোয়ার খান।

স্মারকলিপিতে বলা সিলেট জেলার অন্তরগত বিশ্বনাথ উপজেলার ৮নং দশঘর ইউনিয়ন পরিষদে আইনী জটিলতার কারণ দেখিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর যাবত নির্বাচন হচ্ছে না। ২০০৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে এর মেয়াদ শেষ হলেও সীমানা নির্ধারনী মামলা জটিলতার কারণে পরিষদের আর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এ কারণে ২০০৩ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত ইউনিয়ন পরিচালিত হচ্ছে। সে সময়ে নির্বাচিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সফিক উদ্দিন আহমদ ২০১২ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্যানেল চেয়ারম্যান দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয়ে আসছে। ফলে এলাকার কাঙ্খিত উন্নয়ন হচ্ছেনা বলে অভিযোগ রয়েছে ইউনিয়নের মানুষের।

উল্লেখ্য, সীমানা নির্ধারনী মামলা জটিলতার কারণে বিগত দুই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ইউনিয়নবাসী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে বঞ্চিত হলেও দুই জাতীয় সংসদ এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উক্ত এলাকার ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সীমানা নির্ধারনী মামলার কারণে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন না হওয়া অযথা কালক্ষেপন ছাড়া আর কিছুই না বলে মনে করেন এলাকার মানুষ। কিছুদিন পূর্বে দেশে-বিদেশে পত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়- এলাকার উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন প্রজেক্টে দুর্নীতি হচ্ছে। প্রজেক্ট বাস্তবায়নে দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি হচ্ছে বলে এলাকার জনসাধারণ মনে করছেন। পত্রিকায় দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে ইউনিয়নবাসী সর্বদলীয়ভাবে অতিস্বত্তর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। এলাকাবাসীর দাবি গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় একটি মহল দুর্নীতিতে জড়িত হচ্ছে।

স্মারকলিপিতে তারা বলেন, আমরা যুক্তরাজ্য প্রবাসীরাও এলাকার মানুষের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি। ঐতিহ্যবাহী দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হলে প্রবাসীদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যত দ্রুত সম্ভব মামলা জটিলতার নিস্পত্তির মাধ্যমে দশঘর ইউনিয়নে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানান। তারা বলেন, এর মাধ্যমে এক দিকে যেমন এলাকার ভোটারদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়তা করবেন, অপর দিকে দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি মুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আত্মহত্যা প্রতিরোধক নীতিমালার ওপর অভিমত দিতে বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান

১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার আত্মহনন নিরোধক নীতিমালার ব্যাপারে অভিমত প্রদানে জনসাধরণকে উৎসাহিত করছে।

এই নীতিমালার ওপর গণপরামর্শ কার্যক্রম চলছে। আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে বাসিন্দাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জাতীয় নির্দেশিকা এবং স্থানীয় প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে বারার বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত মাল্টি-এজেন্সি স্টিয়ারিং গ্রুপ আত্মহত্যার প্রবণতা কারণ অনুসন্ধান ও সমাধান নিয়ে কাজ করছে।

যুক্তরাজ্যে ২০ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের মৃত্যু প্রধানতম কারণ হলো আত্মহত্যা। ২০০৮ সাল থেকে ইংল্যান্ডে আত্মহত্যার ঘটনার উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার ১৬ শতাংশ।

লন্ডনে গড় হারের তুলনায় টাওয়ার হ্যামলেটসের হার অনেক বেশি, এমন কি এই হার প্রতিবেশি বারা হ্যাকনি ও নিউহ্যামের চেয়ে অধিক। মহিলাদের চেয়ে অধিক সংখ্যক পুরুষ আত্মহননে মৃত্যু বরণ করে, টাওয়ার হ্যামলেটসে মুহিলাদের তুলনায় চার গুণ বেশি পুরুষ আত্মহত্যা করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস বলেন, যদিও আত্মহত্যার হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চললেও, আমরা বিশ্বাস করি আত্মহননের প্রবণতা রোধ করা সম্ভব। আমরা বারার সকল কমিউনিটি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ, স্কুল, এনএইচএস, ধর্মীয় সংগঠনসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে বদ্ধপরিকর। সম্মিলিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা নিতে পারি এবং আত্মহত্যার ঝুঁকি হ্রাসে উদ্যোগ নিতে পারি এবং সর্বোপরি যারা সংকটে আছে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারি।

আত্মহত্যার প্রধানতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, পুরুষ হওয়া, মদ বা মাদকে আসক্তি, দুরারোগ্য বা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ও শারিরিক অসুস্থ্যতা, নিজেকে আহত করার প্রবণতা, মানসিক রোগী, আত্মহত্যা করার উপায়গুলোতে এক্সেস লাভ ইত্যাদি।

প্রতিরোধকমূলক পদক্ষেপসমূহ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে, যখন দেখা গেছে যে ১৯৮১ সাল থেকে ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডে আত্মহত্যার হার হ্রাস পেয়েছে। কারণ এই সময়কালে সারা দেশে প্রিভেনশন ক্যাম্পেইন বা প্রতিরোধমূলক প্রচারাভিযান জোরদার ছিলো।

মাল্টি-এজেন্সি স্টিয়ারিং গ্রুপ কাউন্সিলের নীতিমালায় ৫টি মৌলিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ ও প্রতিরোধ, যারা সংকটে আছে, তাদের সাহায্য করার বিষয়টি আরো উন্নত করা, অসহায় মানুষের চাহিদাগুলোকে চিহ্নিত করা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া এবং যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এই নীতিমালার বিস্তারিত তথ্যাদি জানতে এবং কনসালটেশনে অংশ নিতে কাউন্সিলের ওয়েবসাইট www.towerhamlets.gov.uk/suicidepreventionstrategy ভিজিট করতে অনুরোধ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ ইউকে'র সভা অনুষ্ঠিত

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) ইউকে'র এক সভা গত ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি রহমত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এইচআরপিবি'র কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট মনজিল মোরসেদ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার গোলাম মর্তুজা, সাবেক স্পিকার আব্দুল মুকিত চুনু এমবিই, ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার আয়াছ মিয়া, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, সাংবাদিক সৈয়দ জহুরুল হক, মিসবাহ জামাল, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম, কমিউনিটি নেতা সুলেমান আলী, সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল আজিজ, কমিউনিটি নেতা মৌলানা রফিক আহমদ, শাহ মোদাব্বির হোসেন মধু মিয়া, বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বদরুজ্জামান বাবুল, মাস্টার আমির উদ্দিন, মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন, চমক আলী নুর, সরফরাজ খান চপল, আজাদ খান, মোহাম্মদ আজাদ খান, সাজিদ আলী মেনন, আব্দুল হান্নান, সুবান আলী বারী, আব্দুল হক হাবিব, রুপি আমিন, হাবিবুর রহমান প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে এডভোকেট মনজিল মোরসেদের মাধ্যমে দেশে প্রেরিত প্রবাসীদের সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। তিনি এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগের অগ্রগতির বর্ণনা দেন ও কিভাবে অভিযোগ দায়ের করলে সুফল পাওয়া যায় সে ব্যাপারে আলোকপাত করেন। সেই সাথে এবার যুক্তরাজ্য ভ্রমনকালে তিনি যে সমস্ত অভিযোগ সংগ্রহ করেছেন সেগুলির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে উল্লেখ করেন। এ সময় নেতৃবৃন্দ প্রবাসীদের সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাওয়ায় এডভোকেট মনজিল মোরসেদকে ধন্যবাদ জানান।

সভায় কাউন্সিলার আয়াছ মিয়াকে ইউকে কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এছাড়া সংগঠনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

উল্লেখ্য, গত ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফ্রি কনসালটেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় এডভোকেট মনজিল মোরসেদ ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন সমস্যা সরাসরি শুনেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে কাগজ পত্র সংগ্রহ করেন। দেশে গিয়ে তিনি এ সমস্ত কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন।

সোনালী অতীত ঢাকা বনাম সোনালী অতীত ইউকে ফুটবল ম্যাচ

সোনালী অতীত ইউকে চ্যাম্পিয়ন

পূর্ব লন্ডনের ক্ল্যাপটন ফুটবল ক্লাব মাঠে গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশ থেকে আগত সোনালী অতীত ঢাকা বনাম সোনালী অতীত ইউকে'র মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লন্ডনের ফুটবল প্রেমিক দর্শকদের উপস্থিতিতে খেলায় সোনালী অতীত ইউকে ৬-১ গোলে সোনালী অতীত ঢাকাকে পরাজিত করে। সোনালী অতীত ইউকের পক্ষে তফজুল ৪, রেকন ১ ও জুয়েল হক ১ গোল করেন এবং সোনালী অতীত ঢাকার পক্ষে নকিব ১ গোল পরিশোধ করেন।

উল্লেখ্য, দেশের বাইরে লন্ডন প্রবাসী ফুটবলারদের সাথে খেলতে 'সোনালী অতীত ঢাকা'র প্রেসিডেন্ট খুরশেদ আলম বাবুল, সেক্রেটারি সত্যজিৎ দাশ রুপু, দলনেতা হাসানুজ্জামান খান বাবলু ও প্রধান কোচ মোশারফ বাদলের নেতৃত্বে ২৫ জন খেলোয়াড় গত সপ্তাহে লন্ডন পৌঁছেন। লন্ডনে তাদেরকে স্বাগত জানান 'সোনালী অতীত ইউকে'র প্রেসিডেন্ট জামাল উদ্দিন ও কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

simplecall®

simplecall is...
honest

- Genuine minutes
- No hidden charges
- No connection fees

simplecall.com

020 343 50181

শাহীনুর পাশার রোডমার্চ নিয়ে সিলেটে ঝড়

সিলেট, ২৪ সেপ্টেম্বর : সাবেক এমপি মাওলানা শাহীনুর পাশাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠেছে। চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। চলছে বিতর্ক। এতে শামিল হয়েছেন শাহীনুর পাশা নিজেও। এ নিয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন। মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী। চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে জগন্নাথপুর-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ আসনের সাবেক এমপি। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। সিলেটের রাজনীতিতে শাহীনুর পাশা চৌধুরী এক পরিচিত নাম। ইসলামী কোনো আন্দোলনে সিলেটের রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি। নিজ দল জমিয়ত ছাড়াও সিলেটের হেফাজতে ইসলামেও তার রয়েছে নিয়ন্ত্রণ। এবারের মিয়ানমারের রোহিঙ্গা ইস্যুতে সিলেটে আন্দোলনে বড় কোনো প্ল্যাটফরম তৈরি হয়নি। সেক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন শাহীনুর পাশা। নিজের অনুগামীদের নিয়ে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সিলেটে গঠন করেছিলেন 'হিউমিনিটি ফর রোহিঙ্গা' নামের সংগঠনটি। আর এই সংগঠনের ব্যানারে সিলেটে সংবাদ সম্মেলন করে ২১ ও ২২শে মার্চ সিলেট থেকে টেকনাফ অভিমুখে রোডমার্চের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি। প্রস্তুতিকালেই ব্যাপক সাড়া জাগায় শাহীনুর পাশার এই উদ্যোগ। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে গত বৃহস্পতিবার সিলেট থেকে গাড়ি বহর নিয়ে টেকনাফের উদ্দেশ্যে রোডমার্চ শুরু করেন শাহীনুর পাশা। কিন্তু রোডমার্চের বহরটি নগর থেকে ১০ কিলোমিটার যেতেই পথিমধ্যে রশিদপুরে পুলিশ আটকে দেয়। পুলিশের বাধার মুখে শাহীনুর পাশা গাড়ি বহর নিয়ে ফিরে আসেন সিলেটে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাকে নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠে। অনেকেই পাশার রোডমার্চ আয়োজন ও ফিরে আসা নিয়ে নানা মন্তব্য করেন। এমনকি তারা রোডমার্চের নামে পাশার বিরুদ্ধে অর্থ লুটপাটেরও অভিযোগ তুলেন। এসব বিষয়

নিয়ে গত তিনদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাকে নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। চলছে পালটাপালটি। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হচ্ছে রোডমার্চের নামে চাঁদা সংগ্রহ নিয়ে। তবে, পাশাও কম যাচ্ছেন না। তিনিও সামাজিক মাধ্যমে সোচ্চার। জবাব দিয়েছেন।

সাংবাদিক ইকবাল মাহমুদের ফেসবুকের স্ট্যাটাস নিয়ে বেশি ঝড় বইছে পাশার বিরুদ্ধে। ওই স্ট্যাটাসে ইকবাল মাহমুদ বলেছেন- কয়েক কিলোমিটারের মাথায় রশিদপুর যাওয়ার আগেই রোডমার্চ থামিয়ে দেয় পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, রোডমার্চের কোনো প্রশাসনিক অনুমোদন নেয়া হয়নি। ত্রাণ বিতরণের জন্য নেয়া হয়েছে অনুমোদন। এত গাড়ি, এত মানুষ; কিন্তু ত্রাণ কই? খোঁজা শুরু হলো। ৬৮টি গাড়ির মধ্যে ৬৭টিতেই শুধু মানুষ, একটি গাড়ির পেছন দিকে পাওয়া গেল অল্প কিছু ত্রাণের প্যাকেট। পুলিশ সেই গাড়িটি ছেড়ে দেয়। বাকি সবাইকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়।' স্ট্যাটাসে সাংবাদিক ইকবাল লিখেন- 'এই ৬৮টি গাড়ির ভাড়া কত হতে পারে? দুই লাখ ৩৮ হাজার টাকা। প্রচার-প্রচারণাসহ সব মিলিয়ে ধরুন আরও দুই লাখ টাকা খরচ। অর্থাৎ পাঁচ লাখের মধ্যেই মামলা খতম। এক কোটি থেকে পাঁচ লাখ বাদ দিলে কত বাকি থাকে? ৯৫ লাখ টাকা। এমন ইস্যু যদি বছরে দুয়েকবার আসে, তাহলে আগামী নির্বাচনের খরচ জোগাড় হয়ে যাবে অনায়াসেই।'

এই স্ট্যাটাসের পালটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন শাহীনুর পাশা চৌধুরী। তিনি বলেছেন- 'আমরা গাড়ি ভাড়া করবো, এরকম কথা কোথাও বা সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়নি। তাহলে ২শ' গাড়ির ভাড়া হিসাব করে এরকম কোটি টাকার স্বপ্ন জাতিকে যে গিলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।' তিনি বলেন- 'আমরা প্রশাসনের কাছে অনুমতির জন্য যে দরখাস্ত করেছি তাতে রোডমার্চের কথাই বলা হয়েছে, ত্রাণ সম্পর্কিত একটি শব্দও লিখা হয়নি। চ্যালেঞ্জ দিলাম, সাংবাদিক হিসেবে আপনি প্রমাণ করুন। ত্রাণের অযৌক্তিক কথা ম্যানশন করে বলেছেন- কোটি টাকা মানুষে দিয়েছে, আর এগুলোকে হজম করার জন্যই রোডমার্চের নাম নিয়ে টাকা আত্মসাৎ। আপনার বক্তব্য যে নির্জলা মিথ্যাচার, মিডিয়া লাইনের সবাই এ দুসপ্তাহ থেকে দেখছেন। কারণ রোডমার্চের বিরুদ্ধে যারা নিজস্ব মতামত দিয়েছেন, তারা বলেছিলেন- রোডমার্চে যে খরচ হবে, এই টাকাটা ত্রাণে দিলে উপকার হতো। আমরা যদি ত্রাণ দিতাম, তাহলে না চাঁদার বিষয়টি আসতো। শাহীনুর পাশা চৌধুরী আরো লিখেন, 'রোডমার্চের খরচ ৩ লাখ ১৪ হাজার ৭ টাকার উপরে কোনো ব্যক্তি যদি বলেন, এক টাকাও চাঁদা দিয়েছেন, অথবা প্রমাণ করতে পারেন, তাদের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়তে বাধ্য হলাম। ঘাটতি ৩৮ হাজার ২৪৬ টাকা আমার পকেট থেকে খরচ করেছি।'

মৌলভীবাজারে বাসায় ঢুকে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে কুপিয়ে জখম

সিলেট, ২৪ সেপ্টেম্বর : মৌলভীবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ও পৌর কাউন্সিলর স্বাগত কিশোর দাশ চৌধুরীর বাসায় ঢুকে তার ও তার পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বাগত কিশোরকে ভর্তি করা হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনায় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রেজাউল করিম সুমনসহ ১১ জনকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে।

পুলিশ ও স্বাগত কিশোর চৌধুরীর পারিবারিক সূত্র জানায় শুক্রবার সন্ধ্যারাত ৮টার দিকে একদল সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্র নিয়ে শহরের স্বাগত কিশোরের কাশিনাথ সড়কস্থ বাসায় প্রবেশ করে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে ও তার পরিবারের মহিলা সদস্যদের আহত করে। পরে আহতদের মৌলভীবাজার হাসপাতালে নেয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরীকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত অন্যরা হচ্ছেন- স্ত্রী জোনাকী দেব, ভাইয়ের স্ত্রী তন্বী সাহা ও ছোট ভাই সৌমিত্র কিশোর। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে গুরুতর আহত জেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ও পৌর কাউন্সিলর স্বাগত কিশোরের শরীরে শতাধিক সেলাই লেগেছে। তাঁর ছোট ভাই ফালগুনি দাশ গতকাল জানিয়েছেন তাঁর অবস্থা তেমন ভালো নয়। এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে মৌলভীবাজার জেলা যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল যৌথভাবে গতকাল সকাল ১১ টার দিকে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এ দিকে হামলার ঘটনায় স্বাগত কিশোর দাশ চৌধুরীর স্ত্রী জোনাকী দেব বাদী হয়ে মৌলভীবাজার মডেল থানায় জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রেজাউল করিম সুমনসহ ১১ জনকে আসামী করে গতকাল মামলা করেছেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে একদল সন্ত্রাসী স্বাগত কিশোর দাশের বাসায় প্রবেশ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তিনিসহ ৪ জনকে আহত করে পালিয়ে যায়। স্বাগত দাশ চৌধুরী মৌলভীবাজার পৌরসভার পরপর তিন বারের নির্বাচিত কাউন্সিলর।

মৌলভীবাজার জেলা যুবলীগের সভাপতি নাহিদ আহমদ জানিয়েছেন বিষয়টি স্পর্শকাতর। তবে এটি রাজনৈতিক কোনো বিষয় নয়। এটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়।

মামলার প্রধান আসামি যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রেজাউল করিম এ ব্যাপারে মুঠোফোনে বলেন ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনও নেই। মামলায় আমার নাম শুনে আমি হতাশ। মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুহেল আহমদ মিডিয়াকে জানিয়েছেন এই ঘটনায় স্বাগত কিশোর দাশ চৌধুরীর স্ত্রী জোনাকী দেব ১১জন কে আসামি করে মামলা করেছেন। এখনো এই মামলায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সিলেটে রোহিঙ্গা কিশোর আটক

সিলেট, ২৬ সেপ্টেম্বর : সিলেটে আটক রোহিঙ্গা কিশোর আব্দুল আমিনের ভাইকে মিয়ানমারে হত্যা করা হয়েছে। পালিয়ে এসে সিলেটে গ্রেপ্তারের পর আল আমিন পুলিশের কাছে এসব তথ্য জানিয়েছে। সে জানায়-ভাইকে হত্যার পর মা ও বাবাকে নিয়ে সে উখিয়া পালিয়ে আসে। এরপর সে তার তিন বন্ধুকে নিয়ে উখিয়া থেকে পালায়। পুলিশ জানিয়েছে- আব্দুল আমিনকে আটকের পর তাকে সিলেট থেকে টেকনাফ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

সোমবার বিকালে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানা পুলিশের একটি দল তাকে নিয়ে সিলেট থেকে রওয়ানা দিয়েছে। রোববার রাতে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানা পুলিশ লালাবাজার থেকে আব্দুল আমিনকে আটক করে। আটকের পর সে স্বীকার করে টেকনাফ থেকে কাজের সন্ধানে সে পালিয়ে এসেছে। ওই কিশোরের পরিবার মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রেলওয়ারি উপজেলার বুজিডং গ্রামের। আমিন সাংবাদিকদের জানায়- 'উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে তারা তিন কিশোর এক সঙ্গে পালিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় তিনদিন পূর্বে। এর মধ্যে দু'জন পুলিশের হাতে আটক হয়।' আর পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আব্দুল আমিন ঢাকা হয়ে চলে আসে সিলেটে। সিলেট সে চাকরির সন্ধানে এসেছে বলে জানায়। সিলেটে কোনো চাকরির ব্যবস্থা না হওয়ায় সে আবার চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য লালাবাজারে সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করছিল।

মাহিদুর রহমানের বিবৃতি

স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরীর উপর হামলা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে

মৌলভীবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ও পৌর কাউন্সিলর স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাহিদুর রহমান। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আওয়ামী বাকশালী সন্ত্রাসীরা হত্যার উদ্দেশ্যে যেভাবে স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছে তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে। তিনি বলেন, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারে অনুপস্থিততে দেশের প্রতিটি মানুষ আজ

নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছে। তিনি অবিলম্বে স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরীর উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তিনি গুরুতর আহত স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরীসহ পরিবারের অন্যদের সুস্থতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970
53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

মৌলভীবাজারে স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতার উপর হামলা

যুক্তরাজ্য বিএনপির নিন্দা ও প্রতিবাদ

মৌলভীবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ও পৌর কাউন্সিলর স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, অবৈধ সরকার বিরোধীদলের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেশে বাকশাল কায়েম করেছে এবং জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে টার্গেট করে প্রতিনিয়ত গুম-খুন ও অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে দেশকে নেতৃত্বশূন্য করছে। তাঁরা অবিলম্বে স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরীর উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তাঁরা আহত স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরীসহ পরিবারের অন্যদের সুস্থতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করলেন পালিয়ে আসা তরুণী

সুন্দরী স্কুলছাত্রীদের উঠিয়ে নিয়ে যৌনদাসী বানান কিম জুংউন

দেশ ডেস্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তর কোরিয়ার সুন্দরী স্কুলছাত্রীদের ধরে এনে গোপন ডেরায় যৌনদাসী করে রাখেন দেশটির নেতা কিম জুংউন। সেখানেই ওই কিশোরীদের ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে দাবি করেছেন দেশটি থেকে চলে যাওয়া এক তরুণী।

ইনডিপেনডেন্ট অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তর কোরিয়ার নেতার নানা অত্যাচার পর্যবেক্ষণ করে ভয়ে ওই দেশ ছেড়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে আশ্রয় নিয়েছেন ২৬ বছর বয়সী তরুণী হি ইয়ন লিম। পিয়ংইয়ংয়ে সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মেয়ে তিনি। ২০১৫ সালে তিনি উত্তর কোরিয়া ত্যাগ করেন। সম্প্রতি তিনি কিম জুংউনের এই গোপন কর্ম ফাঁস করে এমন তথ্য দিয়েছেন।

হি ইয়ন লিম দাবি করেন, 'পশ্চিমা গোয়েন্দাদের নজর ফাঁকি দিয়ে অনেক বিলাসবহুল গোপন ডেরা তৈরি করেছেন কিম। সেখানেই কিমের নির্দেশে স্কুলের ছাত্রীদের ধরে এনে যৌনদাসী করে রাখা হয়। নিজের যৌনদাসী হিসেবে স্কুলের সবচেয়ে সুন্দর ছাত্রীকে ধরে আনার নির্দেশ দেন তিনি। কিম মূলত সুন্দর পা দেখেই তাদের নির্বাচন করেন।'

হি ইয়ন আরও বলেন, তিনি যে স্কুলে পড়াশোনা করতেন, সেই স্কুল থেকেই অনেক মেয়েকে দেশটির নেতার নির্দেশে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা হতো কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই মেয়েদের কাজ হলো নেতাকে খাওয়ানো ও তাঁর শরীর মালিশ করা। যারা এতে আপত্তি জানাত, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

হি ইয়ন লিম বলেন, ১১ জন সংগীতশিল্পীকে

উড়োজাহাজ ধ্বংসকারী কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জুংউন। সে সময় এই দৃশ্য দেখতে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে বাধ্য করা হয়েছিল। নিহত সংগীতশিল্পীদের বিরুদ্ধে পিয়ংইয়ংয়ের মিলিটারি একাডেমিতে পর্নো ভিডিও তৈরির অভিযোগ করা হয়েছিল। দেশত্যাগী এই তরুণী বলেন, বিমানবিধ্বংসী কামানের মুখ থেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া লাশের ওপর দিয়ে তারা ট্যাংক চালিয়েছে। মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে প্রতিটি দেহ। অমানবিক ও নির্মম এই দৃশ্য দেখতে ওই ১০ হাজার মানুষের মধ্যে মিলিটারি একাডেমিতে এক বান্ধবীসহ তাঁকেও বাধ্য করা হয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন হি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, হি ইয়ন লিমের বাবা উই ইয়ন লিম উত্তর কোরিয়া সেনাবাহিনীর কর্নেল ছিলেন। ওই সময় একটি অনুষ্ঠানে কিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল হির। কিমের অনেক বর্বর ঘটনার সাক্ষী তিনি। ৫১ বছর বয়সে ২০১৫ সালে বাবার মৃত্যুর পর হি ও তাঁর পরিবার পালিয়ে চীনে চলে যান। সেখান থেকে গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

হি দাবি করেন, উত্তর কোরিয়ায় খুবই কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। তাই যেকোনো সত্য তথ্য প্রতিষ্ঠা করাটা সেখানে খুবই কঠিন ব্যাপার।

এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের নটিংহ্যাম ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির এশিয়া বিশেষজ্ঞ কলিন আলেসান্দর বলেন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ায় যৌনদাসী রাখার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আমি দেশটিতে গোপন ডেরা ও যৌনদাসী থাকার বিষয়ে অনেক কিছু পড়েছি।'

চলতি সপ্তাহে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) বলেছে, শিশু যৌন নির্যাতন বন্ধে জাতিসংঘের উত্তর কোরিয়াকে চাপ দেওয়া উচিত। ২০০৮ সাল থেকে এ ধরনের চারটি ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু অভিভাবক পুলিশ বা সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাতে চান না। কারণ তাঁদের ধারণা, পুলিশ বা সরকারি কর্মকর্তারা এসব ঘটনার সঠিক তদন্ত করবে না।

উত্তর কোরিয়ার নেতারা এ প্রসঙ্গে বলেন, তাঁদের দেশের নাগরিকের সঙ্গে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো 'অসম্ভব' ব্যাপার।

আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ায় উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এই অবস্থান নিয়েছে বলে জানিয়েছে চীন। উত্তর কোরিয়া থেকে আর বস্ত্র কিনবে না চীন। আন্তর্জাতিকভাবে কোণঠাসা এই দেশটিতে জ্বালানি তেল সরবরাহও সীমিত করে দেবে চীন। চীনের এই সিদ্ধান্তে সমর্থন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

বিবিসি অনলাইনের খবরে জানানো হয়, গত মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প বলেন, যদি যুক্তরাষ্ট্রকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তারা উত্তর কোরিয়াকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। এই বক্তব্যের জন্য ট্রাম্পকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে হুমকি দেন কিম।

পাকিস্তানের তালেবানকে সহায়তা করে 'র'!

দেশ ডেস্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর : তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সাথে সম্পর্কযুক্ত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র)। হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশিত এক লেখায় ভারতীয় বিশ্লেষক ভরত করনাড এ কথা স্বীকার করেন।

সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের জাতীয় নিরাপত্তা অধ্যয়নের অধ্যাপক ও 'কেন ভারত (এখনো) মহাশক্তি নয়' শীর্ষক বইয়ের লেখক ভরত করনাড হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশিত কলামে লিখেছেন, 'তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি)' সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে একটি সক্রিয় কার্ড সমর্পণ করা এবং টিটিপির মাধ্যমে ভারত যে আফগান তালেবান গোষ্ঠীগুলোতেও কিছুটা অনুপ্রবেশ করতে পারে সেটিও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এ ছাড়া তিনি বলেন, আফগানিস্তানের আব্দুল্লাহ-গণি সরকার ভারতের উপস্থিতি কামনা করে আর আব্দুর রশিদ দোস্তাম ও তার তাজিক প্রভাবিত 'নর্দার্ন এলায়েন্স'-এর সাথে ভারতের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তাতে ভারতের কোনো সহযোগিতা ছাড়া আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করা যাবে না।

২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) জেমস ম্যাটিসের ভারত সফরের কথা উল্লেখ করে করনাড লিখেছেন, মার্কিন কেন্দ্রীয় সেনা কমান্ডের সাবেক প্রধান হিসেবে তিনি জানেন, আফগানিস্তানের তালেবানকে তাদের হাতের মুঠোয় আনতে সামরিক অভিযানের জন্য পাকিস্তানের ঘাঁটি আবশ্যক। তবে ইসলামাবাদ জোর দিয়ে বলছে যে, আফগানিস্তানে ভারতের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হতে হবে আর দেশটি পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের জন্য টিটিপিকে ভারতের সহায়তা দানের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে।

ভারতের প্রতি অ্যামনেস্টি

রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন নয়, সহযোগিতা করুন

দেশ ডেস্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর : অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, ভারতের উচিত আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের না তাড়িয়ে তাদের সহযোগিতা করা। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী মজলুম রোহিঙ্গাদের বিতাড়নে নয়াদিল্লির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনসমর্থন আদায়ে একটি অনলাইন ক্যাম্পেইন শুরু করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যান্ড উইথ রোহিঙ্গা আর রিফিউজিস হ্যাশ চালু করে সোমবার অ্যামনেস্টি বলেছে, রোহিঙ্গাদের অবৈধ অভিবাসী ও নিরাপত্তা হুমকি বিবেচনা করে ভারত থেকে মিয়ানমারে তাড়িয়ে দেয়ার অর্থ হল তাদের ভয়াবহ বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা। গত সপ্তাহে ভারত সরকার জানায়, বেশ কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থীর সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ তাদের কাছে আছে। এ যুক্তিতে তারা ভারতে আশ্রয় নেয়া ৪০ হাজার রোহিঙ্গাকে দেশ থেকে বিতাড়নের পরিকল্পনা করছে।

ভারতের এ পরিকল্পনার বিরোধিতায় জনমত গড়তে প্রচারণাটি শুরু করেছে অ্যামনেস্টি। সংস্থাটির ভারতীয় শাখার প্রকল্প ব্যবস্থাপক আরিজিত সেন বলেন, ভারত নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার কারণেই শরণার্থীদের বিতাড়িত করতে পারে না। তারা সম্মানের সাথে বাঁচতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতের যদি কোনো নিরাপত্তা উদ্বেগ থাকে, তাদের বোঝা উচিত, সবাইকে এক দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়। এ লোকেরা মিয়ানমারে ফিরে গেলে বিপদে পড়বে, তাদের সহযোগিতা দরকার'।

ভারতের রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার বিষয়ে নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদী সরকারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের পক্ষ নিয়ে দায়ের করা একটি মামলার শুনানি চলছে দেশটির সুপ্রিম কোর্টে। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেতাদের কাছে আলজাজিরার পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেলই জার্মানির চ্যান্সেলর নির্বাচিত

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেলই জার্মানির চ্যান্সেলর নির্বাচিত হলেন। তবে তাঁর দল সিডিইউ/সিএসইউ প্রায় ৭০ বছরের মধ্যে নির্বাচনে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে।

বিবিসি অনলাইনের খবরে বলা হয়, ম্যার্কেলের দল ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জার্মান পার্লামেন্টে সবচেয়ে বড় দল হিসেবেই স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাঁর জোটের বর্তমান অংশীদার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এসপিডি ২০ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তবে আপাতত এই দলটি ম্যার্কেলের সঙ্গে না থেকে বিরোধী দলের আসনে বসার ঘোষণা দিয়েছে।

কট্টর ডানপন্থী, ইসলাম, শরণার্থী ও অভিবাসনবিরোধী অলটারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি) ১৩ দশমিক ১ শতাংশ আসন পেয়ে তাঁর তৃতীয় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া এফডিপি সাড়ে ১০ শতাংশ, গ্রিনস পার্টি ৮ দশমিক ৯ শতাংশ ও বাম দল ৮ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে।

টানা চতুর্থবার জয় পাওয়ার পর ম্যার্কেল সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর প্রত্যাশা ছিল দল আরও ফল করবে। এএফডি পার্টির উত্থান ঘটায় জনগণের ভয়, উদ্বেগের কথা তিনি শুনবেন বলে জানান। এদিকে নির্বাচনের এই ফলাফলের পর বিক্ষোভ হয়েছে। কট্টর ডানপন্থীরা ম্যার্কেলের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ করেন। ম্যার্কেলের শরণার্থী স্বাগত জানানোর নীতির কট্টর বিরোধী এই বিক্ষোভকারীরা

ব্যঙ্গ করে 'শরণার্থীদের স্বাগত জানানোর প্ল্যাকার্ডও বহন করেন।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন গতকাল রোববার সকাল আটটা থেকে শুরু হয় জার্মানির পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। সকালের দিকে ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভিড় কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভোটার উপস্থিত। ভোট চলে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত।

নির্বাচনের আগে সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছিল, ম্যার্কেলেই ক্ষমতায় আসছেন। তাঁর দলটি ৩৬ শতাংশ ভোট পেতে পারে। বুথফেরত জরিপও ম্যার্কেলের আবার ক্ষমতায় আসার আভাস দিয়েছিল। বার্লিন, মিউনিখ, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ডুসেলডর্ফ, কোলন, হ্যানোভার প্রভৃতি বড় শহরের ভোটকেন্দ্রগুলোতে বিপুলসংখ্যক ভোটার উপস্থিতি ছিল।

ম্যার্কেল তাঁর নিজ এলাকা মেকেলবুর্গ ফর পোমেন রাজ্যের রুগেন-গ্রাইফভা!ারের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন। অপর দিকে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের মার্টিন শুলজ ভোট দেন নিজ এলাকা নর্থরাইন ভেস্টারফেল রাজ্যের ভুরসলেনে। কট্টর ডানপন্থী, ইসলাম, শরণার্থী ও অভিবাসনবিরোধী অলটারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি) আগের চেয়ে ভালো করবে সেই আভাসও মিলেছিল।

জার্মান পার্লামেন্টে ৫৯৮ আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে সরাসরি নির্বাচন হয় আর বাকি ২৯৯ আসনে দলীয় ভোটপ্রাপ্তির শতাংশের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন দলের তৈরি করা প্রার্থীর তালিকা থেকে পার্লামেন্ট সদস্য হন।

আগ্নেয়গিরির উদগিরণের আশঙ্কা

বালি দ্বীপ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ৫০ হাজার মানুষ

দেশ ডেস্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর : ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে আগ্নেয়গিরির সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় এরই মধ্যে দ্বীপ ও এর আশপাশের এলাকা থেকে ৫০ হাজার লোককে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। মাউন্ট আগং আগ্নেয়গিরি এলাকায় যদি অগ্ন্যুৎপাত হয় তা হবে ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম।

ইন্দোনেশিয়ার রেড ক্রস (আইআরসি) বলেছে, বালির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগ্নেয়গিরিপ্রবণ ১২ কিলোমিটার এলাকা থেকে ওই সব লোক সরানো হয়েছে। সংস্থাটির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আপনারা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি এলাকায় অবস্থান করছেন।' সেই সাথে কয়েক শ' স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করার কথাও জানিয়েছে আইআরসি। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আগ্নেয়গিরি সতর্ক সেন্টার এক বিবৃতিতে বলেছে, পার্বত্য এলাকায় ভূতাত্ত্বিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং সম্ভবত এটি বিস্ফোরিত হতে পারে।

বালি দ্বীপ একটি জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার পর্যটকদের জন্য। দেশটির কনস্যুলেট অফিস তাদের নাগরিকদের জন্য বাইরের কাজকর্ম এবং বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে। বালির পর্যটক সংস্থা বলেছে, এখন দ্বীপের আশপাশে চলাচলকারী যানবাহনে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে লোকজনকে প্রস্তুতি হিসেবে পর্যাপ্ত মুখোশ রাখতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালে এক আগ্নেয়গিরির ফলে বালি দ্বীপে অন্তত দুই হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া দ্বীপের আশপাশের কয়েকটি গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়।

রোহিঙ্গা নারীদের ‘ধর্ষণের’ আলামত পেয়েছে জাতিসংঘ

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা লোকজনের মধ্যে অনেক নারী ধর্ষণ এবং অন্যান্য নানা ধরনের যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। জাতিসংঘের চিকিৎসক ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে প্রায় ৪ লাখ ২৯ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন। রোহিঙ্গাদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন চিকিৎসক দল থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছে রয়টার্স। এতে দেখা গেছে, যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে গণধর্ষণেরও শিকার হয়েছেন রোহিঙ্গা নারীরা। এসব যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে।

কক্সবাজারে আটজন স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকর্মীর সঙ্গে কথা বলেছে রয়টার্স। তাঁরা দাবি করেছেন, আগস্ট মাস থেকে ধর্ষণের শিকার মোট ২৫ জন নারীর চিকিৎসা করেছেন। ওই চিকিৎসকেরা বলছেন, নির্যাতনের শিকার নারীরা বলেছেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যরা এর জন্য দায়ী।

লেদায় জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) চালানো একটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সমন্বয়ক নিরন্ত কুমার বলেন, রোহিঙ্গা নারীদের ওপর ‘আগ্রাসী হামলা’ চালানো হয়েছে। রোগীদের পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলা হয়, অনেক নারীর ওপর ‘অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন’ চালানো হয়েছে।

মিয়ানমারের সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, সামরিক বাহিনীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো এসব প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। মিয়ানমার বলছে, নিজেদের নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য রাখাইন রাজ্যে অভিযান চালানো হচ্ছে।

গত ২৫ আগস্ট রাতে রাখাইনে কয়েকটি পুলিশ ফাঁড়ি ও তল্লাশিচৌকিতে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। ওই হামলার জেরে রাখাইন রাজ্যে নতুন করে সেনা অভিযান শুরু হয়। মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী নিরস্ত্র রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশুদের ওপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে বলে অভিযোগ ওঠে। জাতিসংঘের মানবাধিকার-সংক্রান্ত হাইকমিশনার জাইদ রা’দ আল-হুসেইন এ নিপীড়নকে ‘জাতিগত নির্মূলের এক আদর্শ উদাহরণ’ বলে অভিহিত করেছেন। আশ্রয়শিবিরে কাজ করা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা-আইওএমের চিকিৎসক তাসনুবা নওরিন বলেন, ‘আমরা নারীদের শরীরে জোরপূর্বক আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। এগুলো খুব অমানবিক আঘাত।’

মিয়ানমার : গণহত্যা না জাতিগত নিধন?

দেশ ডেস্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অভিযানকে কেউ বলছেন গণহত্যা, কেউবা বলছেন জাতিগত নিধন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নানা মত দিয়েছেন। গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের মধ্যে পার্থক্য আসলে কী? কেন এভাবে বলা হচ্ছে?

কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ মার্ক কারস্টেন বলেন, এই শব্দগুচ্ছ দুটি প্রায় অভিন্ন অর্থ বহন করে। কখনো কখনো যেসব কারণে গণহত্যা সংঘটিত হয়, একই কারণে জাতিগত নিধনও হয়ে থাকে। তিনি বলেন, গণহত্যা একটি নির্দিষ্ট দলকে ধ্বংস করার চেষ্টা। জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ কনভেনশন ১৯৫১ সালে কার্যকর হয়। সেখানে বলা হয়, জাতীয়তা, জাতিগত পরিচয়, বর্ণ ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে একটি গোষ্ঠীকে ‘পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার ইচ্ছায়’ সংঘটিত হত্যাই গণহত্যা। কারস্টেন সংশয় প্রকাশ করে বলেন, এসব কারণে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের হত্যাকে গণহত্যা হিসেবে প্রমাণ ও বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জাতিগত নিধন একটি বিশেষ অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অপসারণের চেয়ে ঢের বেশি। এ ধরনের নিধন সীমান্ত এলাকাগুলোতে বেশি হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তাদের অবাঞ্ছিত জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করে। তিনি বলেন, ‘জাতিগত নিধনের ফলে কোন গোষ্ঠীর পুরো জনসংখ্যা বা আংশিক নিশ্চিহ্ন হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনে জাতিগত নিধন অপরাধমূলক অভিযোগ নয়। ১৯৯০ সালে সাবেক যুগোস্লাভিয়া ভাঙার সময় এই শব্দগুচ্ছ প্রথম ব্যবহার হয়। সে সময় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জোরপূর্বক অপসারণসহ নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে জাতিগত নিধন প্রপঞ্চটি ব্যবহার করা হয়। ২০০৫ সালে

জাতিসংঘের বিশ্ব সম্মেলনে প্রথম বারের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার সঙ্গে জাতিগত নিধন শব্দগুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেখানে বলা হয়, নিজস্ব জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য এই চারটি অপরাধ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

তাহলে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ কী?

মিয়ানমার বলছে, তারা রোহিঙ্গা জঙ্গিদের দমনে ‘অপারেশন’ চালাচ্ছে। ২৫ আগস্ট ৩০টি পুলিশ পোস্টে রোহিঙ্গাদের সমন্বিত হামলার পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা গ্রামে পরিচালিত সেনা অভিযানকে ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন’ হিসেবে উল্লেখ করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের গণহত্যা করা হয়। পালায়নপর রোহিঙ্গাদের ওপর মর্টারের গোলা ছোড়া হয়। মেশিনগানের গুলি ছোড়া হয়। পুড়িয়ে ফেলা হয় তাদের বাড়িঘর। এ সম্পর্কে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিফেন র‍্যাপ এএফপিকে বলেন, ‘আমরা যাকে জাতিগত নিধন বলছি, তা আসলে মানবতাবিরোধী অপরাধ।’ এই হত্যাকে তিনি ‘বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত হামলা’ বলে উল্লেখ করেছেন।

বিলুপ্ত যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতে বলা হয়, কিছু হত্যার কারণে অন্য কেউ যদি কোনো অঞ্চল ত্যাগ করে, তবে তা গণহত্যা বলে বিবেচিত হবে না। শুধু ১৯৯৫ সালে স্রেব্রেনিকা ‘গণহত্যায়’ এটি দেখা যায়। সেখানে প্রায় আট হাজার বসনীয় পরিবারের বিচ্ছিন্ন মুসলিম পুরুষ ও ছেলেদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়।

রোহিঙ্গা হত্যায় কি কাউকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হবে?

মিয়ানমার রোম স্ট্যাচুতে স্বাক্ষর করেনি। যা হেগের একমাত্র স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের (আইসিসি) অনুমোদন দেয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ এশিয়ার সামান্য কয়েকটি দেশ এটিতে স্বাক্ষর করেছে।

আইসিসি কি এই অপরাধের বিচার করতে পারবে?

হেগ ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল জাস্টিসের ফেলো র‍্যাপ বলেন, এই অপরাধের কোনো অংশ যদি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সংঘটিত হয়, শুধু সে ক্ষেত্রেই এটি আইসিসিতে বিচার করা সম্ভব হবে। যদি মিয়ানমারের সেনারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে রোহিঙ্গাদের নির্যাতনে অংশ নেয়, শুধু সে ক্ষেত্রে সম্ভব। তবে বিশেষজ্ঞরা অন্য একটি বিকল্প রয়েছে বলে মনে করেন। তা হলো যদি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এ ঘটনাকে পশ্চিম সুদানের দারফুরে ঘটে যাওয়া ঘটনার মতো কোনো ঘটনা হিসেবে সুপারিশ করে, সেখানেও সম্ভাব্য বাধা রয়েছে। বিচার বিশেষজ্ঞ র‍্যাপ মনে করেন, এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলে চীন তার বিরোধিতা করতে পারে। বর্তমান মিয়ানমারে মার্কিন বিনিয়োগ রয়েছে। তাই আইসিসি এ ধরনের

ভারতে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর চেষ্টা সুপ্রিম কোর্টে রোহিঙ্গাদের পালটা জবাব

দেশ ডেস্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর : সরকারি বক্তব্যের বিরোধিতা করে ভারতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা ফের সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হলো। সর্বোচ্চ আদালতকে তারা জানাল, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম তো দূরের কথা, দেশের কোথাও কোনো রকম অসামাজিক কাজের সঙ্গে রোহিঙ্গারা যুক্ত নয়।

গত শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এক অতিরিক্ত হলফনামায় এই দাবি জানান দুই রোহিঙ্গা শরণার্থী মোহম্মদ সলিমুল্লাহ ও মোহম্মদ শাকির। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে ভারত সরকারের উদ্যোগের বিরোধিতা করে এই দুজন আগেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন। আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার গত সোমবার জানায়, রোহিঙ্গারা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক। তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই, সন্ত্রাসী সংগঠন জয়শ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তাইয়েবার যোগসাজশ রয়েছে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই তাদের ফেরত পাঠানো হবে। এই যুক্তির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংও বলেছেন, রোহিঙ্গারা কেউ শরণার্থী নয়। তাঁরা সবাই অনুপ্রবেশকারী। বেআইনিভাবে তারা ভারতে চলে এসেছে। তাই তাদের ফেরত যেতেই হবে।

দুই রোহিঙ্গা শরণার্থী এই সরকারি অভিমতেরই বিরোধিতা করেছেন। অতিরিক্ত হলফনামা দাখিল করে তাঁরা যা বলেছেন, তার সমর্থনে তাঁরা সরকারের এক রিপোর্টকেই হাতিয়ার করেছেন।

মহম্মদ সালিমুল্লাহ ও মহম্মদ শাকির অতিরিক্ত হলফনামায় বলেছেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক আখ্যা দেওয়া হলেও সরকার তার সমর্থনে একটিও প্রমাণ দেখায়নি। তাঁরা বলেন, এই বছর জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন, রোহিঙ্গাদের কেউ জঙ্গিবাদ বা ওই ধরনের কোনো অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত, সরকারের কাছে তেমন কোনো প্রমাণ নেই। বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসার অপরাধে মোট ৩৮ জন রোহিঙ্গার বিরুদ্ধে ১৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আবেদনে তাঁরা বলেছেন, সব রোহিঙ্গার সঙ্গে সন্ত্রাসী যোগসাজশ রয়েছে, এমন দাবি সরকার করতে পারে না। কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে ২০১১-১২ থেকে চলে আসা সব রোহিঙ্গাকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা অন্যায়।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাবিরোধী প্রচারণার হাতিয়ার কার্টুন

দেশ ডেস্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর : রোহিঙ্গা নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে নিন্দা জানানো হলেও মিয়ানমারের ভেতরে রোহিঙ্গাদের নিয়ে অন্যরকম মনোভাব দেখা গেছে। রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে মিয়ানমারের ভেতরের লোকজনের মনোভাব পুরোপুরি তার বিপরীত। মিয়ানমারের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যেসব কার্টুনিস্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তারা এখন রোহিঙ্গাদের লক্ষ্য করে নানা ধরনের বিদ্রূপাত্মক কার্টুন আঁকছেন।

এর মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি প্রচার হয়েছে ‘কুমিরের কান্না’ নামের একটি কার্টুন। ওই কার্টুনটিতে দেখা গেছে, আহত কিছু প্রাণীর মধ্য থেকে একদল কুমিরের ছানা সাঁতার কেটে পশ্চিমা ক্যামেরাম্যানের কাছে গেছে। সেখানে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে একটি কুমির বলছে, ‘আমি মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।’ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের প্রতি ইঙ্গিত করেই এই কার্টুন আঁকা হয়েছে।

‘রাম রহিমের আমার প্রতি কুদৃষ্টি ছিল’

দেশ ডেস্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর : দুই অনুসারীকে ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ভারতের কথিত ধর্মগুরু গুরমিত রাম রহিম সিংয়ের কুদৃষ্টি ছিল বলিউডের আলোচিত ও সমালোচিত আইটেম গার্ল রাখি সাওয়ান্তের দিকে। হরিয়ানায় সিরসার ডেরার ভেতর ব্যক্তিগত গুহায় (গুফা) নেশাজাতীয় পানীয় দিয়ে তাঁকে রাম রহিম অচেতন করেছিলেন বলে দাবি করেছেন রাখি।

আজ রোববার জি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, রাম রহিম সিংয়ের বায়োপিকে পালিত কন্যা হানিপ্রীত ইনসানের চরিত্রে অভিনয় করছেন রাখি সাওয়ান্ত। এই বায়োপিক সম্পর্কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাখি এই দাবি করেন।

রাম রহিমের বায়োপিকে অভিনয় প্রসঙ্গে রাখি বলেন, ‘ওই দুজনের (রাম রহিম ও হানিপ্রীত) মুখোশ উন্মোচনের জন্য আমিই সেরা ব্যক্তি।’

রাখি বলেন, ‘সাড়ে তিন বছর ধরে আমি রাম রহিম ও তাঁর পালিত কন্যা হানিপ্রীতকে জানি। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার দেখাও হয়েছে। একবার আমি ডেরার ভেতর রাম রহিমের গুহায় (গুফা) গিয়েছিলাম। রাম রহিম তাঁর জন্মদিনে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি সেখানে বুঝতে পেরেছিলাম, রাম রহিমের সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হানি ভালোভাবে দেখেননি। তাঁর ভয় ছিল, আমি হয়তো তাঁর প্রেমিককে বিয়ে করে ফেলব। সে সময় রাম রহিমের নারী অনুসারীদের নির্যাতন ও পুরুষ অনুসারীদের খোজা করার বিষয়টি জানা ছিল না। তবে তিনি সব সময় নারীবেষ্টিত থাকতেন।’

আপনি কেন রাম রহিম ও হানিপ্রীতকে নিয়ে সিনেমা করার পরিকল্পনা করলেন–এই প্রশ্নের জবাবে রাখি বলেন, ‘মুম্বাইতে একবার রাম রহিমের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সে সময় তিনি আমার কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন। তিনি আমাকে রাজ্যসভা নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।’

কমপ্লিট স্যুট

মো. সাখাওয়াত হোসেন

সব কর্মচারীকে বস রুমে ডেকেছে। আমাদের পিয়ন এই খবর দেওয়ার পর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটি স্রোত বয়ে গেল। অফিসে শেষ কে কী ভুল করেছে, মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। আমার মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে আমি টয়লেট টিস্যু কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করিনি।

সবাই লাইন ধরে দাঁড়ালাম। আমরা ১০ জন। আমাদের বস পেটমোটা, কুতকুতে চোখের সবচেয়ে খুঁতখুঁতে ব্যক্তি সবার আগাগোড়া দেখল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আমার মেয়ে নায়লাকে তো চেনো সবাই।'

আমরা মাথা নাড়লাম। অফিসের সর্বশেষ পার্টিতে নায়লা এসেছিল। ঝকঝকে লাল ড্রেস পরা তকতকে নায়লা। 'এই রকম একটা মানুষ থেকে এ রকম একটি মেয়ে ক্যামনে হইল কে জানে?' অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সুকান্ত বাবু বলেছিল ফিসফিস করে।

'নায়লার বিয়ে আগামী সপ্তাহে!' স্যারের কথায় বাস্তবে ফিরে এলাম আমরা। গোপনে ছয়টি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ১০ জনের মধ্যে আমরা ছয়জন অবিবাহিত।

'সবার দাওয়াত। আশা করি, অফিসে যেভাবে আসো সেভাবে আসবে না আমার মেয়ের বিয়েতে। সবার গায়ে যেন স্যুট থাকে। ক্লিন শেভড।'

যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের স্যুট আছে। বিয়ের সময় পেয়েছিল। অবিবাহিতরা বিপদে পড়ে গেলাম। আমাদের কারো স্যুট নেই।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার সময় স্যুট সেলাই করতে দিলাম। ভাগ্যিস মাসের প্রথম দিক। হাতে টাকা-পয়সা আছে। কালো রাজকীয় রেমন্ডের স্যুটটা যেদিন হাতে পেলাম, নিজেকে শহরের অভিজাত পরিবারের একজন মনে হলো। যেদিন স্যারের মেয়ের বিয়ে, সেদিন বিকেলে স্যুটটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই আমার ভাইয়ের ছেলে তার টমেটো ফাইট খেলার সঙ্গী বানিয়ে ফেলল আমাকে। লাল পাকা টসটসে একটা টমেটো ছুড়ে দিল। টমেটো আমার ঘাড়ে লেগে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। কালো রাজকীয় রেমন্ডের স্যুটটা নিমেষে অদ্ভুত চেহারা ধারণ করল।

আমি বসে পড়লাম বিছানায়। স্যারের মেয়ের বিয়েতে না যাওয়ার একটা কারণ দেখানো যায়। সেটা হলো–'স্যার, আমি একটু আগে মারা গেছি বলে আপনার মেয়ের বিয়েতে আসতে পারছি না।'

একটু পরেই লাফিয়ে উঠলাম। এখনো টাইম আছে। শহরের সবচেয়ে ভালো লন্ড্রি 'ফ্রেশ লুকে' গিয়ে হাজির হলাম। লোকটার হাতে স্যুটটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আজকে সন্ধ্যায় দিতে হবে।'

লোকটা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'তিন দিন পর বিকেলে এসে নিয়ে যাবেন।'

'আজকে সন্ধ্যায়। নইলে মারা যাব ভাই।'

লোকটি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তারপর বলল, 'সন্ধ্যা ৭টায়। ২০০ টাকা অতিরিক্ত চার্জ।'

আমি বাসায় গিয়ে ফ্রিজে যত টমেটো আছে সব ফেলে দিলাম। ভাইয়ের ছেলে মারুফকে বললাম, 'আমার রুমে তোকে যদি আর দেখি...টমেটো থেরাপি শুরু করব।'

'টমেটো থেরাপি মানে চাচ্চু?'

আমি কথা বাড়ালাম না।

ঠিক ৬.৫৯ মিনিটে হাজির হলাম লন্ড্রিতে। লন্ড্রির লোকটা আমার দিকে কিভাবে যেন তাকিয়ে থাকল।

'আমার স্যুটটা?'

'ইয়ে মানে কত দাম পড়েছিল ওটার?'

'কেন?'

'একটা ঝামেলা হয়েছে। তাড়াহুড়ো করার কারণেই হয়েছে। আপনারও দোষ আছে। তাড়াহুড়োর ফল তো কখনো ভালো হয় না।'

'সরাসরি বলেন, কী সমস্যা?' ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল আমার। বাঁধ ভেঙে হু হু করে পানি ঢুকতে লাগল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম–কোনো মেয়রই কিছু করতে পারল না।

'আসলে আয়রন করতে গিয়ে কিছু অংশ পুড়ে গেছে। নিয়ম অনুযায়ী আমরা ৬০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ দেব।'

আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কোথায় কবর দেওয়া যায় নিজেকে ভাবতে লাগলাম। ডালিম গাছের নিচে? এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে...

'দাদি নাকি দাদা?' লোকটাকে প্রশ্ন করলাম।

'মানে?' অবাক সে।

আমি ধপ করে বসে পড়লাম। আমার অবস্থা দেখে লোকটার মায়া হলো। বললো, 'আজকেই আপনার প্রগ্রাম?'

আমি সায় দিলাম।

'আচ্ছা, আসেন আমার সঙ্গে'- বলে তাদের স্যুট যেখানে থাকে, ওইখানে আমাকে নিয়ে গেল। তিনটি স্যুট ঝুলছে। সবার সামনে কালো একটা স্যুট। রাজকীয় রেমন্ডের স্যুট। লাল টমেটো খাওয়া আর আয়রনে পোড়া সেই কপালপোড়া স্যুটটা। এরপর একটা হলুদ কালারের স্যুট। এরপর একটা নীল কালারের।

'এই হলুদ স্যুটটা নিয়ে যান। এটার ডেলিভারি দেরি আছে।'

'পাগল নাকি? হলুদ স্যুট পরব? নীলটা দিন।'

'কিন্তু এটার ডেলিভারি তো আজকে। যদিও নিতে আসেনি এখনো। আচ্ছা, নিয়ে যান।'

নীল স্যুটটা পরে দেখলাম। বেশ ভালো কাপড়। আরমানি ব্র্যান্ডের। একটু ঢিলে হয়েছে যদিও।

অবশেষে পৌঁছলাম নায়লার বিয়েতে। পরির মতো লাগছে ওকে। সবাই আমার স্যুটের খুব প্রশংসা করল। বসকে দেখলাম না কোথাও। কোথাও ব্যস্ত মনে হয়। একমাত্র মেয়ের বিয়ে।

একটু পর রাজন কানের কাছে এসে বলল, 'বসকে দেখেছেন?'

'না তো।'

'হলুদ একটা স্যুট পরেছে ছাগলাটা।' বলেই হাসতে লাগল।

আমি খুঁজতেই বসকে পেয়ে গেলাম। আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন তিনি। টাইয়ের নটটা ঠিক করে হাজির হলাম। কী অদ্ভুত লাগছে লোকটাকে। টয়লেটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

'নাইস স্যুট।'

'থ্যাঙ্কু, স্যার।'

'আরমানি ব্র্যান্ডের না?'

'জি, স্যার।' একটু অবাক হলাম।

'এই হলুদ স্যুটটা চিনেছ?'

আমি ভালো করে দেখতেই বুঝলাম, আরে এটা তো ওই লন্ড্রির স্যুটটাই। যেটা আমাকে অফার করা হয়েছিল।

আমি স্যারের দিকে তাকালাম। স্যার আমার দিকে। আমার স্যুট স্যারের স্যুটের দিকে, স্যারের স্যুট আমার স্যুটের দিকে।

'ওয়াশরুমে চলো বোকা পাঁঠা। আর আমার স্যুট খুলে আমাকে দাও। আমি সব শুনেছি লন্ড্রি থেকে।'

ওয়াশরুমে স্যুট চেইঞ্জ করে স্যার বলল, 'কাল থেকে আর তোমাকে অফিসে আসতে হবে না। জরমযঃ হড়ুঁ ধৎব ঃযব সড়ংঃ ভরৎবফ সধহ রহ ঃযবঁ হরাবৎংব!

হলুদ স্যুট পরে আয়নার দিকে তাকিয়ে কবিতার লাইনটা আবার মাথায় এলো, 'এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে...'

'আসলেই কোনটা? দাদা নাকি দাদি?'

বৃষ্টি যখন নামে...

বৃষ্টি রোজই আসে বর্ষায়। ঘর-দোর ভিজিয়ে দেয়। মাঠ-ঘাট একাকার পানিতে। আমরা সেই পানিতে ফুটবল খেলি। ছাতা নিয়ে স্কুলে যাই। আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলও বেশ কাছে। হেঁটেই যাওয়া যায়।

একদিন স্কুলে গিয়ে শুনলাম, আজ ক্লাস হবে না। একটু মন খারাপ হলেও ফের বাড়ির পথ ধরলাম। পথে বন্ধুরা বললো, 'চল, ফুটবল খেলি।' আমার খেলতে ইচ্ছা করলেও খেলিনি। কারণ আম্মু বকা দিতে পারে। তাই ওদের বুঝিয়ে বাড়ি গেলাম। একটু পর আম্মুও চলে এলো। তার স্কুলও ছুটি দিয়ে দিয়েছে। যাক, আম্মুকে আজ বাড়ি পাওয়া গেলো। আম্মু আমাকে বলে, 'আজ কী খাবিরে সিফু?' আমি চোখ বন্ধ করে বলে দিলাম বিরিয়ানি।

বৃষ্টির দিনে আম্মুর হাতের বিরিয়ানি খুব মজা হবে। আম্মু রান্নায় মন দিলেন। আমিও আম্মুকে টুকটাক কাজে সহযোগিতা করলাম।

আম্মু রান্না করছেন। এর ভেতর খুব জোরে বৃষ্টি নামলো। আমি বারান্দায় গিয়ে দেখি, একটা বাচ্চা মেয়ে কাঁপছে। ওমা, ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো আমার! চিৎকার দিতে গিয়েও থমকে গেলাম। কারণ মেয়েটা কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। আমি তার কাছে গেলাম। সে কথা বলে না। চোখ বড় করে চেয়েই আছে। তারপর একটা তোয়ালে এনে গায়ের পানি মোছে আম্মুর একটা ওড়না পরিয়ে দিলাম। শাড়ির মতো করে। আমার রুমে নিয়ে এলাম। তাকে বিরিয়ানি খাওয়ালাম।

খেয়ে দেয়ে কই যে হারালো, আর তাকে পাওয়া গেলো না। আম্মুকে বললাম। আম্মু শুধু হাসে। হয়তো বিশ্বাস করেনি। কয়েক দিন পর বাচ্চাটা আবার আসে। আমি তাকে নাম জিজ্ঞেস করতেই সে বলে, 'আমার নাম বৃষ্টি। আমি পরীর মেয়ে।' তারপর আবার উধাও!

আমি এখন প্রায়ই বৃষ্টির জন্য বারান্দায় বসে থাকি। ছোট্ট পরীর বাচ্চাটার জন্য!

কোরিয়ান উপকথা

ড্রাগন রাজা চালাক খরগোশ

সাগরের তলদেশে ছিলো সে এক রাজ্য। ড্রাগন থাকতো সেখানে। ছিলো তাদের এক রাজা। সেই রাজার একবার হলো খুব অসুখ। অসুখ সারাতে ডাকা হলো খরগোশকে। কেন? জানতে হলো পড়ো তো এই উপকথা। এটি বাংলায় হাজির করেছেন দীপান্বিতা ইতি। আর ছবি এঁকেছেন আতিক মুন্সি অনেক অনেক দিন আগের কথা, কোরিয়ার পুবদিকের সাগরে, উপদ্বীপ ছাড়িয়ে অনেক অনেক গভীরে ছিলো এক রাজপ্রাসাদ। ড্রাগন রাজা বাস করতেন সেখানে। ড্রাগন রাজ্যে হীরা, মণি, টাকা, খাদ্য, বিনোদনথ কোনোকিছুর কমতি ছিলো না। তবু কোনো ড্রাগনের মনেই শান্তি ছিলো না। থাকবে কী করে, ড্রাগন রাজা অজানা এক রোগে শয্যাশায়ী। রাজার অসুখে কোনো প্রজার মন ভালো থাকে?

ডাক্তার, কবিরাজ, ওষুধ, পথ্যথ সবকিছু বিফলে। ড্রাগন রাজা কোনোভাবেই সুস্থ হচ্ছেন না। একদিন ড্রাগন রাজ্যের সবচেয়ে বয়স্ক, অভিজ্ঞ আর বিচক্ষণ চিকিৎসক এলেন শেষ চেষ্টা করে দেখতে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চোখ বুজে বললেন, 'ওষুধ সংগ্রহ করা বড় কঠিন কাজ, তবে একটা ওষুধ খেতে পারলেই ড্রাগন রাজা সুস্থ হয়ে উঠবেন। এ রোগের একমাত্র ওষুধথ খরগোশের হৃৎপিণ্ড।'

খরগোশের হৃৎপিণ্ড! কিন্তু খরগোশ তো সাগরে বাস করে না। খরগোশ থাকে ডাঙ্গায়। তাহলে কী হবে?

অনেক ভেবে-চিন্তে কচ্ছপকে পাঠানো হলো খরগোশের হৃৎপিণ্ড আনতে। কিন্তু খরগোশ কী জিনিস, তা জানে না কচ্ছপ। তাই খরগোশের একটা ছবি নিয়ে ডাঙ্গায় এলো সে।

সাগরের তীরে ঘাসের আড়াল থেকে এক অদ্ভুত প্রাণী হঠাৎ কচ্ছপের সামনে এসে দাঁড়ায়। সামনের দুটি পা ছোট, পিছনের পা দুটো কিছুটা বড়, লাল লাল চোখ, বড় বড় কান, গায়ে কি মসৃণ লোমথ এমন প্রাণী তো সাগরে নেই! তবে একদম কচ্ছপের হাতের ছবির মতো দেখতে। কচ্ছপ এগিয়ে গিয়ে বলে, 'আমি কচ্ছপ। আপনি কি খরগোশ?'

খরগোশ খুশিমনে ঘাস চিবোতে চিবোতে বলে, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি হঠাৎ ডাঙায় কেন?'

কচ্ছপ ভেবে দেখলো, সত্যি কথা বললে খরগোশকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই বুদ্ধি করে উত্তর দিলো, 'আমি ড্রাগন রাজার দূত হিসেবে খরগোশকে রাজার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। এই যে দেখুন, আপনার ছবি নিয়ে এসেছি। রাজা বলেছেন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।'

নিমন্ত্রণ শুনে খুশিতে আটখানা খরগোশ। ড্রাগন রাজার নিমন্ত্রণে প্রাসাদে যেতে তক্ষুনি প্রস্তুত। কচ্ছপ তখন খরগোশকে পিঠে নিয়ে যাত্রা শুরু করে সাগরে। পানি কেটে কেটে এগিয়ে যেতে থাকে ড্রাগন রাজার প্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদে এসে মুগ্ধ খরগোশ। কী সুন্দর এই ড্রাগন রাজ্য! কত্তো সুন্দর এই ড্রাগন রাজার প্রাসাদ! সবাই তাকে অবাক হয়ে দেখছে। দেখবে না? ড্রাগন রাজার নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি বলে কথা!

রাজার সামনে গিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো খরগোশ, 'আপনার নিমন্ত্রণে সম্মানিত বোধ করছি, হে মহামান্য ড্রাগন রাজা।'

রাজা ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমি অজানা এক রোগে ভুগছি। চিকিৎসক বলেছেন, খরগোশের হৃৎপিণ্ড না হলে আমি বাঁচবো না। তুমি তোমার হৃৎপিণ্ড আমায় দিয়ে দাও। বিনিময়ে তুমি যা চাইবে, তাই পাবে। দেখছো তো, ড্রাগন রাজ্যে কোনোকিছুর অভাব নেই।'

এমন আবদার শুনে খরগোশের মেরুদণ্ড দিয়ে শির শির করে ভয়ের স্রোত বয়ে গেল। বিনিময়! নিজের প্রাণের বিনিময়ে কেউ কিছু চাইতে পারে? চালাক খরগোশ ভাবলো, বুদ্ধি করে না পালালে এখানেই প্রাণটা চলে যাবে। আবারও রাজাকে কুর্নিশ করে বিনয়ে বিগলিত কণ্ঠে খরগোশ বললো, 'এমন সৌভাগ্য আমার কপালে লেখা ছিল! মহামান্য ড্রাগন রাজার সুস্থতায় আমার হৃৎপিণ্ড কাজে লাগবে, এরচেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে? কিন্তু আপনার দূত কচ্ছপের কারণে আমি যে একটা ভুল করে ফেলেছি। কচ্ছপ আমার হৃৎপিণ্ডের দরকারের কথা আমাকে বলেনি। তাই আসার আগে ঘাসবনের পাথরের উপর আমি আমার হৃৎপিণ্ড রোদে শুকাতে দিয়ে এসেছি। যদি অনুমতি দিন, আমি এক্ষুনি গিয়ে সেটা নিয়ে আসছি।'

কচ্ছপের এতো বড় ভুল! কিন্তু তাকেই আবার খরগোশকে পিঠে তুলে ডাঙ্গায় নিয়ে যেতে হবে। তবে শাস্তিস্বরূপ এবার তার মুখ বেঁধে দেওয়া হলো।

কচ্ছপের পিঠে চড়ে খরগোশ ডাঙ্গায় রওনা দিলো হৃৎপিণ্ড আনতে। সঙ্গে নিলো ড্রাগন রাজার উপহারথ রাশি রাশি হীরা-জহরৎ।

ডাঙ্গায় এসেই মুখ ভেংচে খরগোশ বললো, 'মামাবাড়ির আবদার! হৃৎপিণ্ড চাই! বললেই হলো? আরে বোকা রাজা, হৃৎপিণ্ড ছাড়া কোনো প্রাণী বাঁচে?'

এই বলে এক দৌড়ে ঘাসবনে হারিয়ে গেলো খরগোশ। বেচারা কচ্ছপ আর কী বলবে? তার যে মুখ বাঁধা। সেই থেকে কোনো কচ্ছপ কথা বলে না। আর খরগোশ? ভুলেও সাগরের তীরে যায় না, যদি ড্রাগন রাজার সৈন্যসামন্ত তাকে ধরে নিয়ে যায়!

সেলাই মেশিনে সাফল্যের বুনন

কামরান পারভেজ, ময়মনসিংহ

২০০৩ সালের কথা। স্বামী মাত্র ১ হাজার ২০০ টাকা বেতনের চাকরি করেন। সংসারের আয় বাড়াতে হবে। এমন তাড়না থেকে ওই বছরই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে সেলাই প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণে প্রথম স্থান অর্জন

করে পান একটি সেলাই মেশিন। পারবেন, নাকি পারবেন না, এমন উৎকণ্ঠা আর শঙ্কা নিয়ে একটি সেলাই মেশিন নিয়েই শুরু করেন কাজ। ক্রমেই বাড়তে থাকে কাজের ব্যাপ্তি। ১৩ বছর পর এখন সফল নারী উদ্যোক্তা তিনি। তাঁর নাম আইনুন্নাহার। দীর্ঘ ১৩ বছরে অর্জনের ঝুলিতে জমা হয়েছে বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা। গত বছরের ১ নভেম্বর নারী কোটায় পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন সফল ও অনুকরণীয় নারী উদ্যোক্তা হিসেবে।

আইনুন্নাহারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০০৩ সালে ময়মনসিংহ শহরের একটা ভাড়া বাড়িতে যখন সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন, তখন পরিবার, স্বজন ও প্রতিবেশীদের পোশাক তৈরি করে দিতেন। উপার্জন কেমন হবে, তা নিয়ে ছিল না কোনো চাহিদা। চিন্তা ছিল একটাই–সফল হতেই হবে। কাজের শেষে গ্রাহকেরা যা দিতেন, তাতেই সন্তুষ্ট হতেন। কাজের গুণে দ্রুতই নিজের ও আশপাশের পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে আইনুন্নাহারের কাজের কথা। ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন এলাকার নারীরা নিজের পোশাক বানাতে তাঁর কাছে আসতে শুরু করেন। বাড়তে থাকে কাজের ফরমাশ ও ব্যাপ্তি।

নিজের প্রতিষ্ঠানে আইনুন্নাহারবছর ঘুরতে না ঘুরতেই একা কাজ করে কুলাতে পারছিলেন না। আইনুন্নাহার কর্মী নিয়োগ না নিয়ে ২০ জন নারীকে নিজের বাড়িতেই প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। তিন মাসের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ শেষে পাঁচজনকে নিয়োগ দেন নিজের উদ্যোগে। ওই পাঁচজনকে নিয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পোশাক তৈরি শুরু হয়। ক্রমে বাড়তে থাকে কাজের পরিধি। নারী ও শিশুদের জন্য পোশাক তৈরি করে প্রথমে ময়মনসিংহের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতে শুরু করেন। এর মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাক তৈরির কাজ পেয়ে যান। বেড়ে যায় তাঁর কাজ ও কর্মীর সংখ্যাও।

ময়মনসিংহের আসপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক আবদুর রশিদ একদিন আইনুন্নাহারের কাজ দেখে মুগ্ধ হন। সেটা ২০০৯ সাল। আসপাড়া থেকে আইনুন্নাহার ঋণ নেন ৫০ হাজার টাকা। ওই সময় তিনি মন দেন দক্ষ কর্মী তৈরিতে। আয়োজন করেন প্রশিক্ষণের। প্রতিবছর চলতে থাকে চারটি করে ব্যাচের প্রশিক্ষণ। প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে নারী বিনা মূল্যে সেলাই ও বুটিকের কাজের প্রশিক্ষণ নেন।

২০১৩ সালে নারী উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধন নিয়ে আইনুন্নাহার প্রতিষ্ঠা করেন তৃণমূল নারী উন্নয়ন সমিতি। বর্তমানে এই সমিতির মাধ্যমে নিয়মিত চলে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিবছর বের হয়ে আসছেন দক্ষ কর্মী। তাঁদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়েছেন।

আইনুন্নাহারের রয়েছে তৃণমূল কারুপণ্য নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে তৈরি হয় ব্লকপ্রিন্ট ও বুটিকের পোশাক। দেড় বছর ধরে নিজের প্রতিষ্ঠানে তৈরি করছেন পাটের ব্যাগ ও অফিস ফাইল। ঢাকার রাপা প্লাজায় জয়িতাতেও ছিল তাঁর পোশাক বিক্রির জায়গা। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহ শহরের ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চালু করেছেন তৃণমূল কারুপণ্য দোকান।

দেশের বিভিন্ন মেলায় উদ্যোক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। দেশের বাইরে ভারতে দুবার, নেপালে একবার মেলায় স্টল নিয়েছে আইনুন্নাহারের তৃণমূল কারুপণ্য। সম্প্রতি চীনের একটি মেলায় অংশ নেয় এই প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আইনুন্নাহারের অধীনে কাজ করছেন ১৬০ জন নারী ও পুরুষ।

আইনুন্নাহার বলেন, 'এখনো পর্যন্ত আমার কাজের সেরা স্বীকৃতি ২০১৬ সালের ১ নভেম্বর নারী জাতীয় যুব পুরস্কার পাওয়া। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পদক নেওয়া আমার জীবনে স্মরণীয় এক ঘটনা।' কাজের ব্যাপারে স্বামী খোন্দকার ফারুক আহমেদের কাছ থেকে সব সময় সহযোগিতা পেয়েছেন। বললেন, 'কাজের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অকৃত্রিম বন্ধু ও সহযোগীর ভূমিকায় থেকেছেন আমার স্বামী। তাঁর সহযোগিতা না পেলে এত দূর আসতে পারতাম কি না, সন্দেহ।'

২০১০ সালে সফল উদ্যোক্তা হিসেবেও আইনুন্নাহার পুরস্কার পেয়েছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে। ২০১৩ সালে ময়মনসিংহ সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলা ও ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে 'জয়িতা' পুরস্কার ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি পেয়েছেন বেশ কিছু পুরস্কারের স্বীকৃতি। নারীদের দক্ষ কর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নারী উন্নয়ন ফোরাম। বর্তমানে এটির নিবন্ধন-প্রক্রিয়া চলছে।

আইনুন্নাহার বলেন, 'পড়াশোনা শেষে ইচ্ছা ছিল চাকরি না করে নিজে কিছু করব। পাশাপাশি আমাদের সমাজের নারীদের কর্মী হিসেবে স্বাবলম্বী করা যায়, এমন ভাবনা ছিল। সেই ভাবনা নিয়ে আস্তে আস্তে আমি এগিয়েছি। প্রয়োজনই মানুষকে অনেক কিছু করতে সাহসী করে।' সেই সাহস থেকেই আজ একজন সফল উদ্যোক্তা আইনুন্নাহার।

সফলদের স্বপ্নগাথা

আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?

'স্টার্ট আপ' শব্দটা তখন এ দেশে পরিচিত ছিল না। ছিল না উদ্যোক্তা হওয়ার এত আহ্বান, প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা। তবু কাজী নজরুল ইসলাম এত বছর আগে ঠিকই বুঝেছিলেন, পরের অধীনে চাকরি না করে নিজের অধীন হওয়া জরুরি। আসছে ১১ জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী। পড়ুন তাঁর কিছু কথামালা।

প্রবন্ধটি নজরুল-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'যুগবাণী' থেকে নেওয়াএ-প্রশ্নের সর্বপ্রথম উত্তর, আমরা চাকুরীজীবী। মানুষ প্রথম জন্মে তাহার প্রকৃতিদত্ত চঞ্চলতা, স্বাধীনতা ও পবিত্র সরলতা লইয়া। সে চঞ্চলতা চির-মুক্ত, সে-স্বাধীনতা অবাধ-গতি, সে-সরলতা উন্মুক্ত উদার। মানুষ ক্রমে যতই পরিবারের গণ্ডী, সমাজের সঙ্কীর্ণতা, জাতির-দেশের ভ্রান্ত গোঁড়ামি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহার জন্মগত মুক্ত প্রবাহের ধারা সে হারাইতে থাকে, ততই তাহার স্বচ্ছপ্রাণ এইসব বেড়ীর বাঁধনে পড়িয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিতে থাকে। এ-সব অত্যাচার সহিয়াও অন্তরের দীপ্ত স্বাধীনতা ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু পরাধীনতার মত জীবন-হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই। অধীনতা মানুষের জীবনী-শক্তিকে কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরার মত ভুয়া করিয়া দেয়। ইহার আবার বিশেষ বিশেষত্ব আছে, ইহা আমাদিগকে একদমে হত্যা করিয়া ফেলে না, তিল তিল করিয়া আমাদের জীবনী-শক্তি, রক্ত-মাংস-মজ্জা, মনুষ্যত্ব বিবেক, সমস্ত কিছু জোঁকের মত শোষণ করিতে থাকে। আখের কল আখকে নিঙড়াইয়া পিষিয়া যেমন শুধু তাহার শুষ্ক ছ্যাবা বাহির করিয়া দিতে থাকে, এ-অধীনতা মানুষকে তেমনি করিয়া পিষিয়া তাহার সমস্ত মনুষ্যত্ব নিঙড়াইয়া লইয়া তাহাকে ঐ আখের ছ্যাবা হইতেও ভুয়া করিয়া ফেলে। তখন তাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও ভালমন্দ বুঝাইতে পারা যায় না। আমাদেরও হইয়াছে তাহাই। আমাদিগকে কোন স্বাধীন-চিত্ত লোক এই কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেই তাই আমরা সাফ বলিয়া দিই, 'এ-লোকটার মাথা গরম!' সারা বিশ্বে বাঙালির এই যে সকল দিকেই সুনাম, কিন্তু তবুও আমরা কেন এমন দিন-দিন মনুষ্যত্ব বর্জিত হইয়া পড়িতেছি? কেন ভণ্ডামি, অসত্য, ভীরুতা আমাদের পেশা হইয়া পড়িয়াছে? কেন আমরা কাপুরুষের মতো এমন দাঁড়াইয়া মার খাই? ইহার মূলে ঐ এক কথা, আমরা অধীন-আমরা চাকুরীজীবী। দেখাইতে পারো কি, কোন জাতি চাকরী করিয়া বড় হইয়াছে? আমরা দশ-পনর টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব, তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্বই আমাদিগকে এমন ছোট হীন করিয়া তুলিতেছে। যে দশ টাকা পায় সে যদি পাড়াগাঁয়ে গিয়া অন্ততঃ মুদি, ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে, তাহা হইলেও সে বিশ পঁচিশ টাকা অনায়াসে উপার্জন করিতে পারে। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়, আদতে আমরা ইচ্ছাই করিব না, চেষ্টাই করিব না, কৃষি, শিল্প যত বেশী, সে-জাতির মধ্যে স্বাধীন-চিত্ত লোকের সংখ্যা তত বেশী, আর কাজেই যে-জাতির জনসংঘের অধিকাংশেরই চিত্ত স্বাধীন, সে জাতি বড় না হইয়া পারে না। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি।

আমরা আজ অনেকটা জাগ্রত হইয়াছি, আমরা মনুষ্যত্বকে এক আধটুকু বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের এ মনুষ্যত্ববোধ, এ-শক্তি স্থায়ী হইতেছে না, শুধু ঐ চাকুরী-প্রিয়তার জন্য। সোডা-ওয়াটারের মত আমাদের শক্তি, আমাদের সাধনা, আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমিষে উঠিয়াই থামিয়া যায়, শোলার আগুনের মত জ্বলিয়াই নিভিয়া ছাই হইয়া যায়। আমরা যদি বিশ্বে মানুষ বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, তবে আমাদের এ-শক্তিকে, এ সাধনাকে স্থায়ী করিতে হইবে, নতুবা "যে তিমিরে সে-তিমিরে।" এবং তাহা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে আমাদিগকে চাকুরী ছাড়িয়া পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে; দেখিয়াছ কি, চাকুরীজীবীকে কখনও স্বাধীন-চিত্ত সাহসী ব্যক্তির মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে? তাহার অন্তরে শক্তিকে যেন নির্মমভাবে কচলাইয়া দিয়াছে, ঐ চাকুরী, অধীনতা, দাসত্ব। আসল কথা, যতক্ষণ না আমরা বাহিরে স্বাধীন হইব, ততক্ষণ অন্তরের স্বাধীন-শক্তি আসিতেই পারে না।

নতুন শহরের রূপকার

তৌশিকুর রহমান

প্রতিযোগিতার স্লোগান ছিল 'আওয়ার সিটিস, আওয়ার সলিউশনস'–আমাদের সমাধানে গড়ে উঠবে আমাদের শহর। শুধু সমাধান দিয়েই ঘরে ফেরার সুযোগ ছিল না এই প্রতিযোগিতায়। সমাধানের ওপর পুরস্কৃতরা কাজ করবেন আগামী ছয় মাস। 'আরবান ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ' নামের প্রতিযোগিতাটির এই ছিল বিশেষত্ব। আয়োজন করেছিল ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং সোশ্যাল ইনোভেশন ল্যাব। ৭ মে ব্র্যাক সেন্টারে হয়ে গেল এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী পর্ব।

'হেলথ', 'ট্রান্সপোর্ট' এবং 'এমপ্লয়মেন্ট'–এই তিনটি ক্যাটাগরিতে সাজানো হয়েছিল প্রতিযোগিতাটি। সুনির্দিষ্ট তিনটি সমস্যা সমাধানের কাজ। তিনটি বিভাগ থেকে পাঁচজনকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কৃত করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে কথা বললেন সোশ্যাল ইনোভেশন ল্যাবের কর্মকর্তা সালমান সাব্বাব। তিনি বলেন, গত অক্টোবরে আইডিয়া জমা দেওয়ার আহ্বান জানানোর পর থেকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ৬০০টিরও বেশি আইডিয়া জমা পড়ে। দুই হাজারের বেশি তরুণের অংশগ্রহণ ছিল এই প্রতিযোগিতায়। বেশ কিছু ধাপ অতিক্রম করে তবেই নির্বাচন করা হয়েছে এই 'নতুন শহরের রূপকারদের'। সবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৩টি ভাবনা বিচারকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আর সেই উপস্থাপনার ভিত্তিতেই ঘোষিত হয় সেরা পাঁচ।

আমাদের শহরে পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা খুব বেশি নয়। নারীদের জন্য ব্যবহারযোগ্য টয়লেটের সংখ্যা আরও কম। ঢাকার রেস্টুরেন্টগুলো ন্যূনতম অর্থের বিনিময়ে নারীদের টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে পারে, এমন আইডিয়া দিয়েছিল 'ভূমিজো'। দলটির সদস্যরা হলেন ফারহানা, ফৌজিয়া, মাসুদুল ও শ্যাম। ওদিকে উবারে

যেমন 'সার্চ' করলেই নিকটবর্তী দূরত্বে গাড়ি পাওয়া যায়, তেমনি একই পদ্ধতিতে যদি রক্তদাতা খুঁজে পাওয়া যায়, এমন একটি সমাধান দিয়েছে 'ব্লাডম্যান' দলের শাহরিয়ার, নাইম, সাদমান ও নুসরাত। 'হেলথ' ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হয়েছে এই দুটি দল। এ ছাড়া এই ক্যাটাগরিতে বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে আইডেনটিটি ইনক্লুশন নামের একটি দল।

গাড়িচালকদের একটি সংস্থা গড়ে তোলার আইডিয়া দিয়েছেন 'ড্রাইভার মেলা' দলের তাইফুর, আসিফ ও প্রিয়াংকা। যে সংস্থার মাধ্যমে সহজেই গাড়িচালকদের দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া তরুণদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সুদক্ষ টেকনিশিয়ান গড়ে তোলার আইডিয়া দিয়েছিল 'সার্ভিসিং ক্যাম্পাস' দল। এই দলের সদস্যরা হলেন সাগর, আল আমিন, তাসফিয়া ও সানজিদুল। 'এমপ্লয়মেন্ট' বিভাগে এই দুটি দল পুরস্কার জিতেছে।

সবশেষে 'ট্রান্সপোর্ট' ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হয়েছেন শাফিন, নাবিল, আল আমিন ও সানীলের দল 'আমার বাইক'। ঢাকা শহরে ট্যাক্সির মতো কাজ করবে মোটরসাইকেল, বাঁচবে সময়, বাঁচবে জ্যাম, এমনই এক ধারণার ওপর কাজ করছেন তাঁরা। পাঁচটি দল তাদের ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য ব্র্যাক থেকে পাচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা। তা দিয়েই আগামী ছয় মাস এই দলগুলো শহর বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করবে।

রেন্ট মার্কেটে ধ্বস

রুমের ঘর আগে কমপক্ষে ২২শ পাউন্ডে ভাড়া গেছে এখন বড়জোর ১৯শ পাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে।

ফারুক চৌধুরী বলেন, ব্রেক্সিটের কারণে তিনি ব্যবসা ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা গণভোটে ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন সুদূর প্রসারী লাভের আশায়। গণভোটের পর এক বছরেরও বেশি সময় চলে গেছে অথচ এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। উপরন্তু ব্রেক্সিট কার্যকর করা না করা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা অনিশ্চয়তা। কখন ব্রেক্সিট কার্যকর হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এভাবে কতদিন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলতে হবে। ব্রেক্সিট কার্যকর হলে বৃটেনের হয়তো লাভ হতে পারে। তবে তা খুব সহসা নয়। অনেক বছর লাগবে। তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ারসহ অনেকেই আরেকটি গণভোটের কথা বলছেন। তারা মনে করেন, নতুন করে গণভোট হলে বৃটেনের মানুষ বুঝে শোনে ভোট দেবেন। বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে তারা আর বেক্সিটের পক্ষে ভোট দেবে না। তাহলে আমরা ইউরোপের সাথে থেকে যেতে পারবো। এতে করে অর্থনৈতিক মার্কেটে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। ফারুক চৌধুরী বলেন, আরেকটি গণভোট আয়োজন সম্ভব কি-না জানিনা তবে ইউরোপ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তে আপাতত আমরা ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছি। তাই ব্রেক্সিট নিয়ে আমাদেরকে নতুন করে ভাবা উচিত।

রেন্ট মার্কেট নিয়ে সাপ্তাহিক দেশ এর সাথে কথা হয় পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনের বাসিন্দা ল্যাণ্ড লর্ড আব্দুল মালিক-এর সাথে। তিনি বলেন, হ্যাকনীর এডা হাউজে তাঁর ৫ বেড রুমের একটি ফ্লাট রয়েছে। গণভোটের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাসে ২৮শ পাউন্ড ভাড়া পেয়েছেন। কয়েকমাস আগে পুরনো ভাড়াটেরা চলে যাওয়ার পর ঘরটি খালি হয়ে যায়। গত জুন, জুলাই ও আগস্ট তিন মাসই ঘরটি খালি পড়েছিলো। অবশেষে চলতি সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখ থেকে একটি এস্টেট এজেন্টের কাছে একশ পাউন্ড কমিয়ে ২৭শ পাউন্ডে ভাড়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, এস্টেট এজেন্টরা রেন্ট গ্যারান্টি স্কীমের আওতায় ঘর নিলেও বাস্তব পরিস্থিতির কারণে চুক্তিকৃত ভাড়া পরিশোধ করতে পারছেন না। তিনি বলেন, এই অবস্থার উত্তরণ হওয়া উচিত। প্রোপার্টি মার্কেটে এই অনিশ্চয়তা দূর করতে ব্রেক্সিট কার্যকর করা উচিত অথবা আরো একটি গণভোটের মাধ্যমে ব্রেক্সিট থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। মানুষ কতদিন এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে।

ঘর কেনাবেচা ও ভাড়া দেয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট রাইটমুভ ঘেটে দেখা যায়, পূর্ব লন্ডনের রেডব্রিজ, গ্যান্টস হিল, নিউব্যারী পার্ক, ক্লেহল, বার্কিংসাইড, হেইনুলট, চ্যাডওয়েলহীথ, ডেগেনহ্যাম, বার্কিং এলাকায় ভাড়া দেয়ার জন্য অনেক ঘর মাসের পর মাস খালি পড়ে আছে। রাইডমুভ ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেয়ার সময় প্রথমে যে ভাড়া চাওয়া হয় কয়েকমাস পর ২/৩শ কমিয়ে দিতে হয়। এরপরও ভাড়া যাচ্ছে না।

অনুরূপ প্রোপার্টি কেনা-বেচার বাজারেও এখন মন্দাভাব বিরাজ করছে। একসময় রাইভমুভ ওয়েবসাইটে বিক্রির জন্য একটি ঘরের বিজ্ঞাপন দেয়ার পর গাইড প্রাইসের (চাওয়া দাম) উপরে বিডিং করে কিনতে হতো। অসংখ্য ক্রেতা ঘর কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। ফলে গাইড প্রাইসের চেয়ে ঘরের দাম অনেকগুণ বেড়ে যেতো। কিন্তু এখন প্রোপার্টি মার্কেটে আগের সেই অবস্থা আর নেই। তাই গাইড প্রাইসের নিচে দরকষাকষি করে ঘর কিনছেন।

এদিকে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সম্প্রতি বলেছে, নভেম্বরে তারা সুদের হার বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করছে। বর্তমান সুদের হার ০.২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ০.৫০ শতাংশ করতে চায় ব্যাংক অব ইংল্যান্ড। তাই প্রোপার্টি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ব্যাংকের সুদের হার বেড়ে গেলে প্রোপার্টি মার্কেটে আরো ধ্বস নেমে আসবে। কারণ বেশি সুদ দিয়ে অনেকেই মর্টগেজ করতে চাইবেন না। তাছাড়া সুদের হার বেড়ে যাওয়ার কারণে ঘর মালিকদের মর্টগেজ রিপেমেন্ট বেড়ে যাবে। অন্যদিকে রেন্ট মার্কেটে ধ্বস নামার কারণে কাঙ্খিত ভাড়াও পাবেন না। এমতাবস্থায় রিপেমেন্ট পরিশোধ করতে না পারলে অনেককে ঘর হারাতে হতে পারে। সর্বোপরি প্রোপার্টি মার্কেটে নেমে আসতে পারে অস্থিরতা।

সহিংসতা থামান

উল্লেখ্য, ২৫ আগস্টের ঘটনার পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নৃশংস অভিযান শুরু করে রোহিঙ্গাদের ওপরে। সে কথা এখন সাক্ষ্য দিচ্ছে জাতিসংঘ, বিভিন্ন দেশ ও মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন। প্রথম প্রায় দু'সপ্তাহ এ বিষয়ে মিয়ানমার সরকার বা সেনাবাহিনীর তরফ থেকে কোনো জবাব না পাওয়া গেলেও পরে তারা মুখ খুলে এবং নৃশংসতার দায় চাপায় রোহিঙ্গা উগ্রপন্থিদের ওপরে। উলটো রোহিঙ্গা উগ্রপন্থি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি (আরসা) দায়ী করে সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধদের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত অসংখ্য ছবি ও ভিডিও ক্লিপে দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনীর পোশাক পরে, হাতে অস্ত্র নিয়ে কীভাবে সাধারণ রোহিঙ্গাদের হত্যা করা হচ্ছে। এরপরও এককভাবে সরকারের তরফ থেকে বা সেনাবাহিনীর তরফ থেকে একতরফাভাবে দায়ী করা হচ্ছে আরসা'কে, রোহিঙ্গাদেরকে। যারা যুগের পর যুগ নিজ দেশে বসবাস করছে নাগরিকত্বহীন। সেখানে সেনাবাহিনী যে নৃশংসতা চালাচ্ছে তার ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অং সান সুচির। তিনি স্টেট কাউন্সিলর হলেও সংবিধান তাকে দৃশ্যত পঙ্গু করে রেখেছে। ফলে তিনি এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে কথা না বলায় আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনার শিকারে পরিণত হচ্ছে। গত সপ্তাহে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন ফোন করেছিলেন অং সান সুচিকে। এ সময় তিনি তাকে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার আহ্বান জানান। ওদিকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া বন্ধ করার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন তেরেসা মে।

উবার কি বন্ধ হয়ে যাবে

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, উবার যেভাবে পুলিশের কাছে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের রিপোর্ট করত এবং চিকিৎসা সনদপত্র আদায় করত তা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। এ ছাড়া 'গ্রেবল' নামের একটি বিতর্কিত সফটওয়্যার ইনস্টলের ব্যাপারেও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি উবার কর্তৃপক্ষ।

লন্ডনে উবারের মহাব্যবস্থাপক টম এলভিজ বলেন, 'এই সিদ্ধান্তে লন্ডনের ৩৫ লাখ ব্যবহারকারী ও ৪০ হাজার চালক স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আমাদের নিষিদ্ধ করতে চাওয়ার মাধ্যমে পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও লন্ডনের মেয়র সেই ছোট গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করেছেন যারা কিনা ভোক্তাদের পছন্দ করার ক্ষমতাকে সীমিত করতে চান। এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে ৪০ হাজারেরও বেশি চালক বেকার হবেন। লন্ডনবাসী সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী একটি পরিবহন সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।' তিনি আরও বলেন, 'অপরাধমূলক কোনো কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আমরা সব সময়ই নিয়ম মেনে চলি। এ ব্যাপারে আমাদের একটি বিশেষ দল নগর পুলিশের সঙ্গে কাজ করছে।'

লন্ডনের মেয়র সাদিক খান বলেছেন, 'লন্ডন পরিবহন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি থাকলে উবারের নিবন্ধন নবায়ন করা হবে ভুল সিদ্ধান্ত।'

লন্ডনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ট্যাক্সিচালকদের সংগঠন লাইসেন্সড ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনস লিমিটেডের (এলটিডিএ) প্রধান স্টিভ ম্যাকনামারা বলেন, 'আমাদের শহরের রাস্তায় নামার পর থেকেই উবার আইন ভাঙছে। গাড়ির চালকদের শোষণ করার পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব নিতেও অস্বীকার করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আমরা আদালতের কাছে এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখার আরজি জানাবো। লন্ডনের রাস্তায় এই অনৈতিক কোম্পানির কোনো স্থান নেই।'

পূর্ব লন্ডনের বাসিন্দা একজন উবার চালক সাপ্তাহিক দেশকে বলেন, কেউ যখন উবারে কাজ শুরু করতে চায় তার কমপক্ষে ১০ হাজার পাউন্ড খরচ হয়ে যায়। মিনিক্যাবিং লাইসেন্সসহ আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র তৈরিতে খরচ হয় প্রায় এক হাজার পাউন্ড। তারপর একটি ভালো গাড়ি কিনতে হয়। ৮/৯ হাজার পাউন্ড না হলে ভালো গাড়ি কিনা যায়না। এখন যদি উবার বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যারা ১০ হাজার পাউন্ড খরচ করে কাজ শুরু করেছেন তাদের অবস্থা কী হবে। যে ১০ হাজার বাঙালি চালক রয়েছেন সকলেইতো বেকার হয়ে পড়বেন। যারা উবারে কাজ করেন তারা সকলেই সেল্ফ এমপ্লয়েড। বছর শেষে তারা আয়ের উপর সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। উবার বন্ধ করে দিলে একদিকে যেমন এই ট্যাক্স থেকে সরকার বঞ্চিত হবে, অন্যদিকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিবে। তাই বৃটেনের স্বার্থেই উবারকে তার কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দেয়া উচিত।

উল্লেখ্য, বিশ্বের ৬০০টিরও বেশি শহরে উবার চালু রয়েছে। ২০১২ সালে লন্ডনে উবার চালু হওয়ার পর যুক্তরাজ্যে এখন ৪০টিরও বেশি শহরে এই সেবা চালু রয়েছে। গত বছরের ২২ নভেম্বর ঢাকায় যাত্রা শুরু করে উবার।

রাখাইনে চলছে রোহিঙ্গা নিধন

আগ্রহ দেখিয়েছে। দুই পক্ষের সুবিধাজনক সময়ে মন্ত্রী সুই'র বাংলাদেশ সফরসূচি চূড়ান্ত হবে বলে জানা গেছে।

যেভাবে চলছে রোহিঙ্গা নিধন

বর্মি সেনা আর নাডালা বাহিনীর সদস্যরা কোনো রোহিঙ্গা পাড়ায় যখন ঢোকে তখন সেখানে তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। তাদের মূল লক্ষ্য রোহিঙ্গা যুবকেরা। যুবকদের তারা হত্যা করে, বয়স্ক ও শিশুদের বসিয়ে রাখে, আর যুবতীদের ধরে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী রোহিঙ্গারা এসব তথ্য জানিয়েছেন। এই তরুণীদের দুর্গম এলাকার সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তারা।

মংডুর জীবনখালীর আনিসুল মুস্তাফার ছেলে শহর মূলক (২৫)। বর্মি সেনাবাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে আশ্রয়ের জন্য এসেছেন টেকনাফের লম্বাবিল এলাকায়। লম্বাবিল প্রধান সড়ক হয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তায় প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে নাফ নদীর সীমান্তে গত ১৫ সেপ্টেম্বর কথা হয় এই শহর মূলকের সাথে। তিনি বলেন, বর্মি বাহিনীর অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। যখন বর্মি সেনা ও নাডালা বাহিনীর সদস্যরা কোনো এলাকায় প্রবেশ করে তখন ওই এলাকায় তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। পাড়ার সবাই তখন দৌড়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টায় থাকেন। পালিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই হতাহত হন। যাদের ধরতে পারে তাদের মধ্যে যুবকদের সাথে সাথে গুলি করে এবং গলা কেটে হত্যা করে বর্মি বাহিনী ও নাডালা বাহিনীর সদস্যরা। অবিবাহিতা যুবতীদের ধরে গাড়িতে করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আর বয়স্ক ও শিশুদের বসিয়ে রাখে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা চলে গেলে বয়স্ক ও শিশুরা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে আশপাশের ঝোপজঙ্গলে চলে যায়। এরপর সেখান থেকে চলে আসে বাংলাদেশ সীমানায়। মংডুর বলি বাজার এলাকার আবদুল খালেকের ছেলে নবী হোসেন বলেন, যুবকদের মধ্যে কেউ রক্ষা পায়নি। তাদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছে। এর মধ্যে ১৩ বছর থেকে ৩৫ বছরের যারা ছিল তাদের বেশির ভাগই বর্মি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। নবী হোসেন বলেন, যুবতীদের যে শুধু ধর্ষণ করেছে তাই নয়, তাদের দুর্গম এলাকার সেনা ক্যাম্পে সাপ্লাই দেয়া হয়। সেখানে বর্মি সেনাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের ব্যবহার করা হয় বলে নবী হোসেন বলেন। তবে এর চেয়েও ভয়াবহ তথ্য দিয়েছেন ওই একই এলাকার নুর হাসিম। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা যুবতীদের যে শুধু ধর্ষণ আর সেনাদের মনোরঞ্জনের জন্য নেয়া হয়েছে তাই নয়। অনেক সুন্দরী যুবতীকে ধরে নেয়া হয়েছে মগদের সন্তান উৎপাদনের জন্য। নুর হাসিম বলেন, মগদের সন্তান কম হয়ে থাকে। সাধারণত তিনটির উপরে কোনো মগ নারী সন্তান ধারণ করতে পারে না। সেখানে একজন রোহিঙ্গা নারী অনেকগুলো সন্তান ধারণে সক্ষম। নুর হাসিম বলেন, ওই সব সুন্দরী যুবতীদের ধরে নিয়ে যায় মগদের সন্তান ধারণের জন্য। সরকারিভাবে সেখানে ওই সব সন্তানকে বৌদ্ধ হিসেবে লালন পালন করা হয়।

মংডুর হাইছ সুরতা এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে সেলিম উল্লাহ (৫০)। তিনি বলেন, তার পাড়ার কোনো যুবক ছেলের জীবন বাঁচেনি। তার পরিবারে ১১ জন সদস্যের মধ্যে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে নিয়ে তিনি পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। উপার্জনক্ষম দুই সন্তান রেদওয়ান (২০) ও আনসার উল্লাহকে (১৮) বর্মি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। সেলিম উল্লাহ বলেন, সেনাবাহিনী ও নাডালা বাহিনীর সদস্যরা গুলি করতে করতে তাদের পাড়ায় প্রবেশ করে। এ সময় তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে নারী-শিশু ও বয়স্কদের একটি স্থানে বসিয়ে রাখে। তাদের মধ্যে যেসব তরুণীকে পছন্দ হয় তাদের ধরে নিয়ে গাড়িতে উঠায়। আর তার দুই ছেলে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ধরে প্রথমে গুলি করে এবং পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলা কাটে। ওই পাড়ারই শিল কুয়ায় (খাবার পানির কূপ) তাদের লাশ ফেলে দেয়া হয়। সেলিম উল্লাহ বলেন, ওই কুয়ায় তাদেরই চোখের সামনে আরো অন্তত ৩০ জনের লাশ ফেলতে দেখেছেন।

ম্যানচেস্টারে মসজিদের বাইরে মুসলিম সার্জনের ওপর হামলা

গ্রোভ লেনে অলট্রিনচ্যাম ইসলামিক সেন্টারের বাইরে এ ঘটনা ঘটেছে। ডাক্তার নাসেরের সহকর্মী ডাক্তার খালিদ আসিন বলেছেন, ডাক্তার নাসের খুবই ভাগ্যবান যে তিনি বেঁচে আছেন।

উল্লেখ্য, ডাক্তার খালিদ আনিস হলেন অলট্রিনচ্যাম অ্যান্ড হ্যালি মুসলিম এসোসিয়েশনের মুখপাত্র। ওই হামলার এক ঘন্টার মধ্যে ৩২ ও ৫৪ বছর বয়সী দু'ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ। তারা মনে করছেন, জাতিগত ঘৃণা থেকে এই হামলা চালানো হয়েছে। এর সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে।

সহকারী প্রধান কনস্টেবল রাস জ্যাকসন বলেন, ওই ডাক্তার স্থানীয় পর্যায়ে বেশ জনপ্রিয়। সবাই তাঁকে ভালবাসেন। তার মতো একজন ব্যক্তির ওপর কোনো কারণ ছাড়া এমন হামলা ন্যাক্কারজনক। তারা হামলায় জড়িত সন্দেহে অন্য কারো সন্ধ্যান করছেন না। ডাক্তার আনিস বলেছেন, এই হামলা অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারতো। তিনি বলেছেন, একজনকে দেখা গেল রাস্তা পার হচ্ছেন। এরপর কেউ একজন পিছন থেকে ডাক্তার নাসেরের ওপর হামলা চালায়। তিনি বলেন, এ সময় তারা নানা রকম আপত্তিকর কথা বলতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি তা মনে রাখতে পারেননি। এ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন স্থানীয় মুসলিমরা। হারুন খান বলেছেন, এমন একজন সুপরিচিত মুসলিম সার্জনের ওপর মসজিদের বাইরে হামলার খবরে আমরা হতাশাগ্রস্থ। পুলিশ এটাকে হেইট ক্রাইম বলছে।

উল্লেখ্য, সার্জন নাসের কুর্দি মানচেস্টার অ্যারিনায় সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলায় আহতদের চিকিতসা করেছিলেন।

উল্টো পথে এসে ফের জরিমানা গুনল সচিবের গাড়ি

(ঢাকা মেট্রো ঘ ১৫-৪৮৮৯) উলটোপথে এলে বাংলামোটরের পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ভবনের সামনে গাড়িটি আটকায় পুলিশ সদস্যরা। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় গাড়ির চালক বাবুল মিয়ার বিরুদ্ধে মামলার পাশাপাশি এই গাড়িকে জরিমানা করা হয়। গাড়িটি ঘুরিয়ে সোজা পথ দিয়ে আসার নির্দেশ দেয় পুলিশ। এ সময় সচিব মাফরুহা সুলতানা গাড়িতে ছিলেন।

ট্রাফিক পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মোঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ ও উপ-কমিশনার রিফাত রহমান শামীম এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এ সময় যুগ্ম কমিশনার মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ তাদের সঙ্গে যোগ দেন।

অভিযানে অংশ নেয়া কর্মকর্তারা জানান, রোববারও চালক বাবুল মিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তারা।

অভিযান শেষে অতিরিক্ত কমিশনার মোসলেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বাংলামোটরে তারা অভিযান শুরু করেন। উলটোপথে আসায় দু'টি গাড়ি ও সাতটি মোটরসাইকেল আটকানো হয়। গাড়ি দু'টিকে জরিমানা করার পাশাপাশি একটি মোটরসাইকেল ডাম্পিংয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

দুবাইয়ে বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত ট্যাক্সির যাত্রা

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত ট্যাক্সি। এই ফ্লাইং ট্যাক্সিতে রয়েছে দুটি সিট, রয়েছে ১৮টি প্রপেলার। দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মোহাম্মদের জন্য সোমবার এর একটি পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

পরীক্ষামূলক উড্ডয়নকালে দুবাইয়ের যুবরাজ উড়ন্ত ট্যাক্সির মধ্যে বসেন। মনে করা হচ্ছে, স্মার্ট যুগে স্মার্ট ফোন থেকে এই উড়ন্ত গাড়িকে ডেকে এনে তাতে বসে গন্তব্যে পৌঁছা যাবে। এতে জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের সুবিধাও রয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পুরাদস্তুর এই ট্যাক্সি বাজারে আনার চেষ্টা করা হবে বলেও জানা যাচ্ছে। সোমবার পরীক্ষাতে এই যানটি পাঁচ মিনিটের জন্য ২০০ মিটার ওপরে ওড়ে বলে জানা গেছে। যুবরাজ বলেন, নতুন কিছু উদ্ভাবন করার প্রচেষ্টা এবং উন্নতমানের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করাকে উৎসাহ দিলে তা শুধু দেশের উন্নতিই করে না, তার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সঙ্গেও একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করে। উৎপাদনকারী সংস্থার দাবি, যেসব দেশে পরিবহন ব্যবস্থা খুব ভালো নয়, সেসব দেশের জন্য যথেষ্ট কার্যকর হবে এই উড়ন্ত ট্যাক্সি।

তরুণেরা গেয়েছিল জীবনের জয়গান

জাহীদ রেজা নূর

রুমী, আজাদের মতো তরুণেরাই জীবন বাজি রেখে উত্তরসূরিদের উপহার দিয়ে গেছে একটি দেশ। ছবি: সংগৃহীতএকাত্তরে যুদ্ধ করল কারা? যে কেউ হেসে বলবে, পুরো জাতি।

একদম খাঁটি কথা। 'দেশের মানুষ একটি দণ্ডে একাত্ম হয়েছিল সেদিন প্রথম'। ওই যে এক বাঁশিওয়ালা বাজালেন বাঁশি আর হাজার বছরের ঘুম থেকে একটি জাতি জেগে উঠল যেন! এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ–তখন এ-ই ছিল এ দেশের পরিচয়।

আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের ওপর তৈরি প্রামাণ্য ছবিগুলো দেখি, তখন অদ্ভুত এক অনুভূতি হয় মনে! আতঙ্কে নীল হয়ে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের দল উদ্বাস্তু হয়ে দেশ ছাড়ছে–এ দৃশ্য দেখে কেঁপে ওঠে মন। তারপরই যুদ্ধের মাঠে খালেদ মোশাররফের দৃঢ়চিত্ত নেতৃত্বের ছবি দেখে বুঝতে পারি, আশার আলো কোন দিক থেকে আসছে। হ্যাঁ, ফ্রন্টে তখন মুক্তিকামী মানুষের কাফেলা।

কত ফ্রন্টেই না যুদ্ধটা হয়েছে। অস্ত্র হাতে যুদ্ধের পাশাপাশি প্রবাসী সরকার বিচক্ষণ নেতৃত্ব দিয়ে, জনগণ সেবা দিয়ে, গান দিয়ে, ফুটবল খেলে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শব্দের গোলা ছুড়ে একাত্ম হয়েছে এই সমরে। আমরা তা ভুলতে পারি না।

এখন, মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে আরও অনেকগুলো বছর পেরিয়ে যখন নৈর্ব্যক্তিক চোখে সেদিকে ফিরে তাকাই, দেখতে পাই লাখো তরুণকে। হ্যাঁ, এ যুদ্ধে অন্য সবার পাশাপাশি তরুণেরা গেয়েছিল জীবনের জয়গান। সে রকম কজন তরুণের কথাই আজ হোক না!

আমরা রুমীর কথা বলতে পারি। জাহানারা ইমামের স্নেহময়ী হাতে উঠে এসেছে রুমীর কথা। সেই সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাবিবুল আলম, কাজী কামাল, বদি, বাচ্চু, আজাদ, শাহাদত, স্বপনের মতো আরও অনেক তরুণের মুখ। যদিও তাঁদের সবার ছবি পাওয়া যায় না, তবু মুক্তিযোদ্ধাদের একটা স্থায়ী অবয়ব খোদাই হয়ে যায় আমাদের মনে। আমরা বুঝতে পারি, তরুণেরা সেদিন পাকিস্তানি সেনাদের ভয়ে পালিয়ে যায়নি। তারা বুঝেছে, বাঁচার একটিই পথ–আর তা হলো মৃত্যুর সঙ্গে অবিরাম লড়াই করা।

এখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া নির্বিবাদ ছেলে বা মেয়েটি হয়তো ভাবতেও পারবে না, তাদের বয়সে একটি প্রজন্ম পড়ার বইকে কিছুকাল বিশ্রামে রেখে হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। কত যে ঘটনা! প্রাপ্তবয়স্ক হতে না পারায় মুক্তিবাহিনীতে নেওয়া হবে না জেনে কত কিশোর কান্নায় ভিজিয়েছে চোখ, তারপর তাদেরই কেউ কেউ জেদের কারণে থেকে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। করেছে যুদ্ধ!

রুমী, বদি, বাচ্চু বা যাঁদের নাম বলা হলো একটু আগে, তাঁদের সবার বয়স তখন কুড়ির ঘরে। রুমীর স্কলারশিপ হয়ে গিয়েছিল, বিদেশে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারতেন তিনি। জুয়েল ছিলেন তুখোড় ক্রিকেটার, প্রাদেশিক দলের হয়ে কায়েদে আজম ট্রফিতেও খেলে এসেছিলেন, কাজী কামাল ছিলেন বিখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড়। ওয়ান্ডারার্স দলে খেলতেন তিনি। পাকিস্তানের জাতীয় অলিম্পিকেও অংশ নিয়েছেন তিনি কয়েকবার। ১৯৭১ সালে জাতীয় দলের ট্রায়ালেও ডাক পান তিনি। কিন্তু তখন তাঁকে দেশমাতৃকা ডাকছে। মায়ের ডাকটাকেই আপন করে নিয়েছিলেন কাজী কামাল। মুফতি মোহাম্মদ কাসেদের তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে দাবায় র‍্যাঙ্কিং ছিল ২। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তখন। অংশ নিয়েছেন যুদ্ধে। আবার বিপরীত গল্পও তো আছে। আমরা যদি মজিব নামের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট্যান্সির দ্বিতীয় বর্ষে পড়ুয়া এক ছেলের কথা বলি, তাহলে দেখা যাবে মুসলিম লীগের এক কুখ্যাত দালালের ছেলে তিনি। মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে এসেছেন। তিনি বলেন, 'আমার বাবা আর দালালি করবেন না। আমরা যুদ্ধ করতে চাই। আমরা জয় বাংলা চাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাই।' (গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, মাহবুব আলম)।

আমরা দেখছি, গ্রামের কৃষক সন্তান, মুদি দোকানদার, যাত্রার সং, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থী–কে যাননি যুদ্ধে? জীবন যখন বাঁচা-মরার মধ্যে একটা সরু সুতা হয়ে ঝুলতে থাকে, তখন তরুণেরা আর হাল ছেড়ে বসে থাকতে পারে না। তারা সে যুদ্ধে নিজেদের সেরাটাই ঢেলে দেয়। এ পথই তরুণদের চলাচলের পথ। এখন যারা তরুণ, তারা নিশ্চয়ই তাদের সেই সব পূর্বসূরির কথা মনে রাখবে। এবং বুঝবে, তাদের বয়সী একটি প্রজন্ম জীবন বাজি রেখে উত্তরসূরিদের উপহার দিয়ে গেছে একটি দেশ। এ বড় গর্বের। এ বড় অহংকারের।

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল ২০১৭

বন্ধুত্বের মঞ্চ

প্রিতম দাশ, ভারত থেকে ফিরে

সাফফেস্টে বাংলাদেশি অংশগ্রহণকারীদের দলবর্ণিল সব অভিজ্ঞতা আর আজীবন মনে রাখার মতো কিছু স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম সিটি অব নবাবখ্যাত ভারতের লেক্ষ্ণৌ থেকে। ভারত ভ্রমণের এই সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম 'সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিস ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল (সাফফেস্ট)-২০১৭'তে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয় অংশগ্রহণকারীদের। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেটাইলসের ছাত্র হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে। মূলত সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনটি।

এ বছর দিনব্যাপী বসেছিল তারুণ্যের মিলন মেলা-সাফফেস্ট। এবার নবম আসর অনুষ্ঠিত হলো ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লেক্ষ্ণৌতে অবস্থিত বাবাসাহেব ভিমরাও আমবেদকার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাফফেস্টর প্রথম পর্ব ছিল দলনেতাদের সম্মেলন এবং নিবন্ধন। ২৫ মে সাফফেস্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২২ জন

শিক্ষার্থী এই উৎসবে বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেটাইলস, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি ও কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যুগ্ম সম্পাদক মো. ফখরুল ইসলাম এবং অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা) নাসিমা রহমান। উৎসবের উল্লেখ্যযোগ্য অংশ হিসেবে ছিল লাইট ভোকাল, ক্লাসিক্যাল গান, ফোক ড্যান্স, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, পেইন্টিং এবং ক্লে মডেলিং।

প্রত্যেকটি বিভাগেই বাংলাদেশের সবার অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। এই উৎসব সার্কের সবগুলো দেশের শিক্ষার্থীদের বন্ধুত্ব, তারুণ্য আর মেধা প্রদর্শনের একটি বড় প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়। নিজের দেশকে অন্যের সামনে তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ ছিল আমাদের সামনে। আমরা বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা একই হোটেলে থেকেছি। একে অপরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনেছি। অল্প কয়েক দিনেই সবার মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

দশ পরামর্শ

প্রেজেন্টেশনের টুকিটাকি

স্টিব জবসের সাবলীল উপস্থাপনা আপনাকে মুগ্ধ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম, করপোরেট অফিস, অনুষ্ঠানের মঞ্চ কিংবা কোনো ব্যবসায়িক ভাবনা বা উদ্যোক্তা প্রতিযোগিতা–সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপনা। কেউ কেউ ভাবেন শুধু ব্যক্তিগত প্রতিভার জোরেই অনেকে ভালো উপস্থাপনা করেন, অনবরত কোনো বিষয়ে সুন্দর করে কথা বলেন। হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ, বক্তব্য দেওয়ার উন্মুক্ত মঞ্চ টেডসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দেওয়া সফলদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত আগ্রহ আর চর্চাতেই আসলে মানুষের উপস্থাপনাশৈলী দারুণ হয়। শিক্ষাজীবনে কীভাবে দারুণ উপস্থাপনার দক্ষতা আয়ত্ত করা যায়, তা নিয়ে 'স্বপ্ন নিয়ে'র কথা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ে প্রশাসন অনুষদের সহকারী অধ্যাপক সাইফ নোমান খানের সঙ্গে। তিনি মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই নিয়ম করে চর্চা করলে ভালো 'প্রেজেন্টেশন' দেওয়ার গুণ আয়ত্ত করা যায়। এ বিষয়ে ১০টি পরামর্শ পাওয়া গেল তাঁর কাছে।

১

নিজের সম্পর্কে জানুন: ভালো উপস্থাপনার প্রধান শর্ত হচ্ছে নিজের দুর্বলতাগুলোকে জানা ও সেগুলো কাটিয়ে ওঠা। কথায় জড়তা বা উচ্চারণে সমস্যা থাকলে ক্লাসে প্রেজেন্টেশনে ভালো করা কঠিন। শুদ্ধ বাংলা ও ইংরেজিতে ব্যবহারিক উচ্চারণ জানতে হবে, শিখতে হবে। ভুল আর দুর্বলতা কাটানোর চেষ্টাই মানুষকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

২

চর্চার বিকল্প নেই: ভালো প্রেজেন্টেশন শেখার জন্য একটাই মন্ত্র, চর্চা। জড়তা কাটানোর জন্য স্মার্টফোনে নিজের উপস্থাপনার ভিডিও ধারণ করে ভুলগুলো সংশোধন করে নিজেকে শুধরানো যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার মানুষের সামনে বক্তব্য রাখছেন এমনটা ভেবে উঁচু ও স্পষ্ট স্বরে কথা বলুন।

৩

দুশ্চিন্তাকে ইতিবাচক শক্তি হিসেবে ভাবুন: প্রেজেন্টেশনের সময় দুশ্চিন্তার জালে আটকে যাওয়া স্বাভাবিক। এটা কাটানোর আসলে কোনো নির্দিষ্ট উপায় নেই বরং দুশ্চিন্তাকে ইতিবাচক শক্তি হিসেবে কল্পনা করে উপস্থাপনাকে আকর্ষণীয় করা যায়।

৪

গল্প বলতে শিখুন: খুব কঠিন কোনো বিষয়ও খুব সহজে উপস্থাপন করা যায়। আপনি যদি যেকোনো বিষয় গল্পের মতো উপস্থাপন করা শিখতে পারেন, তাহলে আপনার উপস্থাপনাও আকর্ষণীয় হবে। শ্রোতার চোখে চোখ রেখে আলাপের ঢঙে কথা বলুন।

৫

'মুখস্থ' কিংবা স্রেফ 'দেখে দেখে পড়া' নয়: এই চেষ্টা উপস্থাপনাকে একঘেয়ে আর বিরক্তিকর করে তোলে। শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। নিজের মতো করে ভিন্নভাবে কথা আর শব্দ গুছিয়ে বলা শিখুন। সাধারণ শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহার করে উপস্থাপনাকে আকর্ষণীয় করা যায়। কোনো শব্দ একটু জোর দিয়ে বলুন। কোনো কোনো শব্দ বা বাক্য ছুড়ে দেওয়ার আগে একটা ছোট্ট প্রয়োজনীয় বিরতি নিন।

৬

বিষয় ও শ্রোতাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন: 'প্রেজেন্টেশন' দেওয়ার আগে আপনি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত সর্বশেষ তথ্য জেনে নিন। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার উপস্থাপনার শ্রোতা কে বা কারা তা আগে থেকে জেনে তার/তাদের বয়স-আগ্রহ বুঝে উপস্থাপনার গল্প সাজিয়ে কথা বলুন।

শিক্ষকের সামনে বা শ্রেণিকক্ষে কয়েকজন বন্ধুর সামনে কিংবা উন্মুক্ত কোনো প্রতিযোগিতায় প্রেজেন্টেশন দিতে যে প্রস্তুতি নেবেন তা একইভাবে হাজার দর্শক-শ্রোতার সামনে কথা বলার সময় প্রয়োগ করুন।

৭

অনলাইন থেকে শিখুন: ইউটিউবে উপস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়ে বেশ কিছু ভিডিও আছে। অনেক সময় এগুলো বেশ কাজে আসে।

৮

অনুকরণ বা অনুসরণ করুন: স্টিভ জবস, শেরিল স্যান্ডবার্গ বা মুহম্মদ ইউনূস, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কিংবা আপনার প্রিয় কোনো ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ভাষণ, সাক্ষাৎকার থেকে কথা বলার ধরন অনুসরণ করে উপস্থাপনার কৌশল আয়ত্ত করতে শিখুন। শুরুতে অনুকরণ করার চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে আপনার সহজাত একটি ঢং তৈরি হয়ে যাবে।

৯

দর্শকের চোখের দিকে তাকান: প্রেজেন্টেশনের সময় 'আই কন্টাক্ট' বা দর্শকের চোখে চোখ রাখাটা খুব জরুরি। ক্লাসে বা মিলনায়তনে উপস্থিত দর্শক যেন এটা বিশ্বাস করেন, কথাগুলো আপনি তাঁকেই বলছেন। আপনার শূণ্য দৃষ্টি দর্শকের মনোযোগ নষ্ট করতে পারে। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আলাপের ঢঙে কথা বলুন।

১০

হাসুন আর হাসাতে শিখুন: বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বড় যে ভুল করি তা হলো মুখ গোমড়া করে রাখা। অবস্থা বুঝে পরিমিত হাসি যেকোনো প্রেজেন্টেশনকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সুন্দর করে হাসতে শিখুন। হাসির কারণেই আপনাকে আত্মবিশ্বাসী দেখাবে আর শ্রোতাদের মনোযোগ আপনাকে আত্মবিশ্বাস দেবে।

ডাস্টবিনের সামনে সেলফি তুললেই পুরস্কার

ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের একটি প্রস্তাবিত পৌরসভা। জামশেদপুরের ম্যাঙ্গো নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির ঘোষণা, ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়িয়ে যিনি সেরা সেলফি তুলবেন, তাকে পুরস্কার হিসেবে একটি স্মার্টফোন দেয়া হবে।

জামশেদপুর শহর লাগোয়া ম্যাঙ্গো নোটিফায়েড এলাকায় তিন লাখ মানুষের বাস। প্রস্তাবিত এ পৌর এলাকায় বাসিন্দাদের ডাস্টবিন ব্যবহারে উৎসাহ দিতে ও স্থানীয় যুবকদের 'স্বচ্ছ ভারত'-এর প্রচারে শামিল করতে এই অভিনব প্রতিযোগিতা শুরু করেছে ম্যাঙ্গো নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি।

প্রতিযোগিতা হলো– স্থানীয় বাসিন্দাদের ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়িয়ে একটি সেলফি তুলতে হবে। সেলফিটি ম্যাঙ্গো নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির অফিসে জমা দিতে হবে। এ প্রতিযোগিতার জন্য ফেসবুকে একটি পেজও খুলেছে ম্যাঙ্গো নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি। চাইলে সেই পেজেও ডাস্টবিনের সামনে তোলা সেলফিটি শেয়ার করতে পারেন আগ্রহীরা। সেক্ষেত্রে আলাদা করে আর কমিটির অফিসে সেলফিটি জমা দিতে হবে না। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এ প্রতিযোগিতা।

সবচেয়ে লম্বা মডেল

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কবিগুরুর তালগাছ এক পায়েই দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু রাশিয়ান মডেল একাতেরিনা লিজিনা দুই পায়েই দাঁড়ান ক্যামেরার সামনে। আর তার ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যানকে উঠতে হয় মই বেয়ে। কারণ উনিই বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মডেল।

যার উচ্চতা প্রায় সাত ফুট। ইতোমধ্যেই বেশ প্রসিদ্ধ একাতেরিনা। তার এই উচ্চতার কাহিনী আগেই উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। আর এই খবরের সৌজন্যেই জীবনের সবচেয়ে সুযোগটি পেয়ে গেলেন রুশিয়ার এই মেয়ে। এবার হলিউডে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি।

রাশিয়ার পেনজা এলাকার বাসিন্দা একাতেরিনা। ছোট থেকেই উচ্চতা বেশি ছিল তার। ছয় ফুট ৯ ইঞ্চির এই শরীরে সবচেয়ে বেশি লম্বা তার পা। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫২ ইঞ্চি। এই পাযুগলই তাকে জায়গা করে দিয়েছিল স্থানীয় বাস্কেটবল টিমে। ধীরে ধীরে যা একাতেরিনার সবচেয়ে প্রিয় খেলা হয়ে ওঠে। এক সময় জাতীয় দলেও খেলেছেন ২৯ বছরের এ মডেল। দেশের হয়ে অলিম্পিক গিয়ে ব্রোঞ্জ মেডেলও ছিনিয়ে এনেছেন। পেয়েছেন বিগ ফুটের তকমা।

বিভিন্ন সময়ে সংবাদের শিরোনামে হয়ে উঠে এসেছে একাতেরিনার এই উচ্চতা। ইতোমধ্যে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন ২৯ বছরের মডেল। দেখতে শুনতে এবং কথা বলাতেও বেশ ভালো একাতেরিনা। তাই সিনেমার অফারটিও পেয়েছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে রাগবি গার্লস নামে এক হলিউড ছবিতে বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে তাকে।

ক্ষুদ্র অথচ প্রসিদ্ধ টি স্টল

ঢাকা, ২৫ আগস্ট : প্রস্থ দুই মিটার। এটিকেই বলা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও ক্ষুদ্রতম টি স্টল।

ইরানের রাজধানী তেহরানের বড় বাজারে এটি অবস্থিত। তেহরানের বড় বাজারে ঘোরার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা জানেন এর বিশালতা। হাজার হাজার দোকান, হাজারো সর্পিল অলিগলি এর। এখানেই আছে দোকানটি। অনেক টি স্টলের মধ্যে এটি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে স্টলমালিক কাজেম মাভুতিয়ানের হাতের এক কাপ চা তো খাবেনই, সাথে শুনবেন চায়ের নানা ওষুধি গুণাগুণ।

এ স্টলে চায়ের পাশাপাশি কফি ও হট চকোলেটও পাওয়া যায়। তবে খ্যাতি চায়ের জন্যই। স্টলমালিক কাজেম মাভুতিয়ানেরও ওই কথা ভালোই জানা। তিনি বলেন, আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। ইংলিশ, তুর্কি ও আরবীয় স্টাইলে বানানো চায়ের স্বাদ নিয়েছি। তবে পারসিয়ান (ইরানি) চায়ের কোনো তুলনা হয় না।

কাজেম মাভুতিয়ান এখন এ স্টলের মালিক হলেও উত্তরাধিকার সূত্রে এটি পেয়েছেন বাবা আলি মাভুতিয়ানের কাছ থেকে। তিনিও অবশ্য এ স্টলের আদি মালিক নন। আদি মালিক মোহাম্মদ হাসান শামশিরি। ১৯৬২ সালে স্টলটি কিনে নেন আলি মাভুতিয়ান।

স্টলমালিক কাজেম মাভুতিয়ান জানান, ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের আগে এ বাজারের বহু দোকানেই আমরা চা সরবরাহ করতাম। কিন্তু পরে অনেকে চা বানাতে শুরু করেন। অবশ্য এতে আমাদের বিশেষ কোনো তি হয়নি। তিনি বলেন, আমরা প্রতিদিন বিপুল বিদেশী পর্যটককে চা খাওয়াই। আমি প্রত্যেক ক্রেতাকে বলি তারা যেন ভিজিটরস বুকে কিছু লিখে যান। এ ছাড়া এখানে যিনি প্রথমবার চা পান করেন তাকে একটি স্মারক মুদ্রা উপহার দেয়া হয়।

স্টলমালিক কাজেম মাভুতিয়ান সোস্যাল মিডিয়ার মার্কেটিং পাওয়ারের প্রতি প্রচণ্ড আস্থাশীল। কয়েক বছর আগে হাজ আলি ডারভিশ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। দোকানে যারা আসেন তাদের সবার ছবি তিনি ওতে পোস্ট করেন। তিনি বলেন, এটাই আমার ছোট্ট দোকানটিকে এ বাজারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে। সিএনএন।

পড়ে থাকা গাড়ি ২২ লাখ ডলার!

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর : যাদের একটু-আধটু গাড়ির শখ, ফেরারির নাম শুনলেই তাদের মনটাও কেমন যেন 'ফেরারি' হতে চায়। অথচ একটি দুপ্রাপ্য ফেরারি কি না গত প্রায় ৪০ বছর ধরে এক ভদ্রলোকের গ্যারেজে পড়ে থেকে পচছিল!

দুপ্রাপ্য গাড়িটি ফেরারি ডেটোনা। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত মোট এক হাজার ২৮৪টি ডেটোনা তৈরি করেছিল ফেরারি। যার মধ্যে ৩০তম হলো এই লাল রঙের গাড়িটি। এক হাজার ২৮৪টি ডেটোনার মধ্যে একমাত্র এই গাড়িটির বডি ছিল অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি।

ওডোমিটার (দূরত্ব মাপক) অনুযায়ী গাড়িটি মোট ৩৬ হাজার ৩৯০ কিলোমিটার চলেছে। ১৯৬৮ সালে তৈরি হওয়া এই ফেরারি ডেটোনাটি '৬৯-এ প্রথম বিক্রি হয়। এরপর একাধিকবার হাতবদল হয়ে অবশেষে জাপানের মাকোতো তাকাইর গ্যারেজে জমা হয়। গত জুন মাসে এই গ্যারেজ থেকেই উদ্ধার হয় গাড়িটি।

প্রায় ৪০ বছর পড়ে থাকার ফলে ধুলো-ময়লা জমে গাড়িটি জৌলুস হারিয়েছে অনেকটাই। সম্প্রতি ইতালিতে একটি নিলামে ২২ লাখ ডলারে বিক্রি হলো গাড়িটি। বাংলাদেশী মুদ্রায় যা প্রায় ১৮ কোটি টাকা। জানা গিয়েছে, ফেরারি যে দামে এই ডেটোনা মডেলের গাড়ি বিক্রি করে, এ গাড়িটি তার চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি দামে নিলাম হলো। তবে জাপানের মাকোতো তাকাইর গ্যারেজে কেন এই দুপ্রাপ্য গাড়িটি এত দিন অবহেলায় পড়েছিল তা কিন্তু জানা যায়নি। ইন্টারনেট।

হেলথ টিপস : আমড়া হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলে সাহায্য করে

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর : আমড়া চর্বি বা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃৎপিণ্ডে সঠিকভাবে রক্ত চলাচলে সাহায্য করে। ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে আমড়ার ভূমিকা অতুলনীয়। আমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ও ফাইবার থাকে। এর প্রায় ৯০ শতাংশই পানি, চার-পাঁচ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট ও সামান্য প্রোটিন। প্রতি ১০০ গ্রাম আমড়ায় ভিটামিন-সি পাওয়া যায় ২০ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ২৭০ মাইক্রোগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৬ মিলিগ্রাম এবং আয়রন পাওয়া যায় চার মিলিগ্রাম। আমড়ায় যথেষ্ট পরিমাণ পেকটিনজাতীয় ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট জাতীয় উপাদান থাকে। এসব উপাদান নানা রোগ-ব্যাধি থেকে শরীরকে মুক্ত রাখে। আমড়া খেলে দাঁতের মাড়ি শক্ত এবং দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। আমড়ার ভেতরের অংশের চেয়ে বাইরের খোসাতে ভিটামিন-সি এবং ফাইবার থাকে বেশি। এই দু'টি উপাদান দেহের রোগপ্রতিরোধ মতা দ্বিগুণ করে দেয়। আমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকায় পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের জন্য এটা আশীর্বাদস্বরূপ। আমড়া চুল, নখ, ত্বক সুন্দর রাখে; পিত্ত, কফ সর্দি-কাশি নিবারণ করে; কণ্ঠস্বর পরিষ্কার রাখে এবং খাবারের রুচি বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া রক্ত জমাট বাঁধার মতা বৃদ্ধি করে আমড়া। আমড়ায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা ক্যান্সারসহ কয়েকটি মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে। চিনির পরিমাণ খুব কম থাকায় উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের রোগীরাও আমড়া খেতে পারেন। তবে পাকা আমড়ায় সুগারের পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পাকা আমড়ার পরিবর্তে কাঁচা আমড়া খাওয়াটাই নিরাপদ। ইন্টারনেট।

কয়েক মিনিটেই বাড়ি নির্মাণ!

ঢাকা, ২৫ আগস্ট : ব্রিটেনের একটি সংস্থা সম্প্রতি বাড়ি বানানোর তাক লাগানো পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। যে আশ্চর্য বাড়ির কথা বলা হয়েছে, তা তৈরি হয়ে যায় মাত্র কয়েক মিনিটে।

টেন ফো! ইঞ্জিনিয়ারিং নামে ওই সংস্থা বলছে, তাদের নির্মিত বাড়ি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠবে। সংস্থাটির দাবি, ৬৪৫ স্কোয়ার ফুটের বাড়ি নির্মাণ করতে সময় লাগবে ১০ মিনিট। তবে আকর্ষণীয় বিষয়, প্রয়োজনে এটি যেকোনো সময় গুটিয়ে ফেলা সম্ভব। অর্থাৎ বাড়িটি গুটিয়ে যেকোনো স্থানে নিয়ে ফের বসিয়ে দেয়া যাবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাড়িটি গুটিয়ে কিংবা বিস্তার ঘটানো সম্ভব বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানটি। সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় গাড়িতে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়া যাবে। এমনকি শিপিং কনটেইনারে করেও এটি দূরে কোথাও পাঠানো সম্ভব।

প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার স্থপতি ডেভিড মার্টিন জানান, বাড়িটি ঘন ঘন ফো! করলে কিংবা খুললেও এটি দুর্বল হবে না, রঙও নষ্ট হবে না।

অবশ্য ইউবক্স ডিজাইনের বাড়িটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। এ দিকে তাক লাগানো বাড়িটির দামও তাক লাগানোর মতোই। মাত্র ১০ কোটি ৫৭ লাখ টাকা!

বানরের কোলে মুরগি!

ঢাকা, ২৮ আগস্ট : মুরগিকে লালনপালন করছে একটা কালো বানর! কখনো আঙুলগুলো দিয়ে তার লোম থেকে নোংরা বেছে দিচ্ছে তো কখনো তার সাথে খেলছে। ঠিক যেন মুরগির মা। বানর আর মুরগির এত মিলমিশ কখনো দেখেছেন? ইসরাইলের রমত গান সাফারি পার্কে গেলেই যার দেখা মিলবে।

সাফারি পার্ক চিড়িয়াখানার নিভ নামে এক বানরের ঘরে একদিন একটা ছোট মুরগি ঢুকে পড়ে। সাধারণত কোনো রকম অচেনা প্রাণীকে নিজের ঘরে ঢুকতে দেখলে আক্রমণ করত নিভ। কিন্তু ওই মুরগির ছানাটিকে সে তাড়িয়ে দেয়নি। উপরন্তু তাকে মাতৃস্নেহেই নিজের কাছে রেখেছে।

চিড়িয়াখানার মুখপাত্র মর পরাট জানান, নিভের বয়স এখন চার বছর। কিন্তু তার জন্য এখনো উপযুক্ত পার্টনার পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, 'হরমোনের তারতম্যের জন্য এই সময়ে সব প্রাণীর মধ্যেই মাতৃস্নেহের সঞ্চার হয়। নিভের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাই মায়ের মতো মুরগিটির যত্ন নিচ্ছে সে।' আর মুরগিটি? বাঁদর মাকে পেয়ে সে বেশ খুশি। আসল মায়ের কাছে নাকি আর যেতেই চাইছে না সে।

হেলথ টিপস : কলমিশাকের উপকারিতা অনেক

ঢাকা, ২৯ আগস্ট : পানিতেই জন্ম, পানিতেই বেড়ে ওঠা কলমিশাকের উপকারিতা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। অন্যান্য শাকের চেয়ে তুলনামূলক কম খাওয়া হলেও এর গুণ অসামান্য। কলমিশাক আঁশজাতীয় খাবার। এতে খাদ্য উপাদান রয়েছে প্রচুর। এটি চোখ ভালো রাখে, হজমে সাহায্য করে এবং রক্তে হিমোগ্লোবিনের অনুপাত ঠিক রাখে। প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে বলে এই শাক হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলমিশাক খাওয়ালে তাদের আর বাজারের প্রচলিত ফুড সাপ্লিমেন্টের দরকার হয় না। কলমিশাক দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে। কলমিশাকে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন-সি। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং শরীরের বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশক্তি থাকায় শারীরিক দুর্বলতা দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে এই শাক। রোগীকে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য কলমিশাক খাওয়ানোর পরামর্শ দেন ডাক্তাররা। এ ছাড়া কলমিশাক বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। কলমিশাকে পর্যাপ্ত লৌহ থাকায় এই শাক রক্তশূন্যতার রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। সারা দেহে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ঠিক রাখতেও এই শাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিমানে ইঁদুরের তাণ্ডব

ঢাকা, ২৯ আগস্ট : একটি ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে ৯ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ল ভারতের দিল্লি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান।

গত রোববার দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার সময়ই বোয়িং ৭৭৭ বিমানে ক্রুদের নজরে আসে একটি ইঁদুর। সেই সময় বিমানটিতে ইকোনমি ক্লাসে ১৭২ জন ও বিজনেস ক্লাসে ৩৪ জন যাত্রী ছিলেন। এ ছাড়া দীর্ঘ সময়ের বিমান হওয়ায় ছিলেন চারজন পাইলট ও ক্রু মেম্বাররা।

সেফটি প্রোটোকল মেনে সাথে সাথে বিমানটিকে টার্মিনালে নিয়ে আসা হয়। এরপর সেই ইঁদুরের তল্লাশি চালাতে চালাতে সময় কেটে যায় ৯ ঘণ্টা। যে বিমান ছাড়ার কথা ছিল রাত আড়াইটায়, সেটিতে ফের ক্রু ও যাত্রীরা গিয়ে বসেন পর দিন দুপুরে।

ইঁদুরটি খুঁজে বের করতেই সময় লেগে যায় ছয় ঘণ্টা। এরপর আর কোনো ইঁদুর আছে কি না তা খতিয়ে দেখে বিমান ছাড়তে সময় নিয়ে নেয় আরো তিন ঘণ্টা। এত দেরি হওয়ার ব্যাপারটিকে মোটেই হালকাভাবে দেখছেন না এয়ার ইন্ডিয়ার নতুন চেয়ারম্যান রাজীব বনসল। তিনি গোটা ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। কিভাবে বিমানে ইঁদুর ঢুকে পড়ল, কিভাবে এমন ঘটনা ভবিষ্যতে এড়ানো যায় তাও কর্মীদের থেকে জানতে চেয়েছেন তিনি।

এক সিনিয়র কমান্ডার বলেছেন, 'চলন্ত বিমানে ইঁদুর একবার কোনো বৈদ্যুতিক তার কেটে দিলে মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারে। তখন আর পাইলটের কিছু করার থাকে না। গোটা সিস্টেমই তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।'

অজানা সামুদ্রিক দানব!

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর : চোখ নেই। মুখের আকারও সুস্পষ্ট নয়। তবে মোটা চামড়ার শক্ত চোয়াল থেকে বেরিয়ে আসা ধারালো করাতের মতো দাঁত প্রকাশ করছে তার হিংস্রতা।

প্রাণীটিকে দানব আকৃতি বললে ভুল হবে না। দেহের শেষাংশে হালকা কাঁটাওয়ালা লেজ। মোটা, পুরু চামড়া। হিংস্র মুখ। যুক্তরাষ্ট্রের গালভেসস্টোন থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে টেক্সাসের সৈকত থেকে উদ্ধার হয় এই সামুদ্রিক প্রাণীটি।

আর্থ টাচ নিউজ নামে একটি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাাৎকারে প্রাণী বিশেষজ্ঞ তেঘা জানিয়েছেন, এটি আসলে স্নেক ইল অথবা এপ্লাটফিস চোলিওডাস প্রজাতির প্রাণী। সহজভাবে বলতে গেলে, সর্পাকৃতি পাকাল মাছের মতন। সমুদ্রের ১০০-৩০০ ফুট তলায় এদের বসবাস। সমুদ্রের সব ধরনের ছোট মাছই তাদের অন্যতম খাদ্য।

প্রীতি দেশাই নামে ন্যাশানাল অডবন সোসাইটির এক কর্মকর্তা টুইটারে এই ভয়াল প্রাণীটির ছবি পোস্ট করেন। তারপরই মুহূর্তে ভাইরাল হওয়া এই প্রাণীর ছবি নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়।

ড. আবুল কালাম আজাদ

প্রিন্সিপাল
দারুল উলুম বার্মিংহ্যাম ইসলামিক হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ

সামাজিকতার নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় ইসলাম যে বিধি নিষেধ দিয়েছে তা কিন্তু সকল ধর্মেই আছে। ইসলামকে এ কারণে চরমপন্থী মনে করার কোনো কারণ নেই। তাওরাত ও বাইবেল নারীদের মুখ ঢাকা ও তাদের মান-সম্মান রক্ষা করার ওপর কী রকম তাকিদ দেওয়া হয়েছে তা পড়লেই বুঝা যায়। এখনো খৃষ্টান 'নান'রা হিযাব পরে থাকেন এবং পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকেন

প্রশ্নঃ আমরা কিতাবে বা শায়খদের কাছে একটা শব্দ শুনি 'দাইউস'। আমি আসলে এই কথাটা অর্থ ভালো করে বুঝি না। আপনি যদি এই শব্দটার আসল মানে কি এবং এটা আমাদের জানা থাকা দরকার কেন।

উত্তরঃ দাইউস কথাটা মূলত হাদিসে এসেছে। এটা কুরআনে আসে নাই। হাদিস পড়লে বুঝা যায় যে সাহাবায়ে কেরামও এই শব্দটার সাথে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। আব্দুল্লাহ বিন আল-হারেছ (রাঃ) হতে বর্ণিত একটা হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তিনটা জিনিস তার নিজের হাতে তৈরি করেছেনঃ আদমকে তার নিজের হাতে গড়েছেন, তাওরাত নিজের হাতে লিখেছেন, আর জান্নাতুল ফেরদাউস নিজের হাতে নির্মাণ করেছেন। এর পর তিনি (আল্লাহ) বলেন ঃ আমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম করে বলছি- এখানে (ফেরদাউসে) মাদকাসক্ত প্রবেশ করবে না, আবার 'দাইউস'ও প্রবেশ করবে না। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, আমরা তো মাদকাসক্ত কে তা জানি, কিন্তু দাইউস কি বা কে? তখন তিনি বললেন যে তার পরিবারে 'বদ' কাজের স্বীকৃতি দেয়। (হাদিউল আরওয়াহঃ ইবনুল কাইয়েম ৯৮)। এবার আরেকটি হাদিস দেখুন। এটা ইমাম আল-মুনযেরী আত-তারগীব ও আত-তারহীবে (৩/২৫০) বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যে, তিন ধরণের লোক কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না- দাইউস, পুরুষালী মহিলারা আর মাদকাসক্তরা। তখন তারা বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, মাদকাসক্তদের তো আমরা চিনলাম, কিন্তু দাইউস কে? তিনি বললেন- দাইউস হলো সেই ব্যক্তি যে তার পরিবারে কে প্রবেশ করলো সে ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। তখন আমরা বললাম- পুরুষালী মহিলা কারা? তখন তিনি বললেন যারা পুরুষের মতো হয়ে থাকতে চায়।

এই দুই হাদিস দ্বারা পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, দাইউস হলো সেই ব্যক্তি যে তার পরিবারের মহিলা সদস্যাদের মান-সম্মান, চরিত্র ও ফ্রি মিক্সিং এর ব্যাপারে কোনো খেয়াল করে না, বরং এটাকে মৌন সম্মতি দেয়। আমাদের সমাজে বহু মুসলমান আছেন যারা পরিবারে পর্দা-পুশিদাকে বাড়াবাড়ি ও সেকেলে বলে মনে করেন। অথচ একজন স্বামী বা বাবার দায়িত্ব হলো তার স্ত্রী বা মেয়েদের ঘরে কারা আসছে যাচ্ছে বা উঠাবসা করছে তা খেয়াল করা এবং এ ব্যাপারে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। যারা নিজেরা পরিবারের কর্তা হয়েও এ ব্যাপারে খেয়াল করেনা, তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। অবশ্য যে মহিলারা অন্য পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশায় ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং নিজের মান-সম্মান ও চরিত্রকে হেফাজতও করে না তারাও জান্নাতে যাওয়ার আশা করতে পারেন না। সামাজিকতার নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় ইসলাম যে বিধি নিষেধ দিয়েছে তা কিন্তু সকল ধর্মেই আছে। ইসলামকে এ কারণে চরমপন্থী মনে করার কোনো কারণ নেই। তাওরাত ও বাইবেল নারীদের মুখ ঢাকা ও তাদের মান-সম্মান রক্ষা করার ওপর কী রকম তাকিদ দেওয়া হয়েছে তা পড়লেই বুঝা যায়। এখনো খৃষ্টান 'নান'রা হিযাব পরে থাকেন এবং পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকেন (দেখুনঃ Encyclopaedia Judaica, New York: Peter Publishing House, 1971 ,16/84, James Orr, eds. The International Standard Bible Encyclopaedia, Chicago: Howard Severance Company, 1915, 5/3047)

আমি অবাক হয়ে দেখেছি অনেক মাওলানার ঘরেও পর্দা-পুষিদা নেই। পরিবারে একেবারে অবাধ মেলামেশা হয় এবং এ কারণে গোচরে-অগোচরে অনেক অনৈতিক কর্মকান্ড হয়। ভাবী-দেবরের পরকীয়া প্রেম, পরিবারের অন্য সদস্যদের ভেতর পরকীয়া প্রেম ও যিনা ব্যভিচারের কথা আমরা কতই শুনি ও জানি। এগুলো সবই হয় অবাধ মেলামেশার কারণে। আর যে পুরুষেরা এগুলো দেখেও না দেখার ভান করেন তারাই হলেন দাইউস। আর এই দাইউসরা জান্নাতে না যাওয়ার কারণ হলো তারা অন্য নারী-পুরুষকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করে না, অথচ পরিবারের কর্তা হিসাবে তারা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কিন্তু তারা সমাজিকতাকে ভয় করেছেন বেশি, মানুষের সমালোচনাকে ভয় করেছেন বেশি, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করেননি। আর যারা আল্লাহকে ভয় না করে মানুষকে ও তাদের সমালোচনাকে বেশি ভয় করেন তারা কীভাবে জান্নাতে যাবেন?

প্রশ্নঃ নামাযের আগে মুখে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে বলাকে আমাদের কিছু ইমাম ও মাওলানারা উত্তম বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই। দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তরঃ অনেক ধন্যবাদ। আমি তো আসলে কোনও ইমাম নই বা এমন বড় কোনো পন্ডিতও নই। কিন্তু একজন মুসলমান হিসাবে একটা সহজ কথা আমি বুঝি- তাহলো আমাদেরকে ইসলাম শিখতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে এরপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে। সালাত এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে, জিব্রাঈল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ও শিখিয়ে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সেভাবে তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে শিখিয়েছেন। সালাত কীভাবে শুরু করতে হবে, কীভাবে পড়তে হবে, কীভাবে শেষ করতে হবে- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবই করেছেন ও শিখিয়ে দিয়েছেন। আপনারা হাদিসের কিতাবগুলো পড়ে দেখুন তো নামায শুরু করার আগে মুখে মুখে নিয়ত বলার কোনও হাদিস পাওয়া যায় কি-না? যদি না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুখে মুখে নিয়ত বলতেন না। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেহেতু করেননি, তাই আমরাও তা করা দরকার নেই। যদি কেউ বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) করেননি, কিন্তু এটা করা উত্তম, তাহলে তা হবে একদম বোকামী। কারণ এর অর্থ দাড়াচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শিখিয়েছেন কিন্তু তিনি উত্তম নামায শিখাননি, আমাদের ইমামের কাছ থেকে উত্তম নামায শিখতে হবে। এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি চরম অপমান। এই ধরণের কথা যদি কেউ বলেন তাকে তওবা করা উচিত। যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আমলের বাইরে গিয়ে নিজের মন মতো ইসলামকে পালন করতে চান তারা ভীষণ বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন, আছেন বিদয়াতের মধ্যে। ইবাদতের নামে যারা বিদয়াত করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর হুশিয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH. Email:
kalamahsan@hotmail.com

স্বাগত, হিজরি নববর্ষ ১৪৩৯

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। মক্কার কাফিরদের পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়ন, অব্যাহত অমানবিক আচরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ নীরবে সহ্য করার পর তাদের স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়।

তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ তাআলা তাদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। মহানবী (সা.) ও মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মারক বানিয়ে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.) হিজরি নববর্ষের গোড়াপত্তন করেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র চান্দ্রমাসের পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। ইবনে সমরকন্দি বলেন, 'হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে চিঠি লিখেছেন যে আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অনেক ফরমান আসে; কিন্তু তাতে তারিখ লেখা থাকে না। সুতরাং সময়ক্রম নির্ধারণের জন্য সাল গণনার ব্যবস্থা করুন। তারপর ওমর (রা.) হিজরি সালের গোড়াপত্তন করেন।'

আল্লামা ইবনুল আছির (রহ.) আল কামিল ফিৎ তারিখের মধ্যে এটিকে প্রসিদ্ধতম ও বিশুদ্ধতম অভিমত বলে আখ্যায়িত করেছেন। (সূত্র : উমদাতুল ক্বারি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮)

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত : যখন হজরত ওমর (রা.) সাল প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি পরামর্শ সভার আহ্বান করেন। সভায় সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত থেকে সাল গণনার প্রস্তাব দেন। হজরত তালহা (রা.) নবুয়তের বছর থেকে সাল গণনার অভিমত ব্যক্ত করেন। হজরত আলী (রা.) হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বর্ষ গণনার প্রস্তাব দেন। তারপর তাঁরা সবাই আলী (রা.)-এর প্রস্তাবে ঐকমত্য পোষণ করেন। এরপর কোন মাস থেকে শুরু হবে–এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) রজব থেকে শুরু করার প্রস্তাব দেন। কেননা এটি চারটি সম্মানিত মাসের মধ্যে প্রথমে আসে। হজরত তালহা (রা.) রমজান থেকে শুরু করার কথা বলেন। কেননা এটি উম্মতের মাস। হজরত আলী (রা.) ও ওসমান (রা.) মহররম থেকে শুরু করার পরামর্শ দেন। (উমদাতুল ক্বারি : ১৭/৬৬)

বর্ষ গণনা হিজরত থেকে আরম্ভ করার কারণ

বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে হিজরতের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ কী? অথচ মহানবী (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তিসহ আরো একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সাল গণনা শুরু করা যেত। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) এভাবে দিয়েছেন : সুহাইলি (রহ.) এ বিষয়ে রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম সাল গণনার বিষয়ে হিজরতকে প্রাধান্য দিয়েছেন সুরা তাওবার ১০৮ নম্বর আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। এই 'প্রথম দিন' ব্যাপক নয়। এটি রহস্যাবৃত। এটি সেই দিন, যেদিন ইসলামের বিশ্বজয়ের সূচনা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিরাপদে ও নির্ভয়ে নিজ প্রভুর ইবাদত করেছেন। মসজিদে কোবার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ফলে সাল গণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম সেই দিনকেই বেঁচে নিয়েছেন। (ফতহুল বারি : ৭/২৬৮)

তিনি আরো লিখেছেন, 'মহানবী (সা.)-এর জন্ম, মৃত্যু, হিজরত ও নবুয়তপ্রাপ্তি–এ চার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাল গণনা করা যেত। কিন্তু জন্ম ও নবুয়তের তারিখ নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। আর মৃত্যু শোকের স্মারক। তাই অগত্যা হিজরতের মাধ্যমেই সাল গণনা শুরু করা হয়েছে।' (ফতহুল বারি, প্রাগুক্ত)

লেখক : শিক্ষক, মাদরাসাতুল মদিনা

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
২৯ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	৫:২৮	৬:৫৫	১২:৫৬	৪:৪৭	৬:৪৬	০৮:০৩
৩০ সেপ্টেম্বর	শনিবার	৫:৩০	৬:৫৭	১২:৫৫	৪:৪৫	৬:৪৩	০৮:০০
০১ অক্টোবর	রবিবার	৫:৩০	৬:৫৮	১২:৫৫	৪:৪৩	৬:৪১	০৭:৫৯
০২ অক্টোবর	সোমবার	৫:৩২	৭:০০	১২:৫৫	৪:৪১	৬:৩৯	০৭:৫৭
০৩ অক্টোবর	মঙ্গলবার	৫:৩৪	৭:০২	১২:৫৪	৪:৩৯	৬:৩৪	০৭:৫৫
০৪ অক্টোবর	বুধবার	৫:৩৫	৭:০৩	১২:৫৪	৪:৩৭	৬:৩২	০৭:৫৩
০৫ অক্টোবর	বৃহস্পতিবার	৫:৩৬	৭:০৫	১২:৫৪	৪:৩৫	৬:৩০	০৭:৫১

পছন্দের উইকেটের আনন্দে পেসাররা

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পচেফস্ট্রুমে বাংলাদেশ এই পর্যন্ত একটিমাত্র টেস্ট খেলেছে সেই ২০০২ সালে। স্বভাবতই এখানে টেস্ট খেলা কোনো

ক্রিকেটার এখন আর দলে নেই। তবে এই ভেন্যুতে ২০০৮ সালে ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েসের। সেই অভিজ্ঞতাটা বাংলাদেশের পুরোটা কাজে লাগবে কি না, সে নিয়ে একটু সংশয় ছিল। কারণ, ইনজুরিতে আছেন তামিম ইকবাল।

গতকাল পচেফস্ট্রুম থেকে আশার খবর শুনিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ম্যানেজার ও প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু। তিনি বলেছেন, মাংসপেশীতে টান লেগে কয়েক দিন মাঠের বাইরে থাকা তামিম পুরো সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এমনকি গতকাল নেটে ব্যাটিংও করেছেন। শুধু তামিম নন, তার সঙ্গী ওপেনার সৌম্য সরকারও সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনিও হয়ত আগামীকাল থেকে অনুশীলন শুরু করবেন।

দলের এই সুখবরের সময়ে বাংলাদেশের পেসাররা নিজেদের প্রস্তুত করছেন পছন্দের কন্ডিশনে জ্বলে ওঠার। বাংলাদেশের ফাস্ট বোলাররা সাধারণত দেশে বিমাতাসুলভ কন্ডিশনেই বল করে থাকেন। উইকেট, কন্ডিশন কিছুই তাদের পক্ষে থাকে না। এরকম দু একটা বিদেশ সফরে যা একটু সুযোগ আসে পছন্দের উইকেটে বল করার। গতকাল রুবেল হোসেন যেমন বলছিলেন, এই কন্ডিশনে জায়গা মতো বল করতে পারলে তাদের ভালো না করার কোনো কারণ তিনি দেখেন না। ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র পাওয়ার জটিলতায় একটু দেরি করে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া রুবেল বলছিলেন, 'আমরা সবাই জানি, দক্ষিণ আফ্রিকা পেস বোলারদের জন্য আদর্শ জায়গা। এখানে উইকেটে ভালো বাউন্স আছে। কন্ডিশনের কারণেই ভালো সুইং পাওয়া যায়। ফলে আমাদের পেস বোলারদের ভালো করার কথা। আমরা যদি জায়গা মতো বল করতে পারি, নিজের কাজটা করতে পারি, তাহলে এখানে আমাদের পেসাররা ভালো রেজা! পাবে।'

এই ধরনের কন্ডিশন ফাস্ট বোলারদের যেমন প্রলুব্ধ করে, তেমন বিপদও আছে। এখানে অনভ্যস্থ হওয়ায় পছন্দের এই উইকেটেও এলোমেলো হয়ে যেতে পারে লাইন লেন্থ। সেই ভয়টা মাথায় থাকার পরও রুবেল বলছিলেন, সেটা মানিয়ে নেওয়া সম্ভব। আর মানিয়ে নিতে পারলেই সাফল্যও পাওয়া সম্ভব, 'বাউন্সি উইকেটে লাইন-লেন্থে একটু অ্যাডজাস্ট করা লাগে। এখানে বেশি পিছনে বল করলে ব্যাটসম্যানদের জন্য সুবিধা হয়ে যায়। ফলে সেটা করা যাবে না। ওটা একটু মানিয়ে নিতে পারলে আমার মনে হয় আমরা ভালো করতে পারব।'

উল্লেখ্য, বেনোনিতে অনুশীলন ম্যাচ ও অনুশীলন পর্ব শেষ করে এখন বাংলাদেশ দল পচেফস্ট্রুমে। এখানে প্রথম টেস্ট খেলার আগে এখানে কয়েকটা দিন অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ দল। এই সফরে প্রথম টেস্ট এখানে খেলার পর দল চলে যাবে ব্লুমফন্টেইনে। সেখানে ৬ অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ। এরপর ওয়ানডে সিরিজ। ওয়ানডে সিরিজের আগে ওই ব্লুমফন্টেইনেই একটি একদিনের অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এরপর বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে ১৫ অক্টোবর, কিম্বার্লিতে। দ্বিতীয় ওয়ানডে ১৮ অক্টোবর; পার্লে। তৃতীয় ওয়ানডে ইস্ট লন্ডনে; ২২ অক্টোবর। এরপর বাংলাদেশ দল আবার ফিরে আসবে ব্লুমফন্টেইনে। এখানে ২৬ অক্টোবর ও ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে দুটি টি-টোয়েন্টি।

পান্ডিয়াতে মুগ্ধ কোহলি

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার ৭৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে ইংল্যান্ডকে তৃতীয় ওয়ানডেতে ৫ উইকেটে পরাজিত করে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে নিশ্চিত করেছে স্বাগতিক ভারত। এ জয়ের ফলে পান্ডিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করে ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি বলেন, রোহিত ও রাহানের পরে পান্ডিয়া দারুণ খেলেছে। পান্ডিয়া আসলেই একজন তারকা, ব্যাট হাতে সে ইচ্ছা করলে যা খুশি তাই করতে পারে। শুধুমাত্র ব্যাট হাতে নয়, বল হাতেও সে সমান দক্ষ, এমনকি ফি! ংয়েও। গত পাঁচ/ছয় বছর যাবৎ তার মতো একজন খেলোয়াড়ই আমরা খুঁজছিলাম। বেশ কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় দলে একজন বিধ্বংসী অল-রাউন্ডারের অভাব ছিল। সে এসে আমাদের সেই অভাব পূরণ করেছে। বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটে সে একটি বিশাল সম্পদ। তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমার শুভকামনা থাকল।

চাপ নিতে চান না মার্করাম

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : নিকট অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা তরুণকে নিয়ে এতো হৈচৈ হয়নি। সেই ব্যাপারটাই উপভোগ করছেন এইডেন মার্করাম।

সবকিছু ঠিক থাকলে ২৮ তারিখ থেকে শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক হচ্ছে মার্করামের। তাকে বলা হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ নেতা। সেটা ব্যাট হাতে এবং আক্ষরিক অর্থে অধিনায়ক হিসেবে। নেতা হিসেবে ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যুব বিশ্বকাপ জেতানো মার্করাম ব্যাট হাতে অসামান্য সময় কাটাচ্ছেন।

এই সময়ে মার্করামকে নিয়ে উচ্ছসিত দেশটির ক্রিকেট মহল। এই উচ্ছাসে যোগ দিয়ে খোদ দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিস বলেছেন, তিনি অভিভূত মার্করামের ব্যাটিং দেখে। আর অন্যদিকে মার্করাম নিজে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন, এটা তার জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ।

সর্বশেষ টাইটান্সের হয়ে যে ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন মার্করাম, সেখানেই খেলোয়াড় হিসেবে ইনিংসটা দেখেছেন ডু প্লেসিস। তিনি বলছিলেন, 'আমি সত্যিই ওর ব্যাটিং দেখে এই মুহূর্তে মুগ্ধ হয়ে আছি। আমি ইংল্যান্ডেও ওকে কাছ থেকে দেখেছি। ওর পরিশ্রমের যে মানসিকতা, সেটা অসাধারণ। ওকে এই চার দিন ধরে দেখাটা এবং ব্যাট হাতে অমন পারফরম্যান্স করতে দেখাটা সত্যিই মনোমুগ্ধকর ছিল।'ডু প্লেসিস বলছেন, মার্করামের টেস্ট ক্রিকেট শুরু করার এটাই সেরা সময়। আর এই তরুণের মেধার ওপর আস্থা রাখতে চান অধিনায়ক, 'আমি মনে করি, এটা ওর টেস্ট ক্রিকেট শুরু করার পারফেক্ট সময়। ওর কাঁধের ওপর খুব ধারালো একটা মগজ আছে। ফলে ওকে আমরা প্রোটিয়া দলে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আছি।'মার্করাম নিজেও বুঝতে পারছেন, তাকে নিয়ে দারুণ একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। তিনি সেই জোয়ারে ভেসে না গিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্টে সুযোগ পেলে সেটাকে একটা দায়িত্ব হিসেবে দেখতে চান। তিনি বলছিলেন, 'আমি জানি, এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ এবং অনেক বড় দায়িত্ব। আমি কোনো কিছুই নিশ্চিত ভেবে নিচ্ছি না।'

এমনকি মার্করাম মনে করেন না যে, তরুণদের মধ্যে তিনিই সেরা। তিনি মনে করেন, নির্বাচকদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন। এখন সেই বিশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার পালা। তবে সে জন্য কোনো চাপ নিতে চান না, 'আমি জানি, আমাদের ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটে আরো অনেক ওপেনার আছে, যাদের এখানে নেওয়া হতে পারতো। কিন্তু তারা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন। এই মুহূর্তে আমি নিজেকে কোনো চাপে ফেলতে চাই না। আহ্বায়ক (নির্বাচক কমিটির) আমাকে বলেছেন, কোনো চাপ না নিয়ে ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটে যেমন খেলি, সেটাই যেন করার চেষ্টা করি।'

খেলা নিয়ে উচ্চশিক্ষা

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) অধীনে বাংলাদেশে রয়েছে চল্লিশের অধিক ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন। খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচ, ট্রেনার, ফিজিও'র বহরও বড় হচ্ছে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়াঙ্গন সংশ্লিষ্টদের জন্য তাদের পেশা তথা খেলাধুলাই উচ্চশিক্ষার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মুশফিকুর রহিমকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। শীর্ষ পর্যায়ে খেলার সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক। তার মতো যারাই প্রচলিত পদ্ধতিতে সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাদের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। কারণ ৭০ ভাগ ক্লাস উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা উচ্চশিক্ষা লাভে বড় বাধা ক্রীড়াবিদদের জন্য। ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত এখন বিশাল জনগোষ্ঠী। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রীড়া বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ নেই বললেই চলে। সম্প্রতি ক্রীড়াবিদসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছে বিএসি (ব্যাক) ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি সেন্টারের স্পোর্টস স্টাডিজ বিভাগ।

এখানে ৭০ ভাগ উপস্থিতির শর্ত নেই। পরীক্ষার সময় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। নিজের সুবিধাজনক সময়ে কোর্স করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছেন ক্রীড়াবিদরা। ব্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাদার ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও স্পোর্টস স্টাডিজে পড়তে পারবেন।

পড়াশোনাও আন্তর্জাতিকমানের। 'ও' লেভেল, 'এ' লেভেল পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক এডেক্সেল ইউকে ও ইংল্যান্ডের ডার্বি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশনে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এখানে ?'ও' লেভেল, 'এ' লেভেল ও গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ আছে। সাড়ে ছয় বছরে শেষ করা যাবে গ্র্যাজুয়েশন। এখানে পড়ানো হয় স্পোর্টস কোচিং, ট্রেনিং, পুষ্টি বিজ্ঞান, স্পোর্টস সাইকোলজি, স্পোর্টস বায়োমেকানিকস, স্পোর্টস ফিজিওলজি, স্পোর্টস মার্কেটিং, মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও স্পোর্টস মেডিসিনসহ আরও ২১টি বিষয়।

রোনালদোকে নিয়ে বিচলিত নন জিদান

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : টানা দুই ম্যাচে গোল না পাওয়া বড় কোনো বিষয় নয়। বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের জন্যই এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তবে, খেলোয়াড়টি যদি হন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর মতো সুপারস্টার তাহলে বিষয়টা তার জন্য মোটেই সুখকর কোনো অভিজ্ঞতা নয়। যদিও, রোনালদোকে নিয়ে বিচলিত নন কোচ জিনেদিন জিদান।

আর দলের মূল ফরোয়ার্ড যেখানে গোল খরায় ভুগছেন সেখানে রিয়াল মাদ্রিদের জন্য মৌসুমের শুরুটাও যে ভাল হবে না তা সহজেই অনুমেয় ছিল, হয়েছেও তাই। এ পর্যন্ত লা লিগায় ৬ ম্যাচের তিনটিতে জয়, একটিতে ড্র ও একটিতে পরাজিত হয়ে রিয়ালের সংগ্রহে রয়েছে ১১ পয়েন্ট। টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে তাদের অবস্থান এখন পঞ্চম। আজ মঙ্গলবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে মাঠে নামতে যাচ্ছে গ্যালাকটিকোরা। এই ম্যাচের মাধ্যমে আবারো রিয়ালের হয়ে গোলে ফিরতে মরিয়া হয়ে আছেন রোনালদো।

গত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও ব্যালন ডি'অর জয়ের তালিকায় বার্সেলোনা তারকা লিওনেল মেসির সাথে অন্যতম ফেভারিট হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন রোনালদো। পর্তুগীজ এই তারকার নেতৃত্বেই ৫৯ বছরের মধ্যে প্রথম একই বছর গ্যালাকটিকোরা লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লীগের শিরোপা ঘরে তুলেছে। যদিও চলতি মৌসুমের শুরুতে রোনালদো থেকে লাইমলাইট অনেকটাই সরে এসেছে মেসির দিকে। বার্সার আরেক তারকা নেইমারের দলবদলের পরে ক্লাবের পুরো দায়িত্বই এখন এই আর্জেন্টাইনের কাঁধে। যা সে দারুণভাবে পালন করে চলেছেন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সি গায়ে মেসির গোলসংখ্যা যেখানে ৮ ম্যাচে ১২টি, সেখানে মাত্র তিন ম্যাচে রোনালদো গোল করেছেন ৩টি। যদিও নিষেধাজ্ঞার কারণে রোনালদো মৌসুমের শুরুতেই পাঁচ ম্যাচ মাঠের বাইরে ছিলেন। তারপরেও গত মৌসুমের দুর্দান্ত ফর্ম রোনা!কেই ব্যালন ডি'অর প্রাপ্তিতে বেশ খানিকটা এগিয়ে রেখেছে। গত সপ্তাহে ঘোষিত ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসি, রোনালদোর সাথে নেইমার জায়গা করে নিয়েছেন।

রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে গত সপ্তাহে ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে হতাশ করেছে রিয়াল। কিন্তু শনিবার অ্যালাভেসের বিপক্ষে আবারো জয়ের ধারায় ফিরেছে। যদিও ২-১ গোলের জয়ের ম্যাচটিতেও রোনালদো দুর্ভাগ্যজনকভাবে গোল পাননি। রিয়াল বস জিনেদিন জিদান অবশ্য রোনালদোর এই পারফরমেন্সে মোটেই বিচলিত নন। তিনি বলেছেন, 'রোনালদো এমনই। সে গোল করতে চায়, এটাই স্বাভাবিক। এখনও মৌসুমের অনেক সময় বাকি আছে। আমি নিশ্চিত বরাবরের মতো লীগের শেষ দিকে সেই ক্লাবের হয়ে পার্থক্য গড়ে দিবে।'

চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বায়ার্ন মিউনিখ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, জুভেন্টাসের মতো দলের বিপক্ষে একাই ১০টি গোল করা রোনালদো মতো খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব। আর অসাধারণ এই পারফরমেন্সই রোনালদোকে ব্যালন ডি'অর জয়ে এগিয়ে রাখবে বলেই প্রত্যাশা করছেন জিদান।

অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশ সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ চ্যাম্পিয়নশিপ

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর : নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে অংকের হিসাবটা ছিল নেপালকে হারাতে পারলে সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ চ্যাম্পিয়নশিপের দোর গোড়ায় পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ। শিরোপা নিশ্চিত করতে শেষ খেলায় ভুটানকে মোকাবেলা করবে বাংলার ছেলেরা। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় ভুটানের টার্ফে লড়াই করতে নেমে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল দল ২২ মিনিটে গোল হজম করে পিছিয়ে যায় ১-০। ৩০ মিনিটে বাংলার ফুটবলার আলামিন নেপালের জালে গোল করে খেলায় ফিরিয়ে এনেছেন ১-১। নেপাল গোল করলেও ম্যাচ পরিসংখ্যান বলছে প্রথমার্ধেই বাংলাদেশের যুবারা ৪ বার গোলের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ৩টি কর্নার পায়। নেপাল একবার সুযোগ পেলেও সেটি ব্যর্থ করে দেন গোলকিপার। বাংলাদেশকে ঠেকাতে গিয়ে প্রথমার্ধেই ৭ বার ফাউল করেছে নেপালের খেলোয়াড়রা। ৮০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হজম করলে পিছিয়ে যায় বাংলাদেশ ১-২। নেপালের কাছে হারের কারণেই অন্য চার দলের জন্য সুযোগ এসে গেল। কারণ পয়েন্ট ব্যবধানে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং ভারতের হাতে এখন সমান ৬ পয়েন্ট করে। বাংলাদেশ ও ভুটান এবং নেপাল ও ভারতের লড়াই আগামীকাল সাফের শেষ দিনে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে বাংলাদেশ এবং নেপাল মাঠে নামার আগে একই মাঠে মালদ্বীপের বিপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নেমেছিল ভারত। ভাগ্য ভালো যে কোনো ভাবেই হোক ভারত বেঁচে গেছে। মালদ্বীপের বিপক্ষে খেলার ১৮ মিনিটে গোল হজম করে পিছিয়ে যাওয়া ভারত জিতেছে ২-১ গোলে। ৩৭ এবং ৪১ মিনিটে দুই গোল করে জিতেছে।

আঙ্গেলা ম্যার্কেল যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন

কেট কনোলি

জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে আঙ্গেলা ম্যার্কেল চতুর্থ ও সম্ভবত শেষবারের মতো নির্বাচিত হলেন। তবে আগামী দিনের কার্যতালিকার ব্যাপারে তিনি সম্ভবত সন্তুষ্ট নন। ঘনিষ্ঠ মানুষদের তিনি বলেছেন, নিজের ইচ্ছেমতোই তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন। তবে তিনি আধাখেচড়া কাজ করার মানুষ নন যে মাঝপথে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন, যদি স্বাস্থ্য তাঁর জন্য সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায়।

আবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসমাপ্ত রাখাও তাঁর স্বভাবসুলভ নয়। কিন্তু তাঁর সামনে এখন বেশ বড় কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এদিকে জার্মানির অর্থনীতিতে একরকম স্বর্ণসময় বিরাজ করলেও সামনে যে অনেক ঝামেলা হবে, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দেশটির ইস্পাতশিল্প যেমন রুগ্ণ, তেমনি সেখানে ডিজেলসংকটও হতে যাচ্ছে। সেখানে দহন ইঞ্জিন বন্ধের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এখন ম্যার্কেলের নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে এটা যেন জার্মানির গাড়িশিল্পের জন্য ক্ষতিকর না হয়ে ওঠে, যে শিল্পে আট লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ম্যার্কেল এ-ও জানেন, জার্মানির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। নানা সূচকে জানা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় জার্মানি অনেক পিছিয়ে আছে।

অন্যদিকে দেশটির চাঙা অর্থনীতিও ধাক্কা খাবে। কারণ, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের প্রজন্ম অবসরে যাবে। সম্প্রতি সেখানকার জন্মহার কিছুটা বাড়লেও তাতে খুব একটা কাজ হবে না।

জার্মানি বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, এতে তার তরুণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা কিছুটা মিটবে। কিন্তু এদের জার্মান সমাজে অন্তর্ভুক্ত করতে যেমন অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, তেমনি এর জন্য দিকনির্দেশনা ও সূক্ষ্ম নীতির প্রয়োজন। এখন ম্যার্কেল যদি তাঁর দরজা খোলা রাখার নীতি ব্যর্থ করতে না চান, তাহলে তাঁকে অনেক সূক্ষ্ম আর্থিক ও আইনি নীতি গ্রহণ করতে হবে।

জার্মানির অভিবাসন নীতি সংস্কারের যে ব্যাপক দাবি উঠেছে, সেটা তাঁকে আমলে নিতে হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকদের আগমন নিয়ন্ত্রণে রাখা। একই সঙ্গে তাঁকে দেশের ভেতরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আরও ব্যয় করতে হবে। কারণ, দক্ষ শ্রমিকদের জার্মানিতে আনা খুবই কঠিন।

পেনশন ব্যবস্থায় সংস্কার আনাও জরুরি। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, অবসরের বয়সসীমা ৬৩-তেই রাখতে চান। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মিত্র ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা বলছেন, এটি খুবই অবাস্তব। ওদিকে লিগনাইট নামক একধরনের কয়লা ব্যবহারের সমর্থন করে তিনি পরিবেশবাদীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন। গাড়ি নির্মাণশিল্পের প্রতি সমর্থন দিয়েও তিনি একই ঝামেলায় পড়েছেন, যদিও ডিজেল নির্গমনের ব্যাপারে এদের ব্যবহারে নানা অসংগতি ছিল। আর এই সত্য স্বীকারে তিনি বাধ্য হতে পারেন যে ফুকুশিমায় পারমাণবিক বিকিরণের পর তিনি যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেটা খুব তড়িঘড়ি করে দেওয়া।

প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ম্যার্কেল ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রের, অর্থাৎ প্রতিরক্ষা বাজেট দ্বিগুণ করার দাবি আমলে নিতে বাধ্য হবেন। একই সঙ্গে তাঁকে আপাত-শান্তিকামী জার্মান ভোটারদের শান্ত করতে হবে। আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান সামরিক বাহিনী ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে, তার সঙ্গে প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের জন্য খরচও বাড়বে। ফলে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো ছাড়া তাঁর তেমন কিছু করার থাকবে না।

ইউক্রেন ও তুরস্কের সঙ্গে জার্মানির শরণার্থীবিষয়ক চুক্তি আছে, তার সঙ্গে আছে উত্তর কোরিয়ার সংকট। ফলে এসব গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক ব্যাপারে তাঁকে গভীরভাবে যুক্ত থাকতে হবে। ডোনা! ট্রাম্পের একঘরে করার নীতি, রাশিয়ার যুদ্ধংদেহী অবস্থান ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কারণে তাঁকে

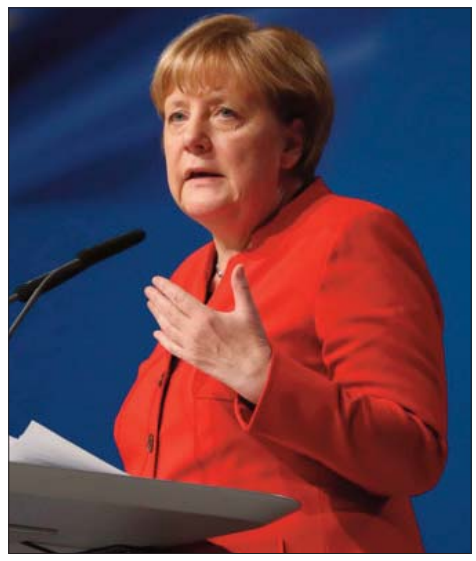

ব্যস্ত থাকতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন ক্রমবর্ধমান হারে বার্লিনকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। তাই ব্রেক্সিট-বিষয়ক আলোচনায় তাঁকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে যদি ব্রিটেনকে ছাড় দেওয়ার মতো কিছু ঘটে, তাহলে তিনি কট্টর অবস্থান নেবেন। ইউরোপিয়ান মনিটরি ফান্ড গঠনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। মাখোঁর সঙ্গে তাঁর অংশীদারি এবং মাখোঁর জমানা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ফ্রান্সে অতি ডানপন্থীরা যে ক্ষমতায় চলে আসতে পারে, বার্লিন সেটা ভালোভাবে জানে।

ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার পর ম্যার্কেলকে যে 'মুক্ত বিশ্বের নতুন নেতা' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তিনি সেটা 'সামঞ্জস্যহীন ও অদ্ভুত' বলে খারিজ করেছেন। জার্মান ভোটার ও তাঁর বৈশ্বিক প্রতিপক্ষরা চায়, জার্মানি স্থিতিশীলতার নোঙর হিসেবে কাজ করুক, সেটা তিনি ভালোভাবে বোঝেন। সে কারণে তিনি উত্তর কোরিয়া ও জার্মানির মধ্যে আপসরফাকারী হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু জার্মানি যদি অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল থাকে, তাহলেই কেবল সে এই ভূমিকা পালন করতে পারবে।

তবে আগের তিনবারের চেয়ে ম্যার্কেলের এবারের জমানা কঠিন হবে। কারণ, দেশটির অতি ডানপন্থী অলটারনেটিভ ফার ডয়চেল্যান্ড ৬০ থেকে ৮৫টি আসন পেতে যাচ্ছে, যারা দেশটির তর্ক-বিতর্কের সংস্কৃতি বিনষ্ট করতে চায়। তাদের কাছে এটা খুবই বিরক্তিকর।

সবশেষে গত ১২ বছর তিনি যে বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন, সে ব্যাপারটিতে তাঁকে এবার নজর দিতে হবে, সেটা হলো উত্তরসূরি খোঁজা। ১২ বছর শাসন করার পর তিনি হেলমুট কোহলের ১৬ বছরের শাসন করার রেকর্ড ছুঁতে যাচ্ছেন, এখনো অনেক জার্মান ওই পদে অন্য কাউকে ভাবতে পারে না।

কেট কনোলি: দ্য গার্ডিয়ানের বার্লিন প্রতিনিধি। দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া কলামটি অনুবাদ করেছেন প্রতীক বর্ধন।

যুগোস্লাভিয়া থেকে দ্রুত শিক্ষা নিক মিয়ানমার

সং কিংগ্রুন

গত ২৫ আগস্ট থেকে গেরিলা সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি– আরসা ও মিয়ানমার সরকারের সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীর বিরোধ আরো তীব্র হয়েছে। কয়েক দিন আগে আরসা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পরও মিয়ানমার সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে এককথায় এই বলে যে তারা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কোনো সমঝোতা করে না।

যেহেতু বিরোধের পেছনের মৌলিক কারণগুলো অমীমাংসিতই রয়ে গেছে, সেহেতু নতুন নতুন সংকট শিগগিরই দেখা দেবে।

কোনো কোনো গণমাধ্যমের আশঙ্কা, সংকট আরো খারাপের দিকে যদি যায় দেশটির পরিণাম হতে পারে যুগোস্লাভিয়ার মতো; সেখানে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল এবং শেষ পর্যন্ত দেশটি ভেঙেও গিয়েছিল। সোশ্যালিস্ট ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোস্লাভিয়ার এই কয়েক টুকরো হয়ে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার বিরোধই বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

এখানে এ ধরনের পরিণতি ঠেকাতে চাইলে রাখাইন সংকট অবশ্যই সমাধান করতে হবে। কারণ মিয়ানমারের ওপর এর প্রভাব বহুমাত্রিক।

রাখাইনের অবস্থান মিয়ানমারের পশ্চিমাংশে। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। রোহিঙ্গারা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর এবং তাদের বেশির ভাগই মুসলমান। কয়েক দশক ধরে রাখাইন ও রোহিঙ্গারা যে তীব্র ও গভীর বিরোধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ শুধু ধর্ম নয়।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পদের স্বল্পতা, জমি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে প্রতিযোগিতাও এ জন্য সমান দায়ী।

রাখাইনসহ মিয়ানমারের অন্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধারণা, রোহিঙ্গারা বহিরাগত, তারা এসেছে বাংলাদেশ থেকে। তাই সরকারেরও উচিত নয় তাদের নাগরিকত্বের সুবিধা দেওয়া। তাদের মিয়ানমার থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবিও তারা তুলে এসেছে সরকারের কাছে।

তবে রোহিঙ্গারা বিশ্বাস করে, যেহেতু তারা বহু বছর ধরে মিয়ানমারেই বসবাস করে এসেছে, নাগরিকত্বসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তাদের প্রাপ্য।

রাখাইন সংঘাত ও শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) সরকারের সামনে এসে দুধারা তলোয়ার হিসেবে ঘরে-বাইরে তারা যে সংকটে পড়েছে, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এমন দ্বৈত সংকটে তারা আর পড়েনি। অং সান সু চির নেতৃত্বে সরকার গত বছরজুড়ে ধর্মীয় বিরোধ প্রশমনে নানা ধরনের উদ্যোগই নিয়েছে। গত ২৪ আগস্ট সন্ধ্যায় মিয়ানমার সরকারের তরফে ঘোষণা

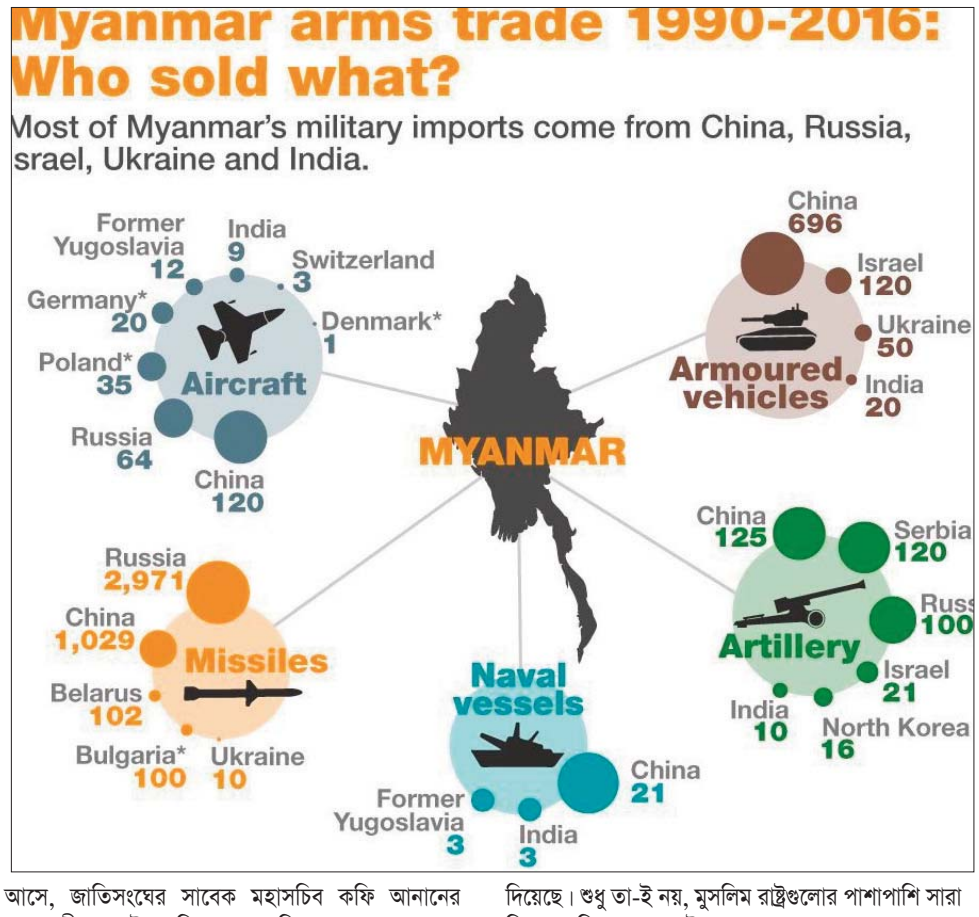

আসে, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বাধীন রাখাইন কমিশনের সুপারিশমালা অনুসারে তারা কিছু উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। তবে ঠিক তার পরদিনই ২৫ আগস্ট পুলিশের ওপর খুবই শক্তিশালী ও সহিংস সন্ত্রাসী হামলার পর এই স্থিতিশীল পরিবেশটি নষ্ট হয়ে যায়। থেমে যায় পরিবেশ উন্নয়নের উদ্যোগও।

মিয়ানমারের বাইরেও অনেক রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়ে আছে এবং দেশ-বিদেশের সব রোহিঙ্গারই অভিযোগ হচ্ছে, মিয়ানমার সরকার দীর্ঘদিন ধরেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আসছে এবং সীমান্ত অতিক্রমকালে তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। এবারের রাখাইনের এই চরম সহিংসতা মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে মারাত্মক রকমের শরণার্থী সমস্যার জন্ম দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি সারা বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে উদ্বেগ।

আসিয়ান সংস্থার বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ মালয়েশিয়াও মিয়ানমারের ওপর নিরবচ্ছিন্ন চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অং সান সু চি ও তাঁর সরকারকে চাপ দিচ্ছে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব লাভের অধিকারটি ফিরিয়ে দিতে।

রাখাইনের পরিস্থিতি যদিও কোনো আশার আলো দেখাচ্ছে না, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার মতো দেশ ভেঙে যাওয়ার পরিণতি মিয়ানমারের হয়তো হবে না। এর প্রথম কারণটি হচ্ছে, বিগত নব্বইয়ের দশকে যুগোস্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধের মূলে ছিল এর কয়েকটি প্রজাতন্ত্রের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা। মিয়ানমারের সমস্যার ধরনটি অন্য রকম। যুগোস্লাভিয়ায় যেখানে বহু জাতির ও বহু ধর্মের বিভেদ ছিল, আরাকানের মূল সমস্যা হচ্ছে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যকার বিরোধ। দ্বিতীয়ত, মিয়ানমারের আরাকানই শুধু নয়, দেশটির শান, কাচিন ও মন রাজ্যে ২০টির মতো শাখা রয়েছে স্থানীয় গেরিলা গোষ্ঠীর। বিভিন্ন দাবি থেকে তারাও সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে জড়িয়েছে। তবে এখনো তারা স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠেনি। বরং তারা জোর দিয়ে বলছে, আরো বেশি স্বায়ত্তশাসনই তাদের কাম্য।

পূর্ব ইউরোপ থেকে রুশ প্রভাব হ্রাসে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটো সাবেক যুগোস্লাভিয়ার ওই গৃহযুদ্ধে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ১৯৯০ সালে ন্যাটো বাহিনীগুলো যুগোস্লাভিয়ায় ৭৮ দিন ধরে বোমা বর্ষণ করেছিল। 'মানবতার বিপর্যয় রোধ' করার কথা বলে চলেছিল এই হামলা। এভাবেই তারা বাধ্য করেছিল যুগোস্লাভিয়ার সরকারকে পদত্যাগে। কসোভোর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল এভাবেই।

এখনো পর্যন্ত মিয়ানমারে এ ধরনের হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটেনি, তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ইতিমধ্যেই এই আভাস দিয়েছে যে তারা রাখাইনে 'মানবতার বিপর্যয় রোধ' করতে চায়।

এখন রাখাইনের সামনে জরুরি কাজটি হচ্ছে মিয়ানমার সরকার, সেনাবাহিনী, বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গা মুসলমান সম্প্রদায়–সবাই মিলে এমন একটি সমাধানসূত্র খোঁজা, যার আলোয় সংকট থেকে বেরোনোর পথটি দেখা যাবে। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলার বদলে স্থিতিশীল ও সম্প্রীতির একটি আবহ সৃষ্টি সম্ভব হবে এভাবেই।

লেখক : মিয়ানমারের শিক্ষাবিদ। চায়না ইনস্টিটিউট অব কনটেম্পরারি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সের সহযোগী অধ্যাপক ও বে অব বেঙ্গল শাখার প্রধান

সূত্র : মিয়ানমারের গণমাধ্যম মিজিমা ডটকম।

রোহিঙ্গা প্রশ্নে কূটনৈতিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশ

ইকতেদার আহমেদ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে 'সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়' এ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সময় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাশিয়া বাংলাদেশের সপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। সে সময় নিরাপত্তা পরিষদের অবশিষ্ট চার সদস্যের মধ্যে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের অবস্থান অনেকটা নিরপেক্ষ হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অবস্থান ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্যের মধ্যে চারটি সদস্যরাষ্ট্র রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও চীন ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীনের স্বীকৃতি দেয়ার বিপক্ষে যে যুক্তি ছিল, সেটি হলো বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে জাতিসঙ্ঘের সদস্যভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির ক্ষেত্রে এটি ভারতের আজ্ঞাবহ ও অধীন।

২৬ মার্চ, ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হলেও বস্তুত ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ প্রদান-পরবর্তী বাঙালি জাতি স্বাধীনতার দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন শুরুর মধ্য দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চললেও এর পরিসমাপ্তির পূর্বক্ষণে ভারত ও পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ যুদ্ধ শুরু হলেও মাঝপথে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপিত হলে রাশিয়া বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের দখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভেটো দেয়া অব্যাহত রাখে। সে সময় রাশিয়া ভেটো না দিলে এবং জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি মেনে চলতে বাধ্য হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপ্তিকাল যে প্রলম্বিত হতো অথবা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ত, ঘটনাপ্রবাহ থেকে এমনই ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ভারতের কোনোরূপ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বস্ত্রের চাহিদার বড় অংশের জোগান আসত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনমানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর বড় অংশের জোগানও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসত। স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্যে সম্পূর্ণ ছেদ পড়ে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থান ভারতের দখলে চলে যায়। বাংলাদেশ বরাবরই ভারতকে বাংলাদেশের নিকটতম বন্ধুরাষ্ট্র মনে করে থাকে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়-পরবর্তী প্রতি বছরই বাংলাদেশে ভারতের রফতানি বাড়ছে, কিন্তু সে অনুপাতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে রফতানি বাড়ছে না। বিগত বছরে ভারত বাংলাদেশে ৪৬ হাজার কোটি টাকার পণ্য রফতানি করে। অপর দিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য রফতানির পরিমাণ ছিল চার হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মে বিশেষজ্ঞ নামধারী যেসব ভারতীয় নিয়োজিত রয়েছেন, তারা এ দেশ থেকে বিগত বছরে যে পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন, এর পরিমাণ ২৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রতি বছর চোরাচালানের মাধ্যমে যে পরিমাণ ভারতীয় পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশে প্রবেশ করে, গবেষকদের অভিমত– তার মূল্যমান দেশটির রফতানি বাণিজ্যের প্রায় চার গুণ। তা ছাড়া প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণ, চিকিৎসা, কেনাকাটা ও শিক্ষায় যে পরিমাণ অর্থ এ দেশবাসী ভারতে গিয়ে ব্যয় করে তা এ দেশ থেকে ভারতীয়দের সামগ্রিক রফতানি আয়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি।

বাংলাদেশের সাথে বরাবরই রাশিয়ার সম্পর্ক বন্ধুভাবাপন্ন। সম্প্রতি বাংলাদেশ রাশিয়ার কাছ থেকে এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর আগেও বাংলাদেশ রাশিয়ার কাছ থেকে প্রায় সমপরিমাণ মূল্যের বিভিন্ন ধরনের সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করে। বাংলাদেশের রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বিষয়ে রাশিয়ার সাথে ১৩ বিলিয়ন ডলারের যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে, এটি কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ প্রকল্প।

চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও ১৯৭৫ সালের পর চীনের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে; যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চীন থেকে সর্বাধিক পণ্য আমদানিকারক দেশ। চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বহু সড়ক ও সেতু নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বেশির ভাগ বড় প্রকল্প চীনের অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পদ্মা সেতু প্রকল্প। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণের জন্য চীন বাংলাদেশের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ও গোলাবারুদের বড় অংশের চাহিদা চীন থেকে আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তারা নিয়মিত চীনের কাছ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আসছেন। চীনের প্রেসিডেন্ট গেল বছর বাংলাদেশ সফরকালীন সরকারি ও বেসরকারিভাবে বাংলাদেশে ৪০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের যে প্রস্তাব দেয় তা বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে, এ বিষয়টি এ দেশের মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম।

রোহিঙ্গারা বার্মা রাষ্ট্রের আরাকানে বসবাসরত মুসলিম জনগোষ্ঠী। তারা বার্মা রাষ্ট্রে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অপরাপর ১৪টি প্রধান ও প্রায় দেড় শ'-এর কাছাকাছি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো একটি পৃথক জাতিসত্তা। রোহিঙ্গারা সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে বংশপরম্পরায় আরাকানে বসবাস করে আসছে। ব্রিটিশ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা লাভের সময় আরাকান একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল। সে সময় বার্মায় বসবাসরত ৭০ লাখ মুসলমানের প্রায় অর্ধেক আরাকানে বসবাস করত। বার্মার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্বব্যাপী ধিকৃত তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী সু চির পিতা অং সান রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অং সানকে হত্যা-পরবর্তী উনু ক্ষমতাসীন হলে তিনিও রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় সামরিক শাসক নেউইনের আমলে। এ ব্যক্তি অভিনব আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে দাবি করতে থাকেন, ১৮২৩ সালের আগে যারা বার্মার নাগরিক ছিল তাদের বংশধররাই বার্মার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত হবে। নেউইনের এ অভিনব নাগরিকত্ব আইন সেথায় হাজার বছর ধরে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের তথাকার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দেখা না দিলেও অনেকটা জোর-জবরদস্তিমূলক তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ১৯৬২ সাল থেকে তথা হতে বিতাড়নের প্রক্রিয়ার সূচনা করে। অতঃপর বিতাড়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন থেমে থাকলেও আবার ১৯৭৮ সালে তা শুরু হয় এবং এরপর ১৯৯২, ২০১২ ও ২০১৬ সালে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে তাদের মাতৃভূমি আরাকান থেকে বিতাড়নপূর্বক বাংলাদেশে প্রবেশে বাধ্য করা হয়। আরাকানে বসবাসরত রোহিঙ্গারা দীর্ঘ দিন ধরে সব ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনকি তাদের আরাকানবহির্ভূত বার্মার অন্য কোনো অঞ্চলে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রেও তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চনার শিকার। বার্মার সামরিক শাসকেরা আরাকান রাজ্য থেকে রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূলে যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের নাগরিকত্বের অস্বীকৃতি ও সেখান থেকে বিতাড়ন এরই অংশ। এ বিতাড়ন প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করার প্রয়াসে বর্তমানে তারা যে নির্মমতা ও নৃশংসতায় রোহিঙ্গাদের হত্যা, ধর্ষণ, বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ ও সম্পদ লুণ্ঠন করছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। এ নির্মমতা ও নৃশংসতার মাত্রা সম্প্রতি এতই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় চার লাখ নারী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে বাংলাদেশে প্রবেশে বাধ্য হয়। এ প্রবেশপ্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে এবং এটিতে ছেদ না ঘটলে অচিরেই যে আরাকান রোহিঙ্গাশূন্য প্রদেশে পরিণত হবে তা অনেকটা নিশ্চিত।

বার্মার সামরিক শাসকদের পক্ষ থেকে যদিও দাবি করা হচ্ছে, আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি (আরসা) নামক একটি সশস্ত্র সংগঠন বার্মার পুলিশ ও সেনাচৌকিতে আক্রমণ ও হত্যার ঘটনা ঘটানোর কারণেই এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের ভাষ্যে জানা যায়, সেখানে আরসার কোনো ধরনের সশস্ত্র কার্যক্রমের অস্তিত্ব নেই এবং আরসার সশস্ত্র কার্যক্রমের কাহিনী রোহিঙ্গাদের আরাকান থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে বার্মার সামরিক শাসকদের সৃষ্ট।

রোহিঙ্গাদের ওপর সু চির নেতৃত্বে বার্মার সামরিক শাসকেরা যে অমানুষিক ও অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিষ্পেষণ চালাচ্ছে তাকে ভারত, রাশিয়া ও চীন ছাড়া জাতিসঙ্ঘের সদস্যভুক্ত অন্য সব রাষ্ট্র ও জাতিসঙ্ঘ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলো নৃশংসতা ও নির্মমতার বহিঃপ্রকাশে মানবতার চরম লঙ্ঘন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পৃথিবীর সব স্বনামধন্য মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে অবিলম্বে রোহিঙ্গাদের প্রতি নির্মমতা ও নৃশংসতার অবসান ঘটিয়ে এর সাথে জড়িতদের মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত। বাংলাদেশের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে আরাকান থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে লালনপালন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আরাকানে রোহিঙ্গাদের বসবাসের জন্য নিরাপদ অঞ্চল (সেফ জোন) গঠন করে জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে যেন সেখানে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে বার্মার সামরিক শাসকেরা রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থ হলে তথা জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষীদের দিয়ে যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দুর্ভোগকবলিত অঞ্চলে শান্তি রক্ষার কার্যক্রম চলছে, সেভাবে যেন এখানেও তা করা হয়। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দুই দফায় বিষয়টি যুক্তরাজ্য ও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করলেও চীনের ভ্যাটোর কারণে তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। বাংলাদেশ কখনো বিশ্বসংস্থায় ভারত, রাশিয়া ও চীনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়নি। ভারত, রাশিয়া ও চীন আরাকানে রোহিঙ্গাদের ওপর তথাকার সেনা শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়নকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে অমানবিক কাজের সপক্ষে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের কাছ থেকে বিপুলভাবে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান রাষ্ট্র হিসেবে ভারত, রাশিয়া ও চীনের জন্য বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতিকূলে বার্মার সামরিক শাসকদের পক্ষে অবস্থান নেয়া অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত। তা ছাড়া মানবিকতাকে সর্বাগ্রে অবস্থান দেয়, এমন কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে বার্মায় রোহিঙ্গাদের ওপর যে অত্যাচার ও নিষ্পেষণ চলছে তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ভারত, রাশিয়া ও চীন বাংলাদেশের জনমানুষকে এবং বিশ্ববিবেককে বিস্মিত করে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত রাষ্ট্রটির সেনাশাসকদের পক্ষাবলম্বন করে পৈশাচিকতা ও বর্বরতাকে এড়িয়ে চলার পথ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বন্ধুভাবাপন্ন এ তিনটি রাষ্ট্রের বাংলাদেশের দুর্দিনে পাশে না দাঁড়ানোয় দেশবাসী ব্যথিত ও মর্মাহত, যা দেশটির মানুষের কাছে কূটনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিয়েছে।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

রঙ্গব্যঙ্গ

রোহিঙ্গা ইস্যুতে সু চি ও সেনাপ্রধানের কাল্পনিক কথাবার্তা

মোস্তফা কামাল

রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর যে নিধনযজ্ঞ চলছে, তা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। পূর্বপরিকল্পিত।

আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েই তারা গণহত্যা শুরু করে। গণহত্যা শুরুর আগে এ বিষয়ে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চি এবং সে দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং লিংয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। সু চি রোহিঙ্গা নিধনে সম্মতি দেন। কার্যকর করছেন সেনাপ্রধান। তাঁরা আলোচনার সময় কী কথাবার্তা বলেছেন, তা আমরা কল্পনা করতে পারি।

মিন অং : ম্যাডাম, একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। আপনি যেহেতু সরকারে আছেন, আপনি না জানলে ব্যাপারটা অন্য রকম দেখায়। তাই আপনাকে বলা।

সু চি : কী বিষয় বলেন তো!

মিন অং : আপনি তো জানেন, রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত আছে।

সু চি : আমি জানি! সেটা কী?

মিন অং : আহা! রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত আপনি জানেন না!

সু চি : হুম। আমি জানি। কিন্তু আপনারা নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন কি না।

মিন অং : না না! নতুন নয়। পুরনো সিদ্ধান্তই। এবার শেষ ধাপে এসে পৌঁছে গেছি আমরা।

সু চি : শেষ ধাপটা কী?

মিন অং : রোহিঙ্গাদের নিঃশেষ করে দিতে হবে।

সু চি : এখনই!

মিন অং : আর কত? অনেক দিন তো হয়ে গেল। এখনই মোক্ষম সময়!

সু চি : সামনে জাতিসংঘ সম্মেলন। ওখানে নানা রকম কথা উঠবে!

মিন অং : ওসব তো আপনাকে ট্যাকল দিতেই হবে। আপনি রাজনীতি করেন। ওসব আপনার জন্য মামুলি ব্যাপার।

সু চি : দেখেন, আমি শান্তিতে নোবেল পাইছি। আমার বিরুদ্ধে তো পরে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ তোলা হবে। নোবেল কেড়ে নেওয়ার দাবি উঠবে।

মিন অং : তা তো উঠতেই পারে। দেশ চালাতে হলে এসব একটু-আধটু সহ্য করতেই হবে, ম্যাডাম! তা সহ্য করে যদি স্থায়ী শান্তি আনা যায়, সেটা অনেক ভালো না! আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনার দেশের ৮৮ শতাংশ মানুষই কিন্তু বৌদ্ধ। তাদের স্বার্থের ব্যাপারটা ভাবতে হবে না! রোহিঙ্গাদের তাড়াতে পারলে আপনি কোথায় উঠে যাবেন জানেন! আপনি ম্যাডাম আনপ্যারালাল নেত্রী হয়ে যাবেন। আপনাকে আর ভোটে হারাবে কে? তা ছাড়া মুসলিমদের তাড়ালে ইউরোপ-আমেরিকা সবাই খুশি হবে! হা হা হা!

সু চি : তাই কি?

মিন অং : দেখেন না, বিশ্বরাজনীতিতে কী ঘটছে? এখন তো মুসলমানদের খারাপ সময় যাচ্ছে। কামড়টা এই সময়ই দিতে হবে। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে চীন, রাশিয়ার মতো বড় শক্তি আছে। ভারতও আমাদের সঙ্গেই আছে বলে মনে হয়, তবে ভারত না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। চীন-রাশিয়াই যথেষ্ট। বুঝতে পারছেন?

সু চি : পরে আবার পলটি খাবেন না তো!

মিন অং : না ম্যাডাম, পলটি খাওয়ার সুযোগ নেই। দুই দেশ থেকে যে পরিমাণ অস্ত্র কিনছি! আর অনেক কাজও দিছি। আপনি ওসব ভাববেন না। আমি দুই দেশকে ট্যাকল দেব। আর এ কাজে জনগণের সমর্থন পাব।

সু চি : জনগণের সমর্থন সত্যি পাবেন?

মিন অং : ম্যাডাম, আপনি শুধু দেখেন। ভেতরে ভেতরে আমরা অনেক কাজ করেছি। আমাদের বৌদ্ধদের মনে রোহিঙ্গাবিরোধী বিষ ঢেলেছি অনেক দিন ধরে। তাতে ভালো ফল দিয়েছে। আপনি শুধু ইউরোপ-আমেরিকা আর জাতিসংঘ সামলান! বাকিটা আমার ওপর ছাড়েন।

সু চি : আমি কেমনে সামলাব?

মিন অং : আপনি কেমনে সামলাবেন মানে! আপনারে ওরা শান্তিতে নোবেল দিছে না!

সু চি : দিছে।

মিন অং : ওরা আপনার বিপক্ষে কথা বলবে নাকি?

সু চি : কী যে বলেন! এখন আর আমি আগের অবস্থানে আছি? এখন আমি সরকারে। যাকগে, এখন বলেন, কিভাবে কী করতে চান।

মিন অং : আমরা অপারেশন শুরু করব। সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেব, আমরা সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করছি।

সু চি : বিশ্ব মিডিয়া কি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে?

মিন অং : দেখেন না কী করি! আমরা সন্ত্রাসী পাকড়াওয়ের আড়ালে রোহিঙ্গাদের পাকড়াও করব। একেবারে পরিবার ধরে ধরে! আমাদের বেশিদিন লাগবে না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পুরো এলাকা বিরানভূমিতে পরিণত করব। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার দিয়ে বোমা মেরে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেব।

মিন অং : ম্যাডাম, আপনি শুধু পশ্চিমা মিডিয়া সামলান। বাকিটা আমি দেখছি।

সু চি : আচ্ছা, ঠিক আছে।

মিন অং : আমি তাহলে গেলাম, ম্যাডাম। দোয়া রাইখেন।

সু চি : মানুষ যদি বলে, আমি সেনাবাহিনীর কথায় উঠবোস করি!

মিন অং : ম্যাডাম যে কী কন! আপনি কি একা উঠবোস করেন? সব দেশের সরকারপ্রধানরাই সেনাবাহিনীর কথায় উঠবোস করেন। সেটা কোনো সমস্যা না ম্যাডাম। দেশের জন্য মঙ্গল।

সু চি : (নিচু গলায়) আচ্ছা যান, দেশের মঙ্গল করেন!

কিছুদিন পর সু চি সেনাপ্রধানকে বললেন, মিন সাহেব, আমি তো বিরাট ঝামেলায় পড়ে গেলাম। এখন কী হবে? সেনাপ্রধান কোনো জবাব দিলেন না। তিনি মনে মনে বলেন, এটাই তো চেয়েছিলাম। হা হা হা!

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নির্বাচনী আলোচনায় ভাটা

সালাহউদ্দিন বাবর

বিভিন্ন এলাকায় ভোটপ্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে মাঠপর্যায়ে নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের তৎপরতা, তাদের অবস্থান ও সম্ভাবনাসহ ভোট পরিস্থিতির হাল-হকিকত নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। অবশ্য গোটা দেশের চেহারা এমন নয়। বন্যাদুর্গত এলাকার মানুষ নিয়ত জীবন বাঁচানোর সংগ্রামে লিপ্ত। যারা আগামীতে যেসব এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সেখানে তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে না। কারণ এখন ভোট চাওয়ার সময় নয়, ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়। কিন্তু যারা ভোটপ্রার্থী, তারা গণমানুষের দুঃখের সময় কখনোই পাশে থাকেন না; তবে সুযোগমতো ভোটের আগে গিয়ে হাজির হন। ভোটের পর আবার উধাও হয়ে যান। এটাই তাদের অধিকাংশের বরাবরের ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের রাজনীতির স্বরূপ এমন যে, রাজনীতিকদের বেশির ভাগই নিজের ভাগ্য আর ক্ষমতা অর্জনের জন্য রাজনীতিকে বেছে নেন। দূর অতীতে রাজনীতির লক্ষ্য শুধু ক্ষমতা ছিল না; সাথে ছিল জনসেবা। এখন আর তা নেই। যা হোক, ভোটপ্রার্থীদের উৎসাহের কথা পত্রিকার প্রতিবেদনে এলেও বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের বাইরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ-ঔৎসুক্যের আভাস নেই। অথচ বাংলাদেশের মানুষ ভোটকে উৎসব হিসেবেই নিয়ে থাকে। কিন্তু এখন সেটা তেমন লক্ষ করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, ভোট নিয়ে এখন মানুষের মধ্যে এক ধরনের অজানা শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। অবাক করার বিষয়, কিছু দিন আগে রাজনৈতিক অঙ্গনে ভোট নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছিল। এখন সে আলোচনায় ভাটা পড়েছে।

পক্ষান্তরে আদালতসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে এখনো চলছে নানা আলোচনা ও হিসাব-নিকাশ। নির্বাচন নিয়ে জনসাধারণের এই মনোভাবের পাশাপাশি বিজ্ঞজনদের পর্যবেক্ষণও খুব স্পষ্ট নয়। হঠাৎ করেই যেন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আর মাত্র এক বছরের সামান্য বেশি বাকি। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে সংলাপ শুরু করেছে, তাতে কিছুটা নির্বাচনী আমেজ এসেছিল বটে; কিন্তু সেটা এখন আর নেই। সংলাপের প্রয়োজন নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এতে নানা দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনা ও পরামর্শ পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এত মেহনতের ফল কতটা কার্যকর হবে? পরামর্শ ও ভাবনা কতটা গ্রহণ করা হবে? এ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের যে মনোভাব তা খুবই রক্ষণশীল ও নিছক দায় এড়ানো গোছের। নির্বাচন কমিশন দৃঢ়তার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করবে– এখনো তেমন ভরসা জনগণের মধ্যে তারা জাগাতে পারেননি। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালে ক্ষমতাসীনদের ইতিবাচক ভূমিকা পালনের ব্যাপারে কারো আস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তো শর্ত দিয়েই রেখেছে, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন সহায়ক সরকারের অধীনেই তা হতে হবে। এ দাবি শুধু বিএনপির নয়, নির্বাচন কমিশনের সংলাপ অনুষ্ঠানে এই দাবি সুশীলসমাজও উচ্চারণ করেছে। বিভিন্ন দলও এই দাবি জানিয়েছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন এ প্রসঙ্গে এখনো নীরব। নির্বাচন সহায়ক সরকারের বিষয়টি এ মুহূর্তের একটি মৌলিক ইস্যু। অবিলম্বে এর সুরাহা হওয়া উচিত। দেশে ও দেশের বাইরে বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে। তাই বিষয়টি এখন আর এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। তবে এ বিষয়টি নিয়ে একমত হওয়া জরুরি। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার এ পর্যন্ত তাদের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে দৃঢ়তার সাথে বলছে। পক্ষান্তরে বিএনপিসহ কিছু দল নির্বাচন সহায়ক সরকারের অধীনে ভোটগ্রহণের বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করছে। তাই সবার যে মত একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান, তার বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে যাচ্ছে। অতীতের সংসদ নির্বাচনগুলো যদি পর্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে, দলীয় সরকারের অধীনে অতীতে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে তার কোনোটিই সুষ্ঠু হয়নি। পক্ষান্তরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যতগুলো নির্বাচন এ দেশে হয়েছে, সেগুলো তুলনামূলকভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। আগামীতে যদি একটি প্রশ্নমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশা করা হয়, তবে নির্বাচন সহায়ক সরকারের বিষয়ে কারো দ্বিমত করার অবকাশ থাকে না। দেশ যাতে কোনো ক্রান্তিকালের মধ্যে গিয়ে না পড়ে, সে জন্য কারো কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বিঘ্নিত হলেও সহায়ক সরকারকে মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। নির্বাচন একটি নিরপেক্ষ সহায়ক সরকারের অধীনে হওয়াই সঙ্গত। মনে রাখতে হবে, দলবিশেষ ক্ষমতায় যাবে-আসবে; কিন্তু রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। তাই এর স্বার্থে সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে এবারে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছা খুব জরুরি। ২০১৪ সালে যে নির্বাচন হয়েছে, তা নিছক একটি প্রহসন। সেই প্রহসনের নির্বাচনে যারা নিজেদের বিজয়ী মনে করছেন, তাদের হয়তো আইনকানুনের মারপ্যাঁচে সিদ্ধ বলা যেতে পারে; কিন্তু তারা আসলে কতটা তৃপ্ত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। 'বিজয়ী'দের বিরোধিতাকারীরা নির্বাচন নিয়ে ক্ষুব্ধ। আর সর্বস্তরের জনগণ ভোটব্যবস্থার হাল দেখে হতাশ। বোদ্ধারা ভাবছেন– গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে, দেশে নির্বাচন ব্যতিরেকে একটি অসামরিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমাজ এ দেশে গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত দেখে উদ্বিগ্ন। আর দেশে সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর পরিণতিতে অপশাসন সৃষ্টিকারীরা হয়ে উঠেছে তৎপর। দেশে দুর্নীতি, অনিয়ম, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত চলছে। বেড়েছে নিরীহ নারী ও শিশু নির্যাতন। শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার পরিবর্তে শুরু হয়েছে মাস্তানি। এতসব অনিয়ম নিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে কিভাবে, তা ভেবে দেখতে হবে। বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার যে স্বপ্ন অতীতে আমাদের নেতারা দেখেছিলেন, তার পরিণতি কী হবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

ক্ষমতাসীন সরকারের একটি বক্তব্য নিয়ে এখন ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে। তা হলো 'উন্নয়ন'। আমাদের কথা হলো, দেশে উন্নয়ন হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নয়নের আর যে উপাত্তগুলো রয়েছে তার হাল অবস্থা কী, সেটাই আমাদের জানার বিষয়। আর এটা বোঝারও প্রয়োজন রয়েছে যে, উন্নয়ন কি সবাইকে স্পর্শ করছে? না মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবানের কপাল খুলছে? উন্নয়নের সাথে সমান্তরালভাবে চলতে হয় গণতন্ত্রকে। এ দুটোর মাঝে ভারসাম্য না থাকলে দেশ-জাতির প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। উন্নয়নের স্বার্থে যেমন গণতন্ত্র অপরিহার্য, তেমনি গণতন্ত্র উন্নয়ন ছাড়া সফলতা পায় না। প্রকৃত উন্নয়নের গতিপথ মসৃণ করতে গণতন্ত্র অপরিহার্য। উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দরকার; তা গণতন্ত্র ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থে, উন্নয়ন একটি সমন্বিত বিষয়। গণতন্ত্র না থাকলে সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্র একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। উন্নয়নের কারণে দেশে অর্থপ্রবাহ বাড়ে, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়ের জন্য টাকা আসে। এই বিপুল অর্থের অপচয় থেকে দুর্নীতি-অনিয়ম বিস্তৃত হয়, যা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বেড়েছে। যেহেতু এখন দেশে জবাবদিহিমূলক প্রশাসন নেই, তাই গণতন্ত্র অকার্যকর। সরকারের বা নির্বাহী বিভাগের সব কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করবেন সংসদ সদস্যরা। কিন্তু এখন যেহেতু সংসদ বাস্তবে কার্যকর নেই, তাই জবাবদিহিমূলক কোনো প্রশাসনব্যবস্থাও নেই। ফলে উন্নয়নের ধারা হোঁচট খাচ্ছে। আরেকটি পথ রয়েছে উন্নয়ন ও দুর্নীতির হাল-হকিকত জানার। সেটা হলো সংবাদপত্র। যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে, তবে তা সমাজের দর্পণ হিসেবে দেশের প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু এখন সংবাদপত্র বিভিন্ন চাপের সম্মুখীন। তাই তাদের পক্ষে সব কিছুতে সোচ্চার হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত। বাকস্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি মৌলিক উপাদান। এটা বাধাগ্রস্ত হলে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকে। এখন যেখানে প্রশাসনের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেই, সংসদ সে ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছে না; তখন সরকারেরই উচিত দেশের হাল-হকিকত জানার জন্য সংবাদপত্রকে মুক্ত স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে দেয়া। সংবাদপত্রের সমালোচনা ও মতামত সরকারকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। সরকারকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহায়তা দেয়। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে মনে করা হয়। ভালো উদাহরণ অনুসরণ তো দোষনীয় নয়, বরং কল্যাণকর। যেখানে স্বাধীন গণমাধ্যমের অস্তিত্ব নেই, সেখানে স্বৈরাচার কায়েম হয়। স্বৈরাচার না দেশের মানুষের কল্যাণ করে, না যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদের কোনো স্থায়ী সহায়তা দিতে পারে। মানবাধিকারের সাথে স্বাধীন গণমাধ্যম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানবাধিকার সংবিধানে লেখা থাকলেই চলবে না; এর সুষ্ঠু চর্চা হতে হবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলে মানবাধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

গণতন্ত্রের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো পরমতসহিষ্ণুতা, যা এখন বহাল নেই। ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতেই, তাই ক্ষমতার চর্চা তারাই করে থাকেন। সহিষ্ণুতা সেখান থেকেই শুরু হতে হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষদের সাথে সম্প্রতি যে আচরণ রাষ্ট্রযন্ত্র করছে তাতে সহিষ্ণুতা নয়, বরং হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। আর তা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে যাবে। এখন এই বিদ্বেষ শুধু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই নয়; নিজ দল ও বলয়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষমতার প্রতিপত্তি ও স্বার্থ নিয়ে এখন ক্ষমতাসীনেরাই পরস্পর সংঘর্ষ ও হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে। অন্যত্র এর ছিটেফোঁটা নেই তা নয়। তবে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে শাসক দলের বলয়ে। এই আত্মকলহে পরস্পর শুধু লাঠিসোটা নিয়েই নয়, আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করছে। নিজ আদর্শের মানুষের হাতে তার অপর সহযাত্রী হতাহত হচ্ছে। এসব সঙ্ঘাতে যেসব অস্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তার সবই বেআইনি। এভাবে জনপদের শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্টকারীরা আইন নিজের হাতে তুলে নিলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যেন চোখ বন্ধ করে আছেন। ওপরের নির্দেশেই তারা এ ক্ষেত্রে নীরব। এটা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শুধু অসহায়ত্ব নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের নিদারুণ ব্যর্থতাকেই তুলে ধরছে। এখানেই দলপ্রীতির ভয়াবহ চিত্র লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকারের হাত যদি এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কেঁপে ওঠে, তবে অন্যত্র কোন নৈতিক বলে তারা এগিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হবেন?

আগামী নির্বাচন এ দেশে গণতন্ত্রের জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা। সেই সাথে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন পথে অগ্রসর হবে তার একটা নমুনা চিত্রও ভেসে উঠবে। ১৬ কোটি মানুষের এ দেশ স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হবে, না অস্থিতিশীলতার ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত হবে; তার একটা আভাস লক্ষ করা যাবে। যদি নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয় এবং যদি সবাইকে এভাবে আশ্বস্ত করা যায় যে, নির্বাচনের মাধ্যমে যে রায় এসেছে তা জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন, তাহলে দেশ স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হতে কোনো বাধা থাকবে না। দেশের সব কিছু একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করার পরিবেশ পাবে এবং ১৬ কোটি মানুষের হাজার সমস্যা নিয়ে বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার তখন এগিয়ে যেতে পারবে। যারা আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাবেন, তাদের স্কন্ধে বহু দায়িত্ব চাপবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলেছে। জাতীয় নেতৃত্ব অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর শ্রমের বিনিময়ে আমাদের একটি সার্বভৌম ভূখণ্ড এনে দিয়েছেন। তার পর আর কিছু গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামো তৈরি হতে পারেনি। রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ নিজ বলয়ে প্রত্যাশামাফিক উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এসব বিভাগ এখনো নিজ নিজ সীমার মধ্যে অবস্থান না করায় অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।

এ দিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ নানা সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। রোহিঙ্গা ইস্যু সবে শুরু হলো। এর বিস্তার কিভাবে ঘটে তা এখনো কারো কাছে পরিষ্কার নয়। তবে সহজে এ কথা বলা যেতে পারে, একটা বাড়তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাংলাদেশের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এই সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে তা বলার সময় আসেনি। কয়েকটি মুসলিম দেশ ছাড়া গোটা বিশ্ব এখনো এ নিয়ে কোনো কিছু বলছে না। আন্তর্জাতিক সমাজ এ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সরকার এখনো কিছু করতে পারেনি। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ভারতকে সব ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব দেখিয়েছে। অথচ ভারত এখন রোহিঙ্গা ইস্যুতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিয়ানমারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা সরকারের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যর্থতা। এমনকি সব মুসলিম দেশসহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশকে এখনো বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে পাওয়া যায়নি। আর একা তো বাংলাদেশের পক্ষে শরণার্থীদের বিরাট বোঝা বহন কিংবা সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেমন একটি অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছে, তেমনি দেশের ভেতরে সরকার এই ইস্যুতে গোটা জাতিকে এক করার প্রয়াস পায়নি। এত বড় একটি সমস্যায় দেশ পড়েছে, কিন্তু তা নিরসনের জন্য সব রাজনৈতিক দলকে তার পাশে পাচ্ছে না। কারণ সরকারের সাথে বিরোধী দলের সম্পর্ক শুধু মতপার্থক্যের নয়, বলতে গেলে বৈরিতার। সরকারের সাথে বিপক্ষ শক্তির অবশ্যই মতপার্থক্য থাকবে, কিন্তু সে সম্পর্ক কখনো বৈরিতায় যাওয়া ঠিক নয়। পরস্পর সৌজন্যমূলক ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা সব পক্ষেরই উচিত। দুর্ভাগ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে এই ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। নীতি-আদর্শ ও দলের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় আন্তঃদলকলহ কত ব্যাপক তা দেশের পত্রপত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে ক্ষমতাসীনেরা তাদের প্রতিপক্ষের প্রতি যেভাবে বিষোদগার করে হুমকি দিয়ে আসছেন, তাতে স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা আসলেই কঠিন। সব বিষয়েই যদি এখন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তবে আগামী নির্বাচনের সময় তারা কী করবেন তা সহজেই অনুমেয়। আর এমন পরিবেশে নির্বাচনে যাওয়া সরকারের প্রতিপক্ষের জন্য কঠিন হবে। সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে, বর্তমানে জনমত কিন্তু সরকারের অনুকূল নয়। তবুও তারা আবারো ক্ষমতায় ফিরে আসবেনই এমন প্রত্যয় বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে। অথচ নির্বাচনের ফলাফল জানার আগে কারো পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, তারা ক্ষমতায় আসবেন কি না। তাদের এই মনোভাবের তাৎপর্য কি এটাই যে, গণরায় নয়, পেশিশক্তিই তাদের বিজয়ী করবে। যদি তাই বোঝানোর প্রয়াস হয়ে থাকে, তবে আগামী নির্বাচনের ভাগ্য তো ভালো হওয়ার কোনো হেতু নেই। শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব অবশ্য আগে বলেছেন তারা একটি 'প্রশ্নমুক্ত' নির্বাচন চান। তাদের এই বক্তব্য কতটা আন্তরিক, তা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে।

২০১৮ সালের শেষ দিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে সময় জাতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর আগ্রহ থাকবে। নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো ফাঁকফোকর থাকলে সেদিকে তারা নজর দেবেন। আগামী নির্বাচন যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, তার জন্য সমাজে যার যার অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা রাখা উচিত। যেহেতু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের, তাই এ সম্পর্কে কমিশনের রয়েছে ঐতিহাসিক দায়। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হতে পারে, জনগণ যাতে নিরাপদে নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তা পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে। নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রয়োগের স্বার্থে সেনা মোতায়েন করার বিষয়টি এখন জাতীয় দাবি হয়ে ওঠার পথে। কিন্তু কমিশনের এ সম্পর্কিত মতামত একেবারেই স্পষ্ট নয়।

নির্বাচনে যদি ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে না পারেন তবে গণতন্ত্র থাকে কোথায়? তাহলে তো বিগত নির্বাচন কমিশনের মতো এ কমিশনকেও ব্যর্থতার দায় নিয়েই বিদায় নিতে হবে। সেই সাথে নির্বাচন ভণ্ডুল হলে যে জাতীয় দুর্যোগ নেমে আসবে, তার দায় থেকেও তারা রেহাই পাবেন না। এই কমিশনের ওপর কত বড় দায়িত্ব এবার এসেছে, সেটা তাদের উপলব্ধি করতে হবে। তাই যেকোনো মূল্যে আগামী নির্বাচন অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে জাতির দিকে তাকিয়ে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

বাংলাদেশ নানা সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। রোহিঙ্গা ইস্যু সবে শুরু হলো। এর বিস্তার কিভাবে ঘটে তা এখনো কারো কাছে পরিষ্কার নয়। তবে সহজে এ কথা বলা যেতে পারে, একটা বাড়তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাংলাদেশের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এই সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে তা বলার সময় আসেনি। কয়েকটি মুসলিম দেশ ছাড়া গোটা বিশ্ব এখনো এ নিয়ে কোনো কিছু বলছে না। আন্তর্জাতিক সমাজ এ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সরকার এখনো কিছু করতে পারেনি।

এ কোন যুদ্ধের দামামা?

জি. মুনীর

অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প জাতিসঙ্ঘে দেয়া এক ভাষণে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও ধৈর্য দুই-ই আছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের সুরক্ষা দিতে যদি বাধ্য করা হয়, তবে উত্তর কোরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়া ছাড়া তাদের হাতে কোনো বিকল্প থাকবে না। তিনি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনকে 'রকেট ম্যান' নামে অভিহিত করে বলেছেন, এই রকেট ম্যান এখন নিজের ও তার সরকারের জন্য সুইসাইড মিশনে আছেন। তিনি আরো বলেন– সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রস্তুতি, ইচ্ছে ও সক্ষমতা' আছে। কিন্তু এটি প্রয়োজন হবে না, যদি বাকি বিশ্ব উদ্যোগ নেয় পিয়ংইয়ং সরকারকে থামিয়ে দিতে। তিনি এ-ও বলেন, 'এটিই হচ্ছে জাতিসঙ্ঘের কাজ। দেখা যাক তারা কী করে।'

ট্রাম্প ইরান প্রসঙ্গে বলেন, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রটি তাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর সম্পদ লুণ্ঠন করছে। সারা দুনিয়া বোঝে, ইরানের জনগোষ্ঠী পরিবর্তন চায়। তিনি ইরানের ব্যাপারে দেখেশোনে ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলেন। উল্লেখ্য, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি করে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প এখন বলছেন, ইরানের পারমাণবিক চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ চুক্তি।

তার এসব বক্তব্য থেকে মনে হয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ও জাতিসঙ্ঘকে ট্রাম্প বাধ্য করতে চান ইরান ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে দেশ দু'টিকে থামিয়ে দিতে। আর তারা তা না করলে, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ব্যবস্থা নিতে তথা যুদ্ধে নেমে দেশ দু'টিকে ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হবে। জানি না, ট্রাম্প কোন ধরনের হুঁশে থেকে এসব কথা বলছেন। তিনি উত্তর কোরিয়াকে 'টোটালি ডেস্ট্রয়' করে দেয়ার কথা বলেছেন। এর অর্থ দেশটির আড়াই কোটি লোককে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় করে দেয়া। যদি তাই হয়, তবে এটি হবে ভিন্ন ধরনের এক গণহত্যার উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশটির ভুল নেতৃত্বের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য নিরপরাধ নারী-পুরুষ ও শিশু-বয়স্ক লোককে হত্যা করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। পৃথিবীতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের একমাত্র গৌরবের(!) অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রই। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্টে জাপানের হিরোশিমায় পৃথিবীর প্রথম আণবিক বোমা ফেলে যুক্তরাষ্ট্র। এর তিন দিন পর এরা নাগাসাকিতে নিক্ষেপ করা হয় আরেকটি আণবিক বোমা। এর ফলে হিরোশিমায় নিহত হয় ২০ হাজার জাপানি সৈন্য ও ৮০ হাজার থেকে এক লাখ ২৫ হাজার বেসামরিক লোক। অপর দিকে নাগাসাকিতে নিহত হয় ৫০ থেকে ৮০ হাজার লোক। তা ছাড়া এই বোমার ক্ষতিকর প্রভাব এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার জাপানি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করেছে নাপাম বোমা। সেখানে মার্কিন সৈন্যরা হত্যা করেছে কয়েক লাখ বেসামরিক লোক। ভিয়েতনামে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের ইতিহাসেরও জন্ম দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে পরিচালিত ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধে ইতোমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে ১০ লাখ মানুষকে। এরপরও এখন অব্যাহতভাবে চলছে যুদ্ধ। এখন ট্রাম্প বলে চলেছেন, এবার আক্রমণ করা হবে ইরানের ওপর। আর উত্তর কোরিয়াকে তো টোটালি ডেস্ট্রয়ের ঘোষণা আছেই। জানি না, যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধোন্মাদনার শেষ কোথায়।

আর যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধের দামামা বাজানোর কথা যখন শুনছি, পাশাপাশি তখন বিশ্বের এই বৃহত্তম সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভিন্নধর্মী কিছু খবরও আসছে। এসব খবর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ব্যাপারে শুনতে হবে, তেমনটি কেই ভাবেননি। দ্রুতগতির দু'টি ইউএস নেভি শিপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে একটি ধীরগতির বাণিজ্যিক জাহাজের সাথে, যাতে দুঃখজনক প্রাণহানিও ঘটেছে। এর বিমানবাহিনী অব্যাহতভাবে কয়েক বছর ধরে আকাশযুদ্ধ জারি রেখেছে, অথচ এখন শোনা যাচ্ছে এর কমব্যাট জেট চালানোর মতো পর্যাপ্তসংখ্যক পাইলট নেই। এর গ্রাউন্ড ট্রুপস এখন লড়াই করছে সিরিয়ার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে, যারা এর আগে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ পেয়েছে সিআইএর কাছ থেকে। এরই মধ্যে অতিমাত্রিক পীড়নের মুখে পড়া স্পেশাল অপারেশন ফোর্স ক্রমবর্ধমান চাহিদার মুখে, কারণ– তাদের মানসিক বিকৃতি ও আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে, ইরাক ও আফগানিস্তানের প্রক্সি আর্মি আর বিশ্বস্ত নয়। এরা প্রায়ই আমেরিকার দেয়া অস্ত্র কালোবাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। এগুলো যাচ্ছে বিভিন্ন শত্রুগোষ্ঠীর হাতে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের আরো নানা হতাশাজনক খবর আসছে, যখন দেশটি প্রতিরক্ষা খাতের খরচ আরো বেড়ে উঠছে, যেখানে এ খাতে বছরে খরচের পরিমাণ প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার।

প্রশ্ন উঠছে– নৌবাহিনীর অতি উন্নতমানের জাহাজের কেন ধাক্কা লাগবে একটি মামুলি কার্গোর সাথে? বিমানবাহিনীতে কেন থাকবে ১২০০ পাইলটের ঘাটতি? কেন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল অপারেশন ফোর্স মোতায়েন করা হবে বিশ্বের সবখানে, কেন দুনিয়াজুড়ে থাকতে হবে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি? কিন্তু বিজয় অর্জিত হবে না কোথাও? কোনো গোয়েন্দাদের ভুয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে দেশ দখলের ঘটনা ঘটবে? কেন আবার উত্তর কোরিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধের হুঙ্কার, যেখানে সব জায়গায় যুদ্ধ চললেও বিজয়ের দেখা মিলছে না?

বিশ্ববাসী দেখছে– ১৬ বছর ধরে চলছে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ। এ যুদ্ধ যেন কখনো শেষ হওয়ার নয়। বরং তা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে, বেশি থেকে বেশি দেশে। ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিপাইন থেকে শুরু করে বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায়। অতি সম্প্রতি নতুন করে যুদ্ধের দামামা বাজছে উত্তর কোরিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধেও। ছোট ছোট সামরিক শক্তির দেশগুলোর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ারের পরিচালিত যুদ্ধ-সঙ্ঘাতের যেন শেষ নেই। কবে, কোথায় শেষ হবে এসব যুদ্ধের খেলা কেউ জানে না। সবখানের যুদ্ধেই যেন আমেরিকাই পরাজিত হচ্ছে, বিজয় ধরা দিচ্ছে না। যুদ্ধেরও অবসান ঘটছে না। ফলে আমেরিকার পধহ-ফড় সরষরঃধৎু এখন অনেকের কাছেই বিবেচিত হিসেবে।

কোথাও কোথাও সামান্য ক'টি জাহাজ মোতায়েন করে রাখা হয়েছে দীর্ঘ দিন থেকে। কোথাও কোথাও অবিরাম প্যাট্রোলে নিয়োজিত রাখা হয়েছে খুব কমসংখ্যক পাইলটকে। যেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়ছে ড্রোন ও বোম্বিং মিশন। স্পেশাল অপারেশস ফোর্স (কমান্ডোজ অব এভরিহয়ার) নিয়োজিত করা হচ্ছে দূরবর্তী অনেক দেশে। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি দেশ এখন নানাবিধ দ্বন্দ্বে জড়িত। এসব দ্বন্দ্বে আমেরিকার সংশ্লিষ্টতা আছে; কিন্তু এসব দ্বন্দ্ব নিরসনে আমেরিকার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। এ দিকে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ড্যাভিড পেট্রাউসের মতো আমেরিকার ভেতরের লোকেরা কথা বলছেন 'জেনারেশনাল ট্রাগলস' সম্পর্কে, যা অপরিহার্যভাবে কখনোই শেষ হবে না, চলবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প ও ওয়াশিংটনের অনেক রাজনীতিবিদের কাছে এই নোংরা বাস্তব পরিস্থিতির সমাধান হচ্ছে– সামরিক খাতে আরো তহবিল ঢালো, নৌবাহিনীর জন্য আরো জাহাজ বানাও, আরো পাইলট প্রশিক্ষণ দাও এবং সামরিক বাহিনীকে ধরে রাখার জন্য এদেরকে দাও প্রণোদনামূলক বেতনভাতা, ক্লান্ত সৈনিকদের দিকে চেয়ে ড্রোনের টেকনোলজিক্যাল 'ফোর্স মালটিপ্লায়ারে'র ওপর নির্ভরতা বাড়াও, ইরাক ও আফগানিস্তানের প্রক্সি আর্মির ওপর চাপ বাড়াও, উন্নয়ন ঘটাও কমব্যাট পারফরম্যান্সের, ইতাদি ইতাদি।

অত্যন্ত যৌক্তিক কারণে একটি বিকল্পের কথা ওয়াশিংটন কখনোই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে না: সামরিক খাতের তহবিল কমানো, দেশে সৈন্য ফিরিয়ে এনে গ্লোবাল মিশনের আকার কমিয়ে আনা ও মিলিটারির অপারেশনের মাত্রা ও তীব্রতা নিচে নামিয়ে আনা। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন আবেদন নয়। নিশ্চিতভাবে আমেরিকার সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়া (এখনো বড় ধরনের পারমাণবিক শক্তি) ও চীন (বৈশ্বিক অর্থনৈতিক এই শক্তি এখন বাড়িয়ে তুলছে এর সামরিক শক্তিমত্তা)। উত্তর কোরিয়া অত্যুক্তি করার মতো প্রদর্শন করছে এর মিসাইল ও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকার বন্ধুদেশগুলোকে অস্থির করে তুলতে। আমেরিকায়ও এরা নানা ধরনের সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। এসব চালেঞ্জ মোকাবেলায় সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ জন্য আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান, পাইলট, পদাতিক সৈন্য বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আসলে নাইন-ইলেভেনের পরের ১৬ বছরে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে, বিশ্বজুড়ে অস্থিতিশীলতা আরো শতগুণ বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের ভুল কৌশল অবলম্বনের ফলে নতুন নতুন সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর উত্থান ঘটছে। দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে পুতুলসরকার বসিয়ে কিংবা বিদ্যমান সরকারের সব কাজের প্রতি বাছবিচারহীন সামরিক-বেসামরিক সহযোগিতা জুগিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রকাশ্য সমর্থক এই যুক্তরাষ্ট্র। ইরান যেখানে হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ধারক-বাহক, সেই ইরানের সেই সভ্যতা ধ্বংসের কাজে মেতে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। বানোয়াট নানা অভিযোগ উচ্চারণ করে বলছে, ইরান আক্রমণের কথা। জাতিসঙ্ঘে ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সাথে করা পারমাণবিক চুক্তি ভেঙে দেয়ার কথা। অথচ ইরান বরাবর আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনের ইনস্পেক্টরদের অবাধ প্রবেশ ও তদন্তের সুযোগ দিয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে পারমাণবিক চুক্তির প্রতিটি ধারা মেনে চলছে। অথচ বলা হচ্ছে, ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। বলছে, ইরান সন্ত্রাসের মদদদাতা। সাদ্দামের কাছে 'ওয়েপন অব মাস ডেস্ট্রাকশন' থাকার মিথ্যে অভিযোগে যেমন ইরাক দখল করে নেয়া হয়েছে, একইভাবে ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার ভুয়া অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ইরান দখলের ব্যর্থ প্রয়াস চালালে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ, যুদ্ধোন্মাদনা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের মাথা থেকে সরেনি। যুক্তরাষ্ট্রের ও যুক্তরাজ্যের ভেতর থেকে প্রকাশিত নানা রিপোর্টে বলা হচ্ছে, ইরাক ও আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এই সামরিক হস্তক্ষেপের বিদ্যমান অচল কৌশল পালটে নতুন কৌশল অবলম্বন। কারণ, বিদ্যমান যুদ্ধবাজ কৌশল এখন পরিণত হয়েছে একটি 'নো-উইন ওয়ার' কৌশলে। অস্ত্রের জোরে সব জায়গায় প্রাধান্য বিস্তারের কৌশল কোথাও যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় আনছে না। এখন ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র পরিচিত 'গ্রেটেস্ট সেলফ ডিফিটিং ফোর্স' হিসেবে।

একটা সময় ছিল, যখন বিশ্বে কার্যকর ছিল দু'টি সুপার পাওয়ার : যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তখন কমিউনিজম ঠেকাতে বিশ্বজুড়ে সামরিক শক্তি বিস্তারের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের একটা যুক্তি ছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র যেন অতি বিজয়ী মনোভাব গ্রহণ করল। সিআইয়ের সাবেক কনসালট্যান্ট চালমার্স জনসন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বৈশ্বিক সাম্রাজ্যিক কাঠামোকল্পনায় অভিহিত করতে থাকলেন 'আমেরিকা রাজ' হিসেবে। সে ধারণা থেকেই বিশ্বজুড়ে সামরিক ঘাঁটি বসিয়ে সেই আমেরিকা রাজ কায়েমের প্রয়াস শুরু হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ ও বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে (লিবিয়া, নিরিয়া, ইয়েমেন ও আরো দেশে) সামরিক হস্তক্ষেপ ডেকে এনেছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও কলহ। দুঃসহভাবে বাড়ছে সামরিক-বেসামরিক লোকক্ষয় ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি। সেই সাথে বাড়ছে মানবিক সঙ্কট। তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী হামলা জিহাদিস্টদের কর্মকাণ্ড যেন আরো জোরালো করে তুলছে। এমনি প্রেক্ষাপটে এখন গোটা পৃথিবীটাই হয়ে উঠেছে আমেরিকার সৈন্যদের যুদ্ধমঞ্চ। বিদেশের মাটিতে রয়েছে আমেরিকার ৮০০ সামরিক ঘাঁটি। প্রতিবছর আমেরিকার কমান্ডোদের মোতায়েন করা হয় ১৩০টিরও বেশি দেশে। তাতেও সন্তুষ্ট নয় পেন্টাগন। শুধু জলে-স্থলে-আকাশেই নয়, মহাকাশে, সাইবার স্পেসেও চাই তাদের প্রাধান্য। টোটাল ইনফরমেশন অ্যাওয়ারনেসের জন্য রয়েছে ১৭টি গোয়েন্দা সংস্থা, যাদের পেছনে বছরে খরচ করা হচ্ছে ৮ হাজার কোটি ডলার। এরা বিশ্বের সব ডাটা শোষে নিয়ে আসছে নানা কায়দায়।

তারপরও বাস্তবতা হচ্ছে, সবখানে আছে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি; কিন্তু কোথাও নেই বিজয়। আর ট্রাম্পের ঘাড়ে আছে এই অপমানজনক বোঝা। তবু হুঁশ নেই ট্রাম্পের। আছে শুধু যুদ্ধোন্মাদনা। সে জন্য এখন বলছেন, উত্তর কোরিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া ও ইরানে হামলা চালানোর কথা। আমেরিকার জনগণের সাথে এ এক বড় ধরনের প্রতারণা।

> নিশ্চিতভাবে আমেরিকার সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়া (এখনো বড় ধরনের পারমাণবিক শক্তি) ও চীন (বৈশ্বিক অর্থনৈতিক এই শক্তি এখন বাড়িয়ে তুলছে এর সামরিক শক্তিমত্তা)। উত্তর কোরিয়া অত্যুক্তি করার মতো প্রদর্শন করছে এর মিসাইল ও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকার বন্ধুদেশগুলোকে অস্থির করে তুলতে। আমেরিকায়ও এরা নানা ধরনের সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।

প্রতিবাদটা চালিয়ে যেতে হবে

রোকেয়া রহমান

বরগুনার বেতাগী উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষিকা একদিন স্কুল ছুটির পর পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। সে সময় স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর স্বামী। তিনি স্ত্রীকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। এ সময় এলাকার ছয়-সাতজন চি! ত সন্ত্রাসী স্কুলের ফটকে জড়ো হয় এবং স্কুলের ভেতরে ঢুকতে চায়। তখন ওই শিক্ষিকা তাদের ঢুকতে না দিয়ে ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। এতে করে ওই সন্ত্রাসীরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। তারা তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে শিক্ষিকার স্বামীকে এলোপাতাড়ি মারধর করে তাঁর পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় জানার পর তারা শিক্ষিকার স্বামীকে স্কুলের একটি কক্ষে আটকে রাখে। আর শিক্ষিকাকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে একে একে সব যুবক ধর্ষণ করে।

একটি বিদ্যালয়ে ঢুকে সন্ত্রাসী-বখাটেরা এক শিক্ষককে ধর্ষণ করেছে, তাঁর স্বামীকে মারধর করে পাশের কক্ষে আটকে রেখেছে, এর চেয়ে বর্বরতা আর কী হতে পারে?

গত আগস্ট মাসে বর্বরোচিত এ ঘটনার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওই শিক্ষিকার সহকর্মীরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেন। সেখানে তাঁরা কালো ব্যাজ ধারণ ও মানববন্ধন করেছেন। শিক্ষা অফিসে স্মারকলিপি দিয়েছেন। কিন্তু এর বাইরে স্থানীয়ভাবে বড় ধরনের কোনো প্রতিবাদ হয়নি। এ বড় হতাশাজনক। তাহলে কি আমরা দিনে দিনে বোধশূন্য হয়ে পড়ছি? শিক্ষিকা ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ করার দায়িত্ব কি কেবল শিক্ষকদেরই? সমাজের অন্যান্য শ্রেণি ও পেশার মানুষের কোনো দায় নেই? নাকি আমরা সবাই বুঝে গেছি যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করে আসলে কোনো লাভ নেই।

যেহেতু এ দেশে আইন সবার জন্য সমান নয়, সেহেতু প্রতিবাদ-বিক্ষোভই আমাদের ভরসা। প্রতিবাদ করে লাভ নেই–এমনটা ভাবলে হবে না। আসলে আমাদের প্রতিবাদটা চালিয়ে যেতে হবে ধর্ষকের বিচার না হওয়া পর্যন্ত। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে এই সন্ত্রাসীরা ক্রমাগত উৎসাহিত হবে এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতেই থাকবে। আসুন, আমরা সবাই সোচ্চার হই ধর্ষণের বিরুদ্ধে।

এ ধর্ষণের ঘটনায় থানায় মামলা করলে পুলিশ মামলা নিয়েছে বটে; তবে ঘটনার পর এক মাস পার হলেও আসামিদের সবাই এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা গা-ঢাকা দিয়েছে। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথমে ধর্ষণের আলামত পাওয়ার কথা বলা হলেও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক এক দিন পরই বলেন, ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। ব্যস, এই পর্যন্তই। এরপর আর কোনো খবর নেই। সম্ভবত আর কোনো খবর হবেও না। তর্কের খাতিরে বলতে পারি, ব্যাপক বিক্ষোভ-প্রতিবাদ হয়নি বলে এই ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেসব ঘটনায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে, প্রতিবাদ হয়েছে, লেখালেখি হয়েছে, সেসব ঘটনার পরিণতিও তো একই রকম। যেমন গত জুলাই মাসে বগুড়ায় এক কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ ও তার মাকে নির্যাতনের ঘটনায় গোটা দেশ তোলপাড় হয়। পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। সেই ধর্ষক তুফান সরকার জেলে। আর ধর্ষণের শিকার ওই মেয়ে ও তার মা রাজশাহীতে সেফ হোমে। কিন্তু ধর্ষণ মামলার কোনো অগ্রগতি নেই। এখানেও ঘটনা এ পর্যন্তই।

রাজধানীর বনানীর রেইনট্রি হোটেলে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রী ধর্ষণের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় দায়ের করা মামলারও কোনো অগ্রগতি নেই। তনু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় তো গোটা দেশ তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ধর্ষণ ও হত্যা মামলার কোনো খবরই আজ আমরা জানতে পারছি না। কেন এমনটা হচ্ছে? প্রশ্নটা কঠিন নয়, উত্তরও জানা। প্রশাসনিক শিথিলতা, আসামী পক্ষের কলকাঠি নাড়ানো এবং আমাদের উদাসীনতা।

বলা হয়, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে। কিন্তু আমাদের দেশের জন্য বোধ হয় কথাটি ঠিক নয়। আইন এখানে চলে প্রভাবশালীদের ইচ্ছায়। কারণ, প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেসব ধর্ষক রাজনৈতিকভাবে বা আর্থিকভাবে প্রভাবশালী বা এলাকার চি! ত সন্ত্রাসী, তারা ধর্ষণের ঘটনার পর প্রভাব খাটানো শুরু করে। অর্থের বিনিময়ে তারা থানা, আদালত ও চিকিৎসকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে অথবা ধর্ষণের শিকার নারীর পরিবারকে ভয়ভীতি দেখানো শুরু করে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য। এ কারণে ধর্ষকদের বিচার হতে আর দেখি না। ধর্ষকেরা সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর আমরা কিছুই করতে পারি না।

যেহেতু এ দেশে আইন সবার জন্য সমান নয়, সেহেতু প্রতিবাদ-বিক্ষোভই আমাদের ভরসা। প্রতিবাদ করে লাভ নেই–এমনটা ভাবলে হবে না। আসলে আমাদের প্রতিবাদটা চালিয়ে যেতে হবে ধর্ষকের বিচার না হওয়া পর্যন্ত। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে এই সন্ত্রাসীরা ক্রমাগত উৎসাহিত হবে এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতেই থাকবে। আসুন, আমরা সবাই সোচ্চার হই ধর্ষণের বিরুদ্ধে। সব রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে; হোক সে অন্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপরে। তা না হলে তো আমরা নিজেদের সভ্য বলে দাবি করতে পারব না। আমরা চাই, বরগুনার ওই শিক্ষিকা ধর্ষণসহ সব ধর্ষণের ঘটনার বিচার হোক। উপযুক্ত সাজা পাক ধর্ষকেরা।

রোকেয়া রহমান: সাংবাদিক

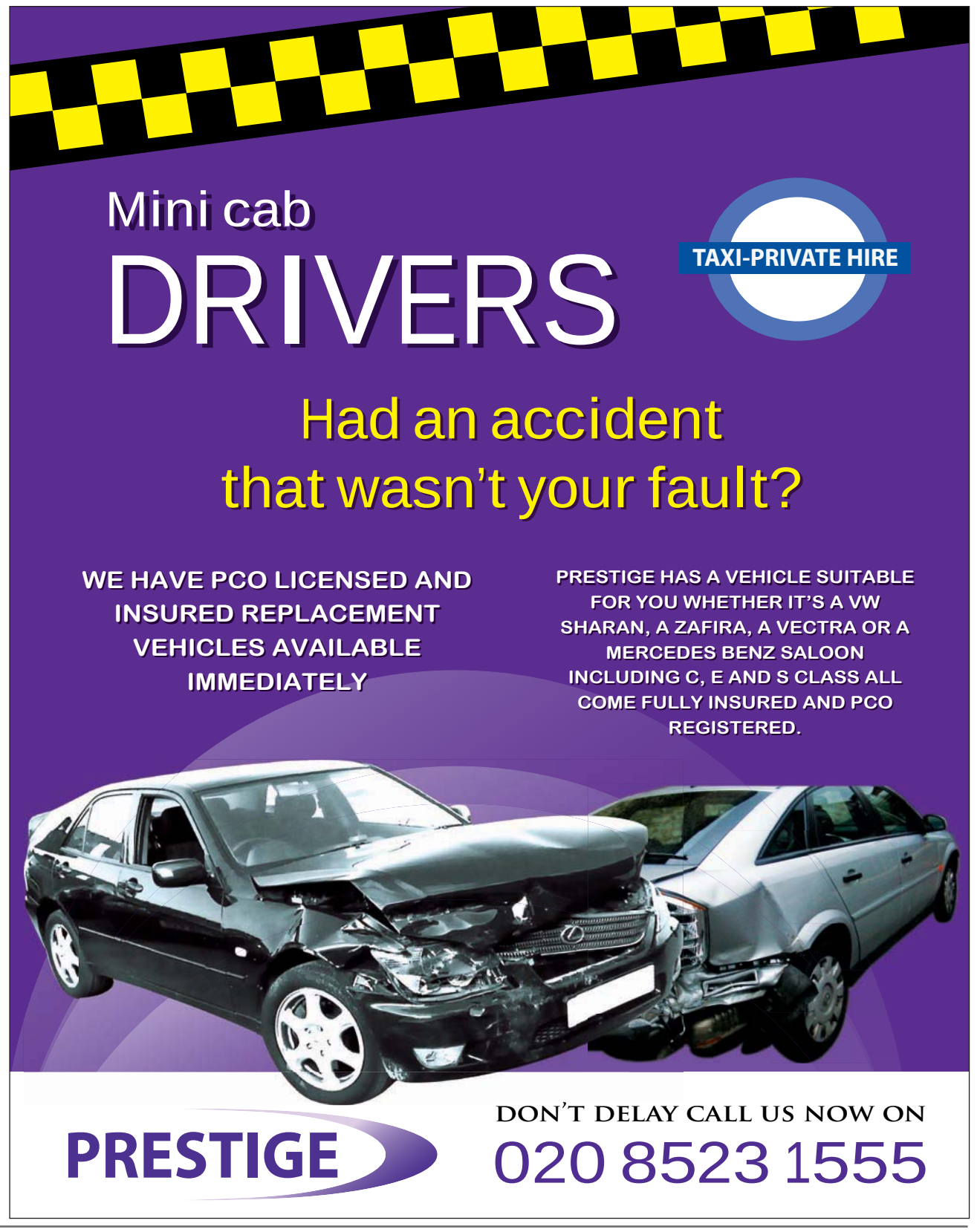

Weekly Desh

● Britain's largest circulation Bengali newspaper
● Out every Friday ● Free ● 50p where sold

Page 34

Couple married for 75 years die within hours of each other

Page 37

Aung San Suu Kyi is not worthy of her Nobel Peace Prize

Jeremy Corbyn calls on Aung San Suu Kyi to end Burma's violence against Rohingya Muslims

Jeremy Corbyn has appealed to Burma's leader Aung San Suu Kyi to end the violence against a Muslim minority in her country.

Reports of atrocities committed against Rohingya Muslims in Burma's Rakhine state have caused widespread concern, while more than 400,000 people thought to have fled to Bangladesh to seek refuge from persecution.

The Labour leader will make a direct plea to Ms San Suu Kyi over the plight of the Rohingya in his keynote speech to his party's annual conference in Brighton.

Mr Corbyn will say: "I say this today to Aung San Suu Kyi, a champion of democracy and human rights, end the violence now against the Rohingya in Myanmar and allow the UN and international aid agencies into Rakhine state.

"The Rohingya have suffered for too long."

Burmese security officials and insurgents from the Rohingya have accused each other of burning down entire villages and committing massacres in the region and the Burmese military launched the latest crackdown on 25 August following a series of attacks blamed on separatist militants.

Nobel Peace Prize winner Ms Suu Kyi, whose position as state counsellor does not give her authority over the military, has faced international criticism for her failure to speak out against alleged human rights abuses including mass killings, gang rapes and the burning of villages.

Foreign Secretary Boris Johnson last week called on Ms Suu Kyi to "show the leadership she is capable of to try to heal that terrible situation".

Theresa May has also vowed the UK will stop training troops in Burma until the crackdown it ended.

More than half British people support racial profiling of Muslims and Arabs for security reasons, survey reveals

More than half of British people would support the racial profiling of Muslims and Arabs for security reasons, a survey has revealed.

The "UK attitudes toward the Arab world" poll showed stark differences between the views held by Conservative, Labour and Liberal Democrat supporters, and those on opposing sides of the Brexit debate.

Almost 80 per cent of Leave voters, for example, believed the Arabs who migrated to the UK "have failed to integrate in Western societies and live in isolated communities", but only 45 per cent of Remain voters felt the same, bringing the average down to 63 per cent.

Around two thirds of pro-EU respondents said Britain should welcome more refugees from Syria and Iraq, but 91 per cent of Brexiteers thought the UK should take in fewer people fleeing the conflicts.

Overall, only 28 per cent thought migrants and refugees from the Arab world were beneficial to Britain.

When respondents were asked if they would support racial profiling against Arabs or Muslims for security reasons, 55 per cent agreed and 24 per cent disagreed overall.

But when split by how respondents voted in this year's general election, 72 per cent of Conservative voters supported the suggestion, followed by 40 per cent Labour and 40 Liberal Democrat.

But almost three quarters believed that Islamophobia was worsening in the UK and that statements by politicians, commentators and public figures were increasing the risk of hate crime.

More than 2,100 people were surveyed by YouGov in the weighted poll for Arab News in conjunction with the Council for Arab-British Understanding (Caabu).

Chris Doyle, the director of Caabu, said racial profiling would not be the "right cure" for the continued terror threat against the UK following four Isis-linked terror attacks this year.

"It is clear that lot of people are fearful and concerned about security in the aftermath of attacks in Britain," he told The Independent.

"A lot more needs to be done looking at how racial profiling would not make people more secure and could have a very detrimental effect and cause a lot of antagonistic feeling.

"The result reinforces other findings on the attitudes to refugees, immigrants and Islamophobia."

More than half of respondents associated Arab culture with strict gender roles and Islam, with a quarter linking it with extremism and 14 per cent with violence, while statements like "innovative" and "forward thinking" were on 1 per cent.

Most respondents said they felt British foreign policy in the region had been ineffective at upholding human rights and promoting global security, while 83 per cent believe Britain was wrong to go to war in Iraq in 2003 and 53 per cent support continued military involvement against Isis.

Despite giving opinions on wide-ranging subjects including the status of Israel and the Occupied Palestinian Territories, more than half of respondents admitted having "limited knowledge" of the Arab world and another 25 per cent said they "don't know anything" about the region.

Most people said they would not travel to the region and a large proportion of respondents also wrongly identified countries including Iran, Afghanistan, Israel and Turkey among those being considered for the survey's purposes.

Mr Doyle said it was concerning that the vast majority of people said they knew nothing about the Middle East when understanding is needed "more than ever".

"Levels of ignorance provide the base for increasing hostility," he added.

"If we're going to be a truly global Britain, that is going to impact very negatively - we need to embrace the outside world."

Mr Doyle pointed to "stereotypes" revealed by the survey, including the perception that all Arab nations are wealthy and less than 1 in 100 people linking Christianity to the region.

He urged politicians to avoid "dehumanising" language when discussing immigration and refugees, adding that changes to the UK's "Eurocentric" education system could increase understanding, alongside more positive media coverage of the Middle East.

Faisal J Abbas, the editor of Arab News, said: "The poll results strongly suggest that the UK public is dissatisfied with British diplomatic intervention in the Arab world, but that Brits also lack knowledge about some of the complexities of the region."

> "It is clear that lot of people are fearful and concerned about security in the aftermath of attacks in Britain," he told The Independent.
> "A lot more needs to be done looking at how racial profiling would not make people more secure and could have a very detrimental effect and cause a lot of antagonistic feeling.
> "The result reinforces other findings on the attitudes to refugees, immigrants and Islamophobia."

Eleven arrests after investigation into Neo-Nazi group

Eleven men have been arrested under anti-terror laws as part of a national investigation into neo-Nazi group National Action, police have said.

The arrests include six people from north-west England, two from South Wales, one from Wiltshire, and two from West Yorkshire.

National Action became the first far-right organisation to be banned in the UK last year.

Eleven properties are being searched across England and Wales.

Those arrested - aged between 22 and 35 years-old - are all suspected of membership of National Action.

Six are also being questioned about preparing acts of terrorism and five are suspected of funding terrorism.

Being a member of - or inviting support for - a proscribed organisation is a criminal offence carrying a sentence of up to 10 years in prison.

Home Secretary Amber Rudd has previously described National Action as "a racist, anti-Semitic and homophobic organisation".

The arrests were a result of two separate investigations coordinated across a number of police forces, Neil Basu, senior national co-ordinator for counter-terrorism policing, said.

Detective Chief Superintendent Martin Snowden, head of the North East Counter Terrorism Unit, said: "Those who promote extreme right-wing views are looking to divide our communities and spread hatred.

"This will not be tolerated and those who do so must be brought to justice."

Earlier this month, three men - including two British soldiers - were charged under anti-terror laws with being members of National Action.

News

Myanmar: Who are the Rohingya?

Why are the more than one million Rohingya in Myanmar considered the 'world's most persecuted minority'?

Who are the Rohingya?

The Rohingya are often described as "the world's most persecuted minority".

They are an ethnic group, majority of whom are Muslim, who have lived for centuries in the majority Buddhist Myanmar. Currently, there are about 1.1 million Rohingya who live in the Southeast Asian country.

The Rohingya speak Rohingya or Ruaingga, a dialect that is distinct to others spoken in Rakhine State and throughout Myanmar. They are not considered one of the country's 135 official ethnic groups and have been denied citizenship in Myanmar since 1982, which has effectively rendered them stateless.

Nearly all of the Rohingya in Myanmar live in the western coastal state of Rakhine and are not allowed to leave without government permission. It is one the poorest states in the country with ghetto-like camps and a lack of basic services and opportunities.

Due to ongoing violence and persecution, hundreds of thousands of Rohingya have fled to neighbouring countries either by land or boat over the course of many decades.

Where are the Rohingya from?

Muslims have lived in the area now known as Myanmar since as early as the 12th century, according to many historians and Rohingya groups.

The Arakan Rohingya National Organisation has said, "Rohingyas have been living in Arakan from time immemorial," referring to the area now known as Rakhine.

During the more than 100 years of British rule (1824-1948), there was a significant amount of migration of labourers to what is now known as Myanmar from today's India and Bangladesh. Because the British administered Myanmar as a province of India, such migration was considered internal, according to Human Rights Watch (HRW).

The migration of labourers was viewed negatively by the majority of the native population.

After independence, the government viewed the migration that took place during British rule as "illegal, and it is on this basis that they refuse citizenship to the majority of Rohingya," HRW said in a 2000 report.

This has led many Buddhists to consider the Rohingya to be Bengali, rejecting the term Rohingya as a recent invention, created for political reasons.

How and why are they being persecuted? And why aren't they recognised?

Shortly after Myanmar's independence from the British in 1948, the Union Citizenship Act was passed, defining which ethnicities could gain citizenship. According to a 2015 report by the International Human Rights Clinic at Yale Law School, the Rohingya were not included. The act, however, did allow those whose families had lived in Myanmar for at least two generations to apply for identity cards.

Rohingya were initially given such identification or even citizenship under the generational provision. During this time, several Rohingya also served in parliament.

After the 1962 military coup in Myanmar, things changed dramatically for the Rohingya. All citizens were required to obtain national registration cards. The Rohingya, however, were only given foreign identity cards, which limited the jobs and educational opportunities they could pursue and obtain.

In 1982, a new citizenship law was passed, which effectively rendered the Rohingya stateless. Under the law, Rohingya were again not recognised as one of the country's 135 ethnic groups. The law established three levels of citizenship. In order to obtain the most basic level (naturalised citizenship), there must be proof that the person's family lived in Myanmar prior to 1948, as well as fluency in one of the national languages. Many Rohingya lack such paperwork because it was either unavailable or denied to them.

As a result of the law, their rights to study, work, travel, marry, practice their religion and access health services have been and continue to be restricted. The Rohingya cannot vote and even if they jump through the citizenship test hoops, they have to identify as "naturalised" as opposed to Rohingya, and limits are placed on them entering certain professions like medicine, law or running for office.

Since the 1970s, a number of crackdowns on the Rohingya in Rakhine State have forced hundreds of thousands to flee to neighbouring Bangladesh, as well as Malaysia, Thailand and other Southeast Asian countries. During such crackdowns, refugees have often reported rape, torture, arson and murder by Myanmar security forces.

After the killings of nine border police in October 2016, troops started pouring into villages in Rakhine State. The government blamed what it called fighters from an armed Rohingya group. The killings led to a security crackdown on villages where Rohingya lived. During the crackdown, government troops were accused of an array of human rights abuses, including extrajudicial killing, rape and arson - allegations the government denied.

In November 2016, a UN official accused the government of carrying out "ethnic cleansing" of the Rohingya. It was not the first time such an accusation has been made.

In April 2013, for example, HRW said Myanmar was conducting a campaign of ethnic cleansing against the Rohingya. The government has consistently denied such accusations.

Most recently, Myanmar's military has imposed a crackdown on the country's Rohingya population after police posts and an army base were attacked in late August.

Residents and activists have described scenes of troops firing indiscriminately at unarmed Rohingya men, women and children. The government, however, has said nearly 100 people were killed after armed men from the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) launched a raid on police outposts in the region.

Since the violence erupted, rights groups have documented fires burning in at least 10 areas of Myanmar's Rakhine State. More than 480,000 people have fled the violence, with thousands trapped in a no-man's land between the two countries, according to the UN refugee agency (UNHCR).

The UN has also said that hundreds of civilians who have tried to enter Bangladesh have been pushed back by patrols. Many have also been detained and forcibly returned to Myanmar.

How many Rohingya have fled Myanmar and where have they gone?

Since the late 1970s, nearly one million Rohingya have fled Myanmar due to widespread persecution.

According to the most recently available data from the United Nations in May, more than 168,000 Rohingya have fled Myanmar since 2012.

Following violence that broke out last year, more than 87,000 Rohingya fled to Bangladesh from October 2016 to July 2017, according to the International Organization for Migration.

Many Rohingya also risked their lives trying to get to Malaysia by boat across the Bay of Bengal and the Andaman Sea. Between 2012 and 2015, more than 112,000 made the dangerous journey.

Prior to the violence that began in August, the UN estimated that there are as many as 420,000 Rohingya refugees in Southeast Asia. Additionally, it said there were around 120,000 internally displaced Rohingya.

Since the violence in Myanmar's northwest began, more than 480,000 Rohingya have fled to Bangladesh, UNHCR said. It added that more than 1,000 people, mostly Rohingya, may have been killed in Myanmar.

What do Aung San Suu Kyi and the Myanmar government say about the Rohingya?

State Chancellor Aung San Suu Kyi, who is the de facto leader of Myanmar, has refused to really discuss the plight of the Rohingya.

Aung San Suu Kyi and her government do not recognise the Rohingya as an ethnic group and have blamed violence in Rakhine, and subsequent military crackdowns, on those they call "terrorists".

The Nobel Peace Prize laureate does not have control over the military but has been criticised for her failure to condemn indiscriminate force used by troops, as well as to stand up for the rights of the more than one million Rohingya in Myanmar.

The government has also repeatedly rejected accusations of abuses. In February 2017, the UN published a report that found that government troops "very likely" committed crimes against humanity since renewed military crackdowns began in October 2016.

At the time, the government did not directly address the findings of the report and said it had the "the right to defend the country by lawful means" against "increasing terrorist activities", adding that a domestic investigation was enough.

In September 2016, Aung San Suu Kyi entrusted former UN chief Kofi Annan with finding ways to heal the long-standing divisions in the region. While many welcomed the commission and its findings, which were released this August, Azeem Ibrahim, a senior fellow at the Center for Global Policy, argued it was just a way for Aung San Suu Kyi to "pacify the global public opinion and try to demonstrate to the international community that she is doing what she can to resolve the issue".

Annan was not given the mandate to investigate specific cases of human rights abuses, but rather one for long-term economic development, education and healthcare.

When setting up the commission, Aung San Suu Kyi's government said it would abide by its findings. The commission urged the government to end the highly militarised crackdown on neighbourhoods where Rohingya live, as well as scrap restrictions on movement and citizenship.

Following the release of the August report, the government welcomed the commission's recommendations and said it would give the report "full consideration with the view to carrying out the recommendations to the fullest extent ... in line with the situation on the ground".

On the latest round of violence, Aung San Suu Kyi condemned a "huge iceberg of misinformation" on the crisis, without mentioning the Rohingya who have fled to Bangladesh.

On September 19, she gave a televised address, condemning "all human rights violations" in Rakhine.

She said that Myanmar was ready "at any time" to verify the status of those who have fled the violence in the last month. She did not specify who would be qualified to return and did not elaborate on how the verification process would work.

Her speech was criticised by Rohingya refugees, as well as activists who accused her government of "burying their heads in the sand".

The government has often restricted access to northern Rakhine States for journalists and aid workers. Aung San Suu Kyi's office has also accused aid groups of helping those it considers to be "terrorists".

In January, Yanghee Lee, a UN special rapporteur on human rights in Myanmar, said she was denied access to certain parts of Rakhine and was only allowed to speak to Rohingya who had been pre-approved by the government.

The country has also denied visas to members of a UN probe investigating the violence and alleged abuses in Rakhine.

What does Bangladesh say about the Rohingya?

There are more than half a million Rohingya refugees living in mostly makeshift camps in Bangladesh. The majority remain unregistered.

Bangladesh considers most of those who have crossed its borders and are living outside of camps as having "illegally

Continued on page 36 ...

News

Saudi women driving ban lifted: Euphoria and sarcasm

Riyadh's decision to overturn a ban on women driving in the kingdom spurs euphoria and sarcasm on social media.

Barely a week after a senior Saudi scholar said women in the country should not be allowed to drive because they have "a quarter the brainpower of men", Saudi Arabia's king issued a decree that women will now be able to obtain a driver's licence.

The decree said that women would be allowed to drive "in accordance with the Islamic laws" and a high-level committee of ministers has been set up to organise the implementation of the order.

Saudi state TV said that the rollout of the changes would take until June 2018. However, the Saudi ambassador to the United States reportedly said that Saudi women with a driver's licence from any of the GCC states would be allowed to drive immediately in the country.

Euphoria and disbelief

The decision has sparked euphoria and disbelief among activists in the kingdom, which was the only country in the world to still ban women from driving.

Dr Madawi al-Rasheed, a Saudi academic, congratulated the women activists in a tweet and wished for "political and civil rights and an elected government" to follow.

She also warned that the decision was aimed at diverting attention from Saudi Arabian human rights abuses, such as the arrest of political dissidents.

Loujain Halthloul, a Saudi activist who was imprisoned for 72 days in the winter of 2014 for attempting to cross the UAE border into Saudi Arabia in her car, tweeted two words: "Thank God".

Halthloul and another female activist, Maysaa al-Amoudi, who was also detained, have been credited with successfully campaigning against the driving ban.

Manal al-Sharif, who started the Women2Drive campaign in 2011, heralded the change that she saw her country going through.

She later posted a picture of Crown Prince Mohammed Bin Salman with the caption "And they blame me for loving you."

However, reactions from around the world pointed out that Saudi Arabia's new decree was not as progressive as the kingdom hoped it would be received.

Other Twitter users pointed out that Saudi women are still under the male guardianship system, which among other things, prevents them from travelling without permission of the men in their family.

Muslim surgeon who volunteered to treat Manchester bomb victims stabbed in neck outside mosque in 'hate crime'

A Muslim surgeon who treated Manchester Arena victims said he has forgiven a man who stabbed him in the neck outside a mosque in a hate crime attack.

Consultant Nasser Kurdy, who operated on those injured in the outrage in May, was stabbed from behind with a knife as he walked into Altrincham Islamic Centre in Hale, Cheshire just before 6pm yesterday.

The 58-year-old victim suffered a three centimetre wound to the back of his neck and was taken to Wythenshawe Hospital for treatment, where he works as a consultant orthopaedic surgeon.

On Monday the father of three, from a Syrian–Jordanian family, was preparing to go back to work to treat his patients as the police investigation continued.

He said: "God was merciful to me yesterday. It could be a nerve, an artery, a vein, the gullet. The neck is the contact between the body and your head, but fortunately it was just the muscle.

"As I entered the grounds of the premises, I felt that pain and the blow to my neck.

"I turned around and saw this gentleman in a threatening pose. I did feel threatened, I did feel vulnerable."

He rushed inside and, fearing the attacker may follow, grabbed a chair and dashed outside, but his attacker had fled.

Police later made two arrests and said they were treating the incident as a hate crime.

Mr Kurdy has worked as a doctor for four decades, after coming to Britain to study medicine in 1977 and working in Perth, Dundee and Northampton before settling in Manchester in 1991.

He was going to the Islamic Centre for mid-afternoon prayers and a committee meeting, as he is a lay imam, sometimes giving sermons, and vice chairman of Altrincham and Hale Muslim Association.

Mr Kurdy said, ahead of giving a police statement, that he could not say what his attacker said to him, but was in "no doubt" he was attacked because he was entering the Islamic Centre.

But he added he feels no anger towards his attacker.

He said: "He is not representative of what this country stands for. I have absolutely no anger or hate or anything negative towards him. I have declared it, I have totally forgiven him.

"He could be a marginalised person within his own community."

But Mr Kurdy said he felt hate crimes against Muslims were escalating on the back of terror incidents including the Arena bombing and the Parsons Green tube attack.

"The climate is very threatening, very worrying. Something could have happened, horrible, yesterday.

"The atmosphere that is around has allowed for that.

"There needs to be acknowledgement that hate crimes against Muslims are on the increase and they are becoming more physical.

"It's not just someone saying something verbally, or somebody pulling a headscarf or what have you, it is now taking that extra step and I think that extra step is what has started worrying and frightening people.

"There are very senseless acts of insanity taking place, which can only fuel anger and hate.

"We can't hide away from what happened in Manchester, what happened around the country and the recent Tube incident. That will fuel hatred and anger.

"People need to know there are Muslims like myself. I've worked hard, I'm a surgeon, I treat people. I have a wonderful community. My colleagues at work respect me and value my contribution.

"I don't think I can see anybody more integrated than I am. I get invited to sit on services in the synagogue, service on Remembrance Sunday, I'm always in the church at All Saints.

"I'm sure people don't get to see that, all they get to see is those crackpots."

Mr Kurdy said Muslims at the Islamic Centre were now frightened and security will be reviewed.

The centre has suffered a brick through its windows, graffiti and a rubbish bin set alight in the past.

Greater Manchester Police said two men, aged 32 and 54, were arrested within an hour of the attack.

Both of the men are understood to have been arrested in the local area.

The force is treating the matter as a hate crime but not terrorism related.

Assistant Chief Constable Russ Jackson said: "This is a very nasty and unprovoked attack against a much-loved local man."

Dr Khalid Anis, a spokesman for the Altrincham & Hale Muslim Association, said: "It could have been very, very serious.

"There were definitely abusive comments made - obviously he was in shock at the time, he had just been stabbed, so the detail of those comments I don't know, but there were definitely abusive comments made by the attackers at the door of the mosque.

"We understand it was a knife, he is very lucky.

"The fact they attacked an orthopaedic consultant who devoted his life to helping others is really quite poignant."

Other Muslim leaders condemned the attack.

Harun Khan, secretary general of the MCB, said on Sunday: "We are shocked to hear of the stabbing of a prominent Muslim surgeon outside Altrincham mosque today in what the Greater Manchester Police have described as a hate crime.

"We are relieved to hear that the victim's injuries are not currently critical.

"Our prayers are with the victim, his family and the local community."

He called on the Prime Minister and Home Secretary to implement the Government's Hate Crime Action Plan.

Feature

'In school, but learning nothing'

Six out of 10 children and teenagers in the world are failing to reach basic levels of proficiency in learning, warns a hard-hitting report from the United Nations.

The UN describes the findings as "staggering" and representing a "learning crisis".

Much of the focus of international aid in education has been on the lack of access to schools, particularly in poorer countries in sub-Saharan Africa or in conflict zones.

But this new research from the Unesco Institute for Statistics warns of the lack of quality within schools - saying more than 600 million school-age children do not have basic skills in maths and reading.

Huge divide

In sub-Saharan Africa, the research suggests 88% of children and adolescents will enter adulthood without a basic proficiency in reading.

And in central and southern Asia, 81% are not reaching an adequate level in literacy.

The report warns any ambitions for social and economic progress will be stifled without a literate and numerate population.

In North America and Europe, only 14% of young people leave education at such a low level. But, the UN research suggests, only 10% of the world's school-age children live in these more affluent, developed regions.

"Many of these children are not hidden or isolated from their governments and communities - they are sitting in classrooms," said Silvia Montoya, director of the Unesco Institute for Statistics.

She said the report was a "wake-up call for far greater investment in the quality of education".

This problem of "schooling without learning" was also highlighted by the World Bank in a report this week.

It warned that millions of young people in low- and middle-income countries were receiving an inadequate education that would leave them trapped in low-paid and insecure jobs.

The president of the World Bank, Jim Yong Kim, introducing the report, said the failures in education for so many represented "a moral and economic crisis".

Researchers warned of pupils in Kenya, Tanzania, Uganda and Nicaragua who after years in school were unable to do simple sums or read simple sentences.

A basic level of proficiency in primary school was reached by 99% of pupils in Japan, but by only 7% of pupils in Mali, they said.

There were also wide gulfs within countries. At the end of primary school in Cameroon, only 5% of girls from the poorest families were at a level to continue with their education, compared with 76% of girls from wealthy families, the report said.

What's to blame?

The World Bank study examined the factors underlying such poor achievement:

It warned that in the poorest countries many pupils arrived at school in no condition to learn

Many had suffered from malnutrition and ill health, the World Bank said, and the deprivation and poverty of their home lives could mean they began school physically and mentally underdeveloped

There were also concerns about the quality of teaching, with too many teachers not being particularly well educated themselves

There was also a problem of teacher absenteeism in some countries in sub-Saharan Africa, which has been linked to teachers not being regularly paid

The World Bank's chief economist, Paul Romer, said there had to be a more honest admission that for many children being in school did not mean worthwhile lessons.

He said progress would depend on recognising that "the facts about education reveal a painful truth".

Lack of testing

The report warned of a lack of scrutiny over standards and the absence of even basic information about pupil achievement.

While the debate in Western countries has been about excessive testing, the World Bank said that in poorer countries, there was "too little measurement of learning, not too much".

But the researchers also pointed to countries that had made progress, such as South Korea and Vietnam.

And at the United Nations last week there were international pledges for greater investment in education.

"I have decided to set education as a top priority of French development and foreign policy," said French President Emmanuel Macron.

Former UK Prime Minister and UN education envoy Gordon Brown said he wanted the Global Partnership for Education, which channels aid to education projects, to have funds worth $2bn (£1.5bn) by 2020.

The European Union announced that 8% of its humanitarian budget would be spent on education.

For children missing school because of the conflict in Syria, the Education Above All Foundation and Unicef, along with other charities, committed an extra $60m (£45m).

"Funding our education goal will do far more than place a child at a desk. It will unleash opportunity and hope," said Mr Brown.

World's heaviest woman, who suffered from rare thyroid condition, dies aged 37

Eman Ahmed Abd El Aty, who was once believed to be the world's heaviest woman, has died in hospital shortly after her 37th birthday.

Ms Ahmed had a rare thyroid condition which drastically affected her metabolism, with a series of knock-on effects on her heart, kidneys and respiratory system.

Ms Ahmed had travelled to Mumbai for treatment from her home in Egypt in February this year.

She weighed 504kg when she was admitted to the hospital, but had apparently lost over 250kg after extensive surgery.

Before treatment, her family said she had been unable to leave the house for 25 years.

She underwent bariatric surgery - which often involves the fitting of a gastric band or the removal of a portion of the stomach - and was put on a liquid diet.

Ms Ahmed was later transferred to Burjeel Hospital in Abu Dhabi after disagreements between the family and staff at Saifee hospital in Mumbai over the cost of treatment and the amount of weight she had actually lost while she was an inpatient.

A team of 20 specialists were assigned to her care, and further operations were planned for later in the year.

However, on Friday her condition deteriorated dramatically and hospital staff said she died on Monday.

In a statement, staff at the Burjeel Hospital in Abu Dhabi said: "Eman Abdul Atti... had been under the supervision of a medical team of over 20 doctors from different specialities who were managing her medical condition from the time she arrived in the UAE. Our prayers and heartfelt condolences go out to her family."

Myanmar: Who are the Rohingya?

Continued from page 34 ...

infiltrated" the country. Bangladesh has often tried to prevent Rohingya refugees from crossing its border.

In late January, the country resurrected a plan to relocate tens of thousands of Rohingya refugees from Myanmar to a remote island that is prone to flooding and has also been called "uninhabitable" by rights groups. Under the plan, which was originally introduced in 2015, authorities would move undocumented Myanmar nationals to Thengar Char in the Bay of Bengal.

Rights groups have decried the proposal, saying the island completely floods during monsoon season. The UN also called the forced relocation "very complex and controversial".

Most recently, Bangladesh's foreign minister labelled the violence against the Rohingya in Myanmar "a genocide". The country's National Commission for Human Rights also said it was considering "pressing for a trial against Myanmar, and against the Myanmar army at an international tribunal" on charges of genocide.

Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina visited a Rohingya refugee camp in September and called on the UN and the international community to pressure Myanmar's government to allow the return of hundreds of thousands Rohingya refugees.

She said that Bangladesh would offer the refugees temporary shelter and aid, but that Myanmar should soon "take their nationals back".

Rohingya refugees in Bangladesh have told Al Jazeera that the government's aid thus far as been inadequate, with many saying they haven't received any kind of government help.

Refugees in Bangladesh have been banned from leaving the overcrowded border areas. Police check posts and surveillance have been set up in key transit points from stop Rohingya from travelling to other parts of the country.

What does the international community say about the Rohingya?

The international community has labelled the Rohingya the "most persecuted minority in the world".

The UN, as well as several rights groups such as Amnesty International and Human Rights Watch, have consistently decried the treatment of the Rohingya by Myanmar and neighbouring countries.

The UN has said that it is "very likely" that the military committed grave human rights abuses in Rakhine that may amount to war crimes, allegations the government denies.

In March, the UN adopted a resolution to set up an independent, international mission to investigate the alleged abuses. It stopped short of calling for a Commission of Inquiry, the UN's highest level of investigation.

The UN investigators must provide a verbal update in September and a full report next year on their findings.

Rights groups have criticised the government's reluctance to accept the UN investigators.

Human Rights Watch warned that Myanmar's government risked getting bracketed with "pariah states" like North Korea and Syria if it did not allow the UN to investigate alleged crimes.

In response to the latest round of violence, UN Secretary-General Antonio Guterres warned of the risk of ethnic cleansing, calling on Aung San Suu Kyi and the country's security forces to end the violence.

In early September, Guterres also warned of a looming "humanitarian catastrophe" if the violence does not end.

UN human rights chief Zeid Ra'ad al Hussein urged Myanmar to end its "brutal security operation" against the Rohingya in Rakhine, calling it a "textbook example of ethnic cleansing".

Both UN officials said they completely supported the findings of the advisory commission, led by Kofi Annan, and urged the government to fulfil its recommendations.

What is the Arakan Rohingya Salvation Army?

The Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), formerly known as the al-Yaqeen Faith Movement, released a statement under its new name in March 2017, saying it was obligated to "defend, salvage and protect [the] Rohingya community".

The group said it would do so "with our best capacities as we have the legitimate right under international law to defend ourselves in line with the principle of self defence".

The group is considered a "terrorist" organisation by the Myanmar government.

In its March statement, the ARSA added that it does "not associate with any terrorist group across the world" and does "not commit any form of terrorism against any civilian[s] regardless of their religious and ethnic origin".

The statement also said: "We […] declare loud and clear that our defensive attacks have only been aimed at the oppressive Burmese regime in accordance with international norms and principles until our demands are fulfilled."

The group has claimed responsibility for an attack on police posts and an army base in Rakhine State. According to the government nearly 400 people were killed, the majority of whom were members of the ARSA. Rights groups, however, say hundreds of civilians have been killed by security forces.

Rights group Fortify Rights said it has documented that fighters with the ARSA "are also accused of killing civilians - suspected government 'informants' - in recent days and months, as well as preventing men and boys from flee Maungdaw Township".

On September 9, the group declared a month-long unilateral ceasefire in Rakhine to enable aid groups to address the humanitarian crisis in the area.

News

Take a knee for justice: Protest white power!

by John Sims

When you mix US sports, capitalism, white supremacy and black protest together, you are headed for nuclear social reset.

We are indeed in hurricane season. This time it is the president who is blowing his whirlwind Trumpcane to the NFL by calling protest-kneelers "sons of bitches" and suggesting that they should be fired and that there should be a boycott of the of NFL if the owners do not "fire or suspend" offending players.

And now he has withdrawn the White House invitation to the "hesitating" Stephen Curry of the NBA's Golden State Warriors.

This is exactly the kind of behaviour from Trump that I forecasted in my recent piece, "Five reasons to like President Donald Trump" (aka "Trumpty Dumpty sat on US all"). And when you mix American sports, capitalism, white supremacy and black protest together, you are headed for nuclear social reset. So get your popcorn, favourite beer and fire extinguisher ready, because things are going to get very hot as we head to Super Bowl 2018.

American sports is a billion-dollar industry, a national pastime where communities are formed and reinforced by the nature of physical competition. From little leagues to college ball to baseball to boxing, and even to old men golfing, this nation loves its sports - more than healthcare, education and social justice. Winning high school sports programs are the crown jewels of many communities - sometimes, where literacy and graduation rates are embarrassing.

College sports, for example, define not only alumni identity and endowment-giving, but polarise millions of folks who haven't even been to college. College coaches are gods, often making a higher salary than the presidents who hire them. People bet on sports, create fantasy leagues and date and divorce around the culture of sports.

The mega-multitude of sports bars and arenas across the US should be more than enough evidence to show how enmeshed sports are in American culture. Detroit has one of the worst housing situations in the country, but it also has three professional sports stadiums. This addiction to sports is more powerful than crack, crystal meth and fidget spinners. And don't even get me started about the grip that sneakers and sports-clothing culture has and had over the youth of today, yesterday and yester-yesterday. And when you add alcohol to sports spectatorship, as many fans do, you just might get all the elements for folks to reveal how they really feel and think, plus some added violence.

However to be fair - and interestingly enough - sports have also been the place to make the biggest statements about the myth of group supremacy and the hope for social equality.

We saw this with Jesse Owens in the 1933 Olympics. I am sure Hitler was pissed that a black man outran his supposedly superior Aryans and while white America (the racist ones, too) rejoiced in victory, black America basked in redemption and collective pride. Jackie Robinson's role in the integration of baseball changed American sports forever, while Billie Jean beating Bobby Riggs in tennis was a victory for both women in tennis and feminism. And off the playing field, the great Muhammad Ali gave America its most stunning knockout punch when he showed our nation that integrity and moral consciousness are more important than championships titles.

Many sports heroes have done plenty to advance social and political issues both then and now. The question is whether we are doing enough to support their actions, not after the fact or decades later, but in the moment of need. Maybe we should ask Tommie Smith and John Carlos, the black Olympic medalists who raised their black-gloved fists in the name of protest almost 50 years ago, only to be met afterwards with instant rejection. Also, we should ask Colin Kaepernick.

We like (American) football. Hail Mary passes for last-second touchdowns, fumbles, fourth down and two inches, out-of-nowhere interceptions and running backs who defy the laws of physics are all the things that parallel the ups and downs of life. We are all looking for that touchdown. Plus, the Super Bowl is the most watched event in the world featuring halftime performances from pop stars and the introduction of new, witty, clever advertisements.

So last season when Colin Kaepernick (San Francisco) took a knee during the national anthem to make a statement about police brutality against black and brown men, he created a national stir. This was a bold and courageous move, given that about 70 percent of NFL players are black men, while 83 percent of the fans are white (64 percent white men) and almost all of the owners are white. His protest seems to have cost him his job, since he is still unsigned even when less-skilled quarterbacks have been picked up, which raises the question of whether or not he has been penalised for protest behaviour. Meanwhile, the NFL Players Association named Kaepernick an MVP for his philanthropy and activism, and countless other NFL players, athletes from other sports and celebrities have made statements of support. But still no job. And it is unclear how the owners think they can get away with this without a serious backlash.

And why, and forgive me for asking, are we playing the national anthem at sports games anyway? So we can fake sing words we don't know? Shouldn't there be a separation between sports and state, like there is between church and state?

Nevertheless, after his Alabama speech President Trump where he chimed in on all of this, he added fuel to fire with this tweet:

The president has put himself in a bind. How can he call NFL kneelers "sons of bitches" but say that some of the folks on the side of the KKK and Neo-Confederates are "good people"?

He has also put the NFL owners in a bind. If they come down on kneeling players and force patriotic gesturing, they will face increasing protests from the Black Lives Matter movement and supporters, and if they protect freedom of speech for their player and hire Colin back they will face a boycott led by the president. Either way, now, the Super Bowl brand has become a football headed for a historic explosion, caught between a kneeling protesting player and a tweeting psycho-patriotic president.

NFL commissioner Roger Goodell released this statement:

"The NFL and our players are at our best when we help create a sense of unity in our country and our culture. There is no better example than the amazing response from our clubs and players to the terrible natural disasters we've experienced over the last month. Divisive comments like these demonstrate an unfortunate lack of respect for the NFL, our great game and all of our players, and a failure to understand the overwhelming force for good our clubs and players represent in our communities."

Trump's comments seem to have backfired and sparked widespread kneeling and the locking of arms between players and even with some owners. The Pittsburgh Steelers head coach ordered his players to stay in the locker room during the anthem. All did, except one player who was a veteran. The Tennessee Titans and Seattle Seahawks were also absent for the anthem.

A number of Trump-supporting owners offered statements supporting the players while being very critical of President Trump. Robert K Kraft, friend and campaign donor of Trump and owner of the New England Patriots, one of the more conservative teams in the league, released the following statement through their website:

"I am deeply disappointed by the tone of the comments made by the President on Friday. I am proud to be associated with so many players who make such tremendous contributions in positively impacting our communities. Their efforts, both on and off the field, help bring people together and make our community stronger. There is no greater unifier in this country than sports, and unfortunately, nothing more divisive than politics. I think our political leaders could learn a lot from the lessons of teamwork and the importance of working together toward a common goal. Our players are intelligent, thoughtful and care deeply about our community and I support their right to peacefully affect social change and raise awareness in a manner that they feel is most impactful."

Not every NFL owner closed ranks against Trumps, Jerry Jones, owner of the Cowboys, has gone on record stating that he does not believe that political statements should be made during the anthem.

While I appreciate the newly found lovefest between players and owners, let us not forget why Kaepernick got on a knee in the first place. Let us not forget the hurricane of police brutality ravishing black communities all across America. Or that Kaepernick's "amazing response" demonstrated "an unfortunate lack of respect for the NFL". Well, this "overwhelming force for good" might be debatable, when you factor in the rejection of Colin Kaepernick and add in the powerful optics of white supremacy - black men running up and down the field making their white owners richer or the racist mascot on the helmet of the Washington Redskins, in our nation's capital no less - it becomes a shameful sight. And perhaps most troubling is the catastrophic effect of concussions on players' post-career lives.

Is this sport (along with boxing) scrambling these athletes brains? Research suggests, "yes". Most recently, it has been revealed that the former New England tight end Aaron Hernadez, who was convicted of murder and later killed himself in prison, had a severe case of the degenerative brain disease chronic traumatic encephalopathy (CTE), due to repeated head trauma. This makes me wonder if the game is turning these players into madmen.

In any case, these issues must be addressed immediately.

In closing, I have the following messages for our key players:

To President Trump, aka Trumpty Dumpty, who may have invertedly politicised more players and owners and gotten Colin Kaepernick his job back in the near future, I ask that he reframe from the use of "sons of bitches". This is not presidential.

To the NFL and team owners who might want to use Trump's "fire and suspend" order as a pretext to cosy up to the players and avoid the consequences of blacklisting a valuable player, I remind them that there is no way out for them unless they get Colin Kaepernick back to work. If he is not hired, there will be calls for a continued boycott against the NFL and its glorious Super Bowl, putting the NFL at risk of taking two knees, a tackle and concussion of its own.

To the black and brown communities - who have suffered the most from police brutality, from whom Kaepernick spoke up, I say our support is a requirement, not an option, if we are to succeed. And for all the supporters of social justice, we cannot turn our backs on the ones that speak up when the world is watching. We cannot allow what happened to Tommie Smith and John Carlos in 1968 happen to Colin Kaepernick, for if we do, we have learned nothing about the power of solidarity, support and community. We must stand behind the soldiers of justice.

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পোশাক শিল্পকে তুলে ধরার অনন্য প্রয়াস

জামদানি, সিল্ক, হাফ সিল্ক, জর্জেট, সুতি, বেনারসি, কাতান ও পাঞ্জাবী প্রদর্শিত হয়। এই ১০ ক্যাটাগরির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো, হিজ অ্যান্ড হ্যার কালেকশন। বিভিন্ন রঙের শাড়ির সাথে পুরুষের পোষাকের ম্যাচিং।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী কাপড়কে তুলে ধরতেই এই আয়োজন বলে জানান এর মূল উদ্যোক্তা সাঈদা চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষই ইউনিক। প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। তিনি মানুষের নিজস্বতা বা ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তাঁর পছন্দ অনুয়ায়ী পোষাক ডিজাইন করে থাকেন।

প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল বাসিত চৌধুরী বলেন, কমিউনিটির মানুষের ভালভাসায় আমি মুগ্ধ, অভিভূত। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকায় আমরা এই ফ্যাশন শো'কে সফল করতে পেরেছি। আশাকরি আগামীতেও সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ হাই কমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলার শরিফা খান আশা প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের আয়োজন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কণ্ঠশিল্পী আমিন রাজা ও ইফাত চৌধুরীর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ফ্যাশন শো'র পাশাপাশি গান পরিবেশন করেন ইউকের জনপ্রিয় শিল্পীরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি শাহগির বখত ফারুক, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, চ্যানেল এস এর হেড অব প্রোগ্রামস ফারহান মাসুদ খান, 'সাপ্তাহিক দেশ' সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, উইম্যান্স ফোরামের সভাপতি মমতাজ খান, বৃটিশ বাংলাদেশ ফ্যাশন কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ফখরুল হক, বাংলা টিভির সিইও মিলটন রহমান, ড. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, এটিএন বাংলার হাফিজ আলম বখশ, দিলারা খান, পলি রহমান প্রমুখ।

ফ্যাশন শো'র প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিলেন রাফসান চৌধুরী, ম্যাগাজিন গ্রাফিক্স ডিজাইনার ছিলেন সৈয়দ দোহান নুহ, কোরিওগ্রাফার ছিলেন চায়না চৌধুরী, লিড ম্যাকআপ আর্টিস্ট ছিলেন শাহিনুর রুবি, হসপিটালিটি ইন চার্জ ছিলেন মুস্তাক আলী বাবুল ও স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন আব্দুল আহাদ।

অতিথিরা ফ্যাশন ডিজাইনার সাঈদা চৌধুরীর সাফল্য কামনা করে বলেন, ইউকের ফ্যাশন ইন্ডাষ্ট্রির টার্নওভার বছরে প্রায় ২৬ বিলিয়ন পাউন্ড। বিশাল এই ইন্ডাষ্ট্রিতে বাঙালিদের পদচারণা নেই বললেই চলে। সাঈদা চৌধুরীর পথ ধরে ইউকে'র ফ্যাশন জগতে বৃটিশ বাঙালিদের উপস্থিতি দিন দিন বাড়বে বলে আশা করেন।

উল্লেখ্য, সাঈদা চৌধুরী তার প্রোডাক্টের জন্য বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কাজ করে থাকেন। বর্তমানে তাঁর কোম্পানীর ৩০ জন মানুষ বাংলাদেশে কাজ করছেন। প্রখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল তাঁর প্রডাক্টের ভুয়শী প্রশংসা করেছেন। ফ্যাশন শো উপলক্ষে একটি রঙিন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। এতে কাভার পেইজে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল মৌ।

এলইএ'র শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনব্যাপী বিজনেস কনফারেন্স

সময় স্কুলের ইয়ার টেন-এর শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং বিষয়ে নানা দিকনির্দেশনা এবং ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রদান করেন। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব বিজনেস আইডিয়া তুলে ধরেন বার্কলেস ব্যাংক অফিসারদের সামনে। এসব আইডিয়া কার্যকর করতে নানা টেকনিক শিক্ষা দেন অফিসাররা।

বিজনেস কনফারেন্সে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং শেখার মানসিকতা দেখে অত্যন্ত খুশি স্কুলের ফাউন্ডার ও প্রিন্সিপাল আশিদ আলি। তিনি বলেন, পেশাদার এসব ব্যাংকারদের পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যারিয়ার গঠনে সত্যিকার অর্থে কাজে আসবে। অফিসাররাও সন্তুষ্ট এবং অভিভূত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব বিজনেস আইডিয়া দেখে।

চার বছর আগে টাওয়ার হ্যামলেটসের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকার কমার্শিয়াল রোডে স্থাপিত হয়, ফ্রি সেকেন্ডারি স্কুল লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমী। পেশাদার ও দক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে পাঠদান। শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্বমানের শিক্ষা লাভ করতে পারে এই লক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্টার্টফোর্ড শপিং সেন্টারে এসিড হামলা : আহত ৬

সেন্টারে। এতে কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়েছেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার স্থানীয় সময় রাত ৮টায় স্ট্রাটফোর্ড সেন্টারে এ ঘটনা ঘটে। হামলায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ খবর দিয়েছে লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে বলা হয়, একদল পুরুষ লোকজনের ওপর ক্ষতিকর পদার্থ ছিটিয়ে দেয়। এমন হামলা হয় বেশ কয়েকটি স্থানে।

প্রত্যক্ষদর্শীয় বলেছেন, স্ট্রাটফোর্ড সেন্টারে একদল লোকের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপরই দু'জনকে দৌড়ে একটি ফাস্টফুডের টয়লেটে প্রবেশ করতে দেখেন। তারা সেখানে প্রবেশ করেন মুখে ছুড়ে মারা এসিড ধুয়ে ফেলতে। এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন বার্গার কিংয়ের সহকারী ম্যানেজার হোসেন (২৮)। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী জাক আবদি। তিনি স্ট্রাটফোর্ড রেল স্টেশনের একটি ফুটেজ ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, একদল লোক একটি ক্লাবের পথে ছিলো। তাদের ওপর অকস্মাৎ অন্য একদল মানুষ কিছু একটা ছুড়ে মারে। তা শুধু একজনকে আক্রান্ত করেনি। এতে ওই দলের অনেকেই আহত হয়েছেন। ওই দলের একজনের মুখে এসিড লেগেছে। এ সময় তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না'। জাক আবদি বলেন, আমার মনে হয় ওই ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

লন্ডন ও সিলেটে উচ্ছ্বাস

কনভেনশন খুলে দেবে দেশে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনার দ্বার। অক্টোবরের ২১ থেকে ২৭ তারিখ সপ্তাহব্যাপী আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিতব্য এই কনভেনশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন বলে আশাবাদী আয়োজক মহল। এছাড়া অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কনভেনশনে উপস্থিত থাকবেন।

সিলেটের ব্যবসায়ী সমাজসহ অন্যান্য সচেতন মানুষ গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছেন কী চমক নিয়ে আসছেন আয়োজকেরা। বিশেষ করে যারা বৃটেনের কারি শিল্পের অস্কারখ্যাত বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডস সম্পর্কে জানেন বা অনুষ্ঠান দেখেছেন তারা এনাম আলীর ম্যাজিক দেখার প্রতীক্ষায় আছেন বলা যায়!

বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এই কনভেনশনের মূল আয়োজক। সহযোগিতায় আছে সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। এ পর্যন্ত ১৯টি দেশে বসবাসরত বাঙালি ব্যবসায়ীরা কনভেনশনে যোগ দেওয়া নিশ্চিত করেছেন। এ সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশাবাদী আয়োজকরা।

গত ৯ আগস্ট সিলেট চেম্বার ভবনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে কনভেনশনের লোগো উন্মোচন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'আগামী প্রজন্মকে বাংলাদেশমুখি করা আমাদের সবার দায়িত্ব। এই কনভেনশন একটি যোগসূত্র রচনা করে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে যোগাযোগের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা মানে নিজ দেশকে সম্মান করা। শেকড় যেখানে গাঁথা সেখানে আমাদের ফিরে আসতেই হবে।'

বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এনাম আলী এমবিই বলেন, 'আমরা প্রবাসীরা সবক্ষেত্রেই চ্যাম্পিয়ন। আমরা প্রবাসে বসে বাংলায় কথা বলি, বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষে কাজ করি। আমাদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দেশি ও প্রবাসীদের মধ্যে জানাশোনা, আত্মিক পরিচয়ের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এই কনভেনশনের কথা চিন্তা করি। আমার সেই চিন্তা আজ সবার মনে জায়গা করে নিয়েছে বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

এনাম আলী এমবিই বলেন, আমরা আমাদের জন্মমাটি ছেড়ে থাকলেও আমাদের সব স্বপ্ন আমাদের ভালো লাগা আমাদের ঐ দেশকে নিয়ে। আমরা প্রবাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি অথচ দেশে এলে আমাদের বলা হয় 'প্রবাসী', আর সেখানে আমাদের বলা হয় অভিবাসী। প্রশ্ন হলো- আমরা যদি দেশের উন্নতির জন্য আমাদের শ্রম, মেধা, কষ্টের অর্জন এই দেশকে দিয়ে থাকি তা হলে দেশ আমাদের কেন প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দেবে না ? তিনি বলেন- আমরা পৃথিবীর যে দেশেই বসবাস করি না কেন আমরা সেই দেশের আইন, নিয়ম-কানুন মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকি ও পাশাপাশি দেশে এলে এখানকার সব নিয়ম মেনেই আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করি। সে হিসেবে আমাদের পাওনা অবশ্যই অনেক বেশিই, কিন্তু আমরা কি সেটুকু আদৌ পাচ্ছি? এনাম আলী বলেন, এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন এর মাধ্যমে আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে চাই, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুন্দর এই দেশের সাথে পরিচিত করতে চাই ও তাদেরকে বাংলাদেশে কিছু করতে আগ্রহী করি তুলতে চাই। এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন সিলেটে আয়োজন প্রসঙ্গে ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট এনাম আলী বলেন, সিলেট এনআরবি ক্যাপিটাল, সিলেটের মানুষ সমগ্র বাংলাদেশকে বিশ্বময় পরিচিত করেছেন তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন' সিলেটে আয়োজন করা হয়েছে ও আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে আশা করছি।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ড. আবুল মোমেন বলেন, 'বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের এক উর্বর ক্ষেত্র। এই সুযোগকে প্রবাসীদের কাজে লাগানো উচিত। সরকার প্রবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তা দিতে সদা প্রস্তুত আছে। এ নিয়ে বিতর্ক বা ভয়ভীতির কোন সুযোগ নেই।'

কনভেনশনে থাকছে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এ উপলক্ষ্যে সুরমা নদীতে হবে বিশেষ নৌকা বাইচ। আরো অনেক চমক থাকবে, যা এখনি প্রকাশ করতে রাজী নয় আয়োজকরা। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণকারীরা আলাদা এক ভুবনে সময় কাটাবেন– এমনটা বিশ্বাস করেন তারা।

সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি খন্দকার সিপার আহমদ কনভেনশন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য প্রবাসীদের বিনিয়োগের সুবিধা জানানো। শিল্প কারখানা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতে দেশে এখন বিনিয়োগের সুবর্ণ সময়। এছাড়া পর্যটন, পাওয়ার প্লান্ট, আইটি খাতে সম্ভাবনা ব্যাপক। কোম্পানীগঞ্জে আইটি পার্ক হচ্ছে, বিনিয়োগকারীরা স্বচ্ছন্দে-নিরাপদে এখানে আসতে পারেন।'

ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মনির আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন ও যাদের কষ্টের অর্জনে আজকের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অথচ আমাদের দেশে আমাদের পরিচয় আমরা প্রবাসী। তিনি বলেন এতো শ্রম, এতো কষ্ট করে আমরা কী এই পরিচয় বহন করবো? তিনি বলেন, আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দেশমুখী করতে চাই এবং তাদরেকে যেনো শুনতে না হয় তারা প্রবাসী সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।

গত ২১ সেপ্টেম্বর সিলেট সফরকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্যদূত রুশনারা আলী এমপি জানান, বাংলাদেশে বৃটিশ সরকারের বিনিয়োগ বাড়ছে। তাঁর এ কথায় আশ্বস্ত সবশ্রেণীর মানুষ। দু'দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন দিনে দিনে আরো বাড়বে বলে সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির এই কনভেনশনকে মহামিলন উল্লেখ করে বলেন, 'সিলেটে প্রথমবারের মতো এনআরবি কনভেশন হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে একদিকে ঘটবে প্রবাসী উদ্যোক্তাদের মহামিলন, অন্যদিকে প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের এদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ বাড়বে।' সিলেট প্রেস ক্লাবকে এনআরবি কনভেনশনে সহযোগিতার দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের মাধ্যমে এই মহামিলনের খবর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন।

এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশনকে খুবই ভালো ও শুভ উদ্যোগ বলে উল্লেখ করলেন সিলেট চেম্বারের বর্তমান পরিচালক এবং এফবিসিসিআই-এর সাবেক পরিচালক হিজকিল গুলজার। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'আমাদের সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত এই কনভেনশনের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বলে আমার বিশ্বাস। কনভেনশনে শুধু সিলেটের নয়, দেশের বিভিন্ন জেলার প্রবাসীরা অংশ নেবেন। এতে করে সবার মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।' আগামীতে এই কনভেনশন দেশের অন্যান্য জেলায়ও হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বিশিষ্ট উদ্যোক্তা শফিকুল ইসলাম শফিক তার উচ্ছ্বাসের কথা জানিয়ে বললেন, 'এ-তো আমাদের জন্য পরম পাওয়া। বিভিন্ন দেশের নতুন-পুরনো উদ্যোক্তাদের এক সঙ্গে পাওয়া সহজ নয়। এ কনভেনশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগের নতুন এক পথ উন্মোচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

কনভেনশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রবাসীদের রেজিস্ট্রেশন কাজ চলছে। সিলেট চেম্বারে আগামী ১ অক্টোবর থেকে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হবে। এছাড়া কনভেনশন চলাকালীন গেটের বাইরেও রেজিস্ট্রেশন বুথ থাকবে বলে জানান আয়োজকরা।

ময়মনসিংহে কিশোরকে খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা

করে পুলিশ। সে ময়মনসিংহ শহরের নাটঘরলেন সংলগ্ন রেলওয়েবস্তির বাসিন্দা মোঃ শিপন মিয়ার ছেলে। সোমবার মৎস্য কেন্দ্রের পাম্প চুরির অভিযোগে তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সোমবার ভোরে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের গৌরীপুর উপজেলাধীন চরশিরামপুর এলাকার গাউছিয়া মৎস্য হ্যাচারিতে চোর সন্দেহে সাগর নামে ওই কিশোরকে আটক করা হয়। এরপর হ্যাচারির মালিক আক্কাস আলী ও কর্মচারী কাইয়ুমসহ তার লোকজন ওই কিশোরকে টেলিফোনের খুঁটির সাথে বেঁধে বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। একপর্যায়ে সাগর অচেতন হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে চরশ্রীরামপুরের হামেদ আলীর ছেলে আহাম্মদ আলীর (৩৫) অটোরিকশায় ময়মনসিংহের দিকে রওনা হয়। অটোরিকশাটি ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের গৌরীপুর উপজেলার সাহেবকাচারি এলাকায় পৌঁছতেই সাগর মারা যায়। এরপর ওই কিশোরের লাশ গুম করে ফেললে সোমবার সারাদিন লাশ নিয়ে ধ্রুজালের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর আক্কাছ আলী ও তার স্বজনরা পালিয়ে যায়। বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করা হলে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন ওই কিশোরের কোনো সন্ধান পায়নি। ঘটনার পর থেকে গাউছিয়া মৎস্য হ্যাচারির অফিসে তালা ঝুলছে। হ্যাচারির মালিক আক্কাছ আলীর মোবাইল ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করে সংযোগ পাওয়া যায়নি। তবে আক্কাছ আলীর স্ত্রী শিউলী আক্তার স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, তাদের মৎস্য খামারে এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা তিনি শোনেননি।

ডৌহাখলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহীদুল হক সরকার ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে অপরিচিত এক ব্যক্তি ওই কিশোরের লাশ হ্যাচারির কাশবনে ফেলে রাখা হয়েছে বলে তাকে জানান। এরপর তিনি পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত কিশোরের বাবা মোঃ শিপন মিয়া জানান, ৩০ বছর ধরে তারা ময়মনসিংহ শহরের নাটকঘর লেন সংলগ্ন রেললাইন এলাকার বস্তিতে বসবাস করছেন। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে মধ্যে সাগর দ্বিতীয়। অভাবের সংসারে তিনি ফেরিওয়ালা ও ছেলে সাগর ভাঙ্গারির ব্যবসা করে। দু'জনের আয় দিয়ে তাদের সংসার চলে। সাগর গত শনিবার সকালে বের হয়ে রাতে বাসায় ফিরেনি। মঙ্গলবার সকালে পুলিশ তাদের বাসায় খবর দেয় ছেলে মারা গেছে।

গৌরীপুর থানার এসআই আসাদ জানান, নিহত কিশোরের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার পর থেকেই হ্যাচারির মালিক ও তার পরিবারের লোকজন পলাতক।

গৌরীপুর থানার ওসি দেলোয়ার আহম্মদ জানান, এ ব্যাপারে আক্কাস আলীসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করে ১২-১৩ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন সাগরের বাবা শিপন মিয়া। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

রোহিঙ্গা সংকটে লন্ডনে বসে আছেন বিএনপি নেত্রী- কাদের

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সমপাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, রোহিঙ্গাদের এই সংকটে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া লন্ডনে বসে আছেন। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ব্যাপারে তার মাথা ব্যথা নেই। শুরু থেকে রোহিঙ্গাদের পাশে আছে আওয়ামী লীগ। সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মাঠে থাকব। জেলা প্রশাসন, সরকারি দলসহ স্থানীয়দের সাধুবাদ জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, কঠিন সময়ে সবাই রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এখানকার মানুষ মানবিক ও উদারতার পরিচয় দিয়েছে। গতকাল সকালে কক্সবাজার জেলার সার্বজনীন দুর্গাপূজা উদ্বোধন উপলক্ষে শহরের গোলদীঘির পাড়ে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

সামপ্রদায়িক সমপ্রীতি বিনষ্টকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশ সামপ্রদায়িক সমপ্রীতির দেশ। আমাদের এই সমপ্রীতি ধরে রাখতে হবে। কোনো অপশক্তিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেয়া যাবেনা। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ওবায়দুল কাদের বলেন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট রনজিৎ দাশের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-আবদুর রহমান বদি এমপি, সাইমুম সরওয়ার কমল এমপি, জেলা প্রশাসক মো. আলী হোসাইন, পুলিশ সুপার ড. একেএম ইকবাল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সিরাজুল মোস্তফা, সাধারণ সমপাদক মুজিবুর রহমান ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সমপাদক বাবুল শর্মা।

এবার নিখোঁজের তালিকায় মেয়র আরও চারজনের সন্ধান পাওয়া যায়নি

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : রাজধানী থেকে এবার নিখোঁজ হয়েছেন জামালপুরের সরিষাবাড়ী পৌরসভার মেয়র ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ রুকুনুজ্জামান। দুই দিন পার হলেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের অভিযোগ, শত্রুতার জের ধরে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাকে অবিলম্বে 'জীবিত উদ্ধার' করা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তার এলাকাবাসী।

গত সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে রাজধানীর উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরের বাসা থেকে বের হন রুকুনুজ্জামান। এরপর থেকে তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে থাকা মুঠোফোনটিও বন্ধ। পুলিশ বলছে, গত মঙ্গলবার পর্যন্ত তারা মেয়রকে উদ্ধারের কোনো সূত্র পায়নি। এ নিয়ে গত পাঁচ সপ্তাহে রাজধানী ঢাকা থেকে পাঁচজন নিখোঁজ হলেন। তাদের মধ্যে একজন (ব্যাংক কর্মকর্তা) ফিরে এলেও চারজনের এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশে বেলারুশের অনারারি কনসাল অনিরুদ্ধ রায়কে গত ২৭ আগস্ট বিকেলে রাজধানীর গুলশানে একটি ব্যাংকের সামনে থেকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যান কয়েক ব্যক্তি। সিসি ক্যামেরায়ও সে দৃশ্য ধরা পড়েছে। এ রকম যানজটের শহরে জলজ্যান্ত মানুষটিকে ধরে নিয়ে মাইক্রোবাসটি কোথায় উধাও হয়ে গেল, সে খবর এখনো বের করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

একই দিনে নিখোঁজ হন কল্যাণ পার্টির মহাসচিব আমিনুর রহমান। তার দলের দাবি, তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে। ছুটিতে কানাডা থেকে পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে এসে ২৬ আগস্ট ধানমন্ডি থেকে নিখোঁজ হন ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইশরাক আহমেদ। এখনো তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন ইশরাকের বাবা ব্যবসায়ী জামালউদ্দীন।

এর আগে গত ২২ আগস্ট মহাখালীতে ছেলের সামনে থেকে মাইক্রোবাসে তুলে নেওয়া হয় ব্যবসায়ী ও বিএনপির নেতা সৈয়দ সাদাতকে। তিনিও এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন।

সর্বশেষ নিখোঁজ হওয়া মেয়র মো. রুকুনুজ্জামানের বাড়ি সরিষাবাড়ীর সাতপোয়া গ্রামে। তার স্ত্রী হ্যাপী বেগম সাতপোয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। এক সময়ের ইতালিপ্রবাসী রুকুনুজ্জামান বিএনপির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। পরের বছর আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচন করে মেয়র নির্বাচিত হন। তৈরি পোশাকের ব্যবসাও আছে তার। একই সঙ্গে একটি বায়িং হাউসেরও মালিক। ব্যবসায়িক কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য উত্তরায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন তিনি। সঙ্গে থাকতেন দেহরক্ষী, এক ভাতিজা, গাড়ির চালক এবং এলাকার আরও দুই ছেলে।

নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১২ ঘণ্টা আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে 'মেয়র রুকুন' নামে আইডি থেকে একটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, ...নতুন প্রজন্মের কাছে আমার আহ্বান যে আমাকে হত্যা করা হলেও তোমাদের সিক্ত ভালোবাসা যেন অটুট থাকে এবং আমার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা তোমরা ধরে রাখবা।'

নিখোঁজ পৌর মেয়রের বড় ভাই সাইফুল ইসলাম বলেন, মেয়রকে স্থানীয় এক ঠিকাদার সম্প্রতি হুমকি দেন। এ ঘটনায় থানায় জিডি করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি। তিনি আরও বলেন, 'ভাই নিখোঁজ হওয়ার পর আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

রুকুনের পরিবার যে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, তার নাম রফিকুল ইসলাম। গত মঙ্গলবার মঠোফোনে তিনি দবি করেন, পৌরসভার প্রথম শ্রেণির একজন ঠিকাদার তিনি। তার লাইসেন্স নবায়ন করতে গেলে পৌরসভার প্রকৌশলী তাতে সই দিয়ে দিলেও মেয়র সই দেননি। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর জের ধরে একদিন রাস্তায় মেয়র তার গতিরোধ করে মারধর করেন। এ ঘটনায় তিনি স্থানীয় থানায় জিডিও করেন। তিনি বলেন, মেয়র নিজে আত্মগোপনে যেতে পারেন বলে তার ধারণা।

গত মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরে মেয়র রুকুনুজ্জামানের ভাড়া বাসায় গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি তার গাড়িচালক মো. সাইদুর ইসলাম বলেন, নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন (রোববার) সকালে মেয়রকে নিয়ে সরিষাবাড়ী যান। সেখানে মেয়র পৌরসভার একটি জরুরি সভায় যোগ দেন। রাত ১১টার দিক ঢাকার বাসায় ফিরে আসেন।

চালক সাইদুর বলেন, মেয়র সোমবার সকালে বাসায় এসে নাশতা করে ১৩ নম্বর সেক্টরে খেলার মাঠের দিকে বেরিয়ে যান। এরপর আর ফিরে আসেননি। যাওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবেন। ফিরেই তিনি টঙ্গীর কারখানায় যাবেন। এরপর মেয়রের আর কোনো খোঁজ জানেন না।

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী হোসেন বলেন, রুকুনুজ্জামানের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা রহস্যজনক। তিনি রাতে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দেন। এরপর সকালে একা একা বেরিয়ে যান।

এদিকে গত মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সরিষাবাড়ী পৌর পরিষদের উদ্যোগে পৌর মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে রুকুনুজ্জামানকে 'জীবিত উদ্ধারের' দাবি জানানো হয় পৌরসভার প্যানেল মেয়র মোহাম্মদ আলী বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে মেয়রকে জীবিত উদ্ধার করে দেওয়া না হলে আজ বুধবার থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মেয়রকে উদ্ধারের বিষয়ে কোনো খবর আছে কি ন, জানতে চাইলে গত মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশের উত্তরা অঞ্চলের সহকারী কমিশনার তাপস কুমার দাস বলেন, এখনো কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি।

হোয়াইটচ্যাপেলে অফিস ভাড়া যাবে

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিকটে দুটি রুম ভাড়া যাবে। ভাড়া প্রতিমাসে ৩৫০ ও ৪৫০ পাউন্ড। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07852 189 867

CURRENCY WORLD

Partnership with Prime Bank Ltd.

Fast and Reliable

ইউকেতে অন্যতম রেমিটেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রাইম ব্যাংকের ডিএমডির কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন কারেন্সী ওয়ার্ল্ড এর ডাইরেক্টর তারেক এ চৌধুরী

১লাখে ফি মাত্র £7.99 Valid upto 30th September 2017

নতুন কাস্টমার ৫০% ফি! Valid upto 30th September 2017

বিজ্ঞাপনটি সাথে আনুন

- সস্তায় বিমান টিকেট
- কম খরচে ওমরাহ ও হজ্ব
- পিনে সেইম ডে
- একাউন্টে দুই দিনে
- DHL (£23) ও কার্গো
- হলিডে বুকিং

UMRAH £850 & £750

আমরা ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারী এবং এপ্রিল মাসের উমরাহ বুকিং নিচ্ছি

ঘরে বসেই টাকা পাঠান আপনজনের কাছে

HIGH RATE LOW FEE

Passport Renew | No Visa | New Passport

LOW COST HAJJ, UMRAH & AIR TICKET

Send Money Worldwide / Send Money Bangladesh

117 Whitechapel Road (2nd Floor) London E1 1DT

T : 020 3561 0265

M : 079 8473 0960

www.currencyworldglobal.com | E:currencyworld2000@gmail.com

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

সাঈদাসি ব্রান্ডের প্রথম ফ্যাশন শো

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পোশাক শিল্পকে তুলে ধরার অনন্য প্রয়াস

লন্ডন, ২৯ সেপ্টেম্বর: ইউকের ফ্যাশন জগতে নিজস্ব ব্রান্ড নিয়ে বাংলাদেশী কাপড়কে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল সাঈদাসি ব্রান্ডের প্রথম ফ্যাশন শো। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি হলে বেলা ৪টা থেকে শুরু হওয়া এইফ্যাশন শো চলে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে প্রায় ৭শ অতিথি অংশগ্রহণ করেন। থিম-বেইজ ১০টি ক্যাটাগরিতে ফ্যাশন শো'তে অংশগ্রহণ করেন ৩০জন পুরুষ ও মহিলা মডেল। কেট-ওয়াকে বাংলাদেশের মুসলিন,

পৃষ্ঠা ৩৮

অক্টোবরে বসছে এনআরবি গ্লোবাল কনভেনশন

লন্ডন ও সিলেটে উচ্ছ্বাস

আব্দুল মুকিত অপি ও এনাম চৌধুরী: সিলেটে অনুষ্ঠেয় এনআরবি গ্লোবাল কনভেনশন নিয়ে আলোচনা এখন সর্বত্র। প্রায় ১০ হাজার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে

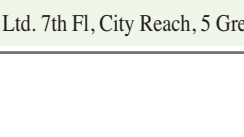

দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার প্রত্যয় নিয়ে দিনরাত কাজ করছেন আয়োজকরা। তাদের প্রত্যাশা, এই

পৃষ্ঠা ৩৮

এলইএ'র শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনব্যাপী বিজনেস কনফারেন্স

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর: ইস্ট লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী সেকেন্ডারি স্কুল লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো দু'দিনব্যাপী বিজনেস এন্ড এন্টারপ্রাইজ কনফারেন্স। এর মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গঠনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। স্কুলের আমন্ত্রনে এই দু'দিনের কনফারেন্সে যোগ দেন ব্রিটেনের অন্যতম সেরা ব্যাংকিং জায়েন্ট বার্কলেইস ব্যাংকের পেশাদার কর্মকর্তা ও ট্রেইনাররা। তারা এ

পৃষ্ঠা ৩৮

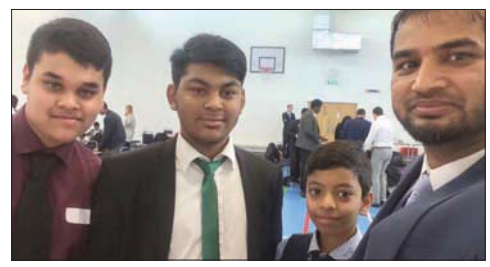

দারুল হাদিস লাতিফিয়া'র টাইটেল জামাতের ছাত্রদের ছবক প্রদান উপলক্ষে

দারসে বুখারী মাহফিল

Annual Commencement Dars of Sahih al - Bukhari 2017

সবক ও দারস প্রদান করবেন:

উস্তাজুল মুহাদ্দিসিন, শায়খুল হাদিস

হযরত আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব

Venue: Darul Hadis Latifiah
1 Cornwall Avenue, London E2

Date: Tuesday, 3rd October 2017

Time: 7.30pm

সকলে আমন্ত্রিত

Darul Hadis latifiah
(Secondary School, College & Title Madrasah)
www.darulhadis.org.uk

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 • 0203 540 0940 • Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk